উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,৬৯১.৯৮ (-৮২৩.১৬)

নিফটি : ২৪,৮৮৮.২০ (-২৫৩.২০)

রবি ঠাকুরের কাছারিবাড়িতে তাণ্ডব
বাংলাদেশে এবার জনতার ক্ষোভ আছড়ে পড়ল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরের পৈতৃক ভিটে কাছারিবাড়িতে। পার্কিং নিয়ে বচসায় ভাঙচুর হয় এই বাড়িতে। » ৭

প্রাণ হারালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রূপানি
গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানির বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। তিনি তাঁর স্ত্রী অঞ্জলি রূপানিকে আনতে এই বিমানেই লন্ডনে যাচ্ছিলেন। » ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৬° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৭° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৭° সর্বোচ্চ	২৮° সর্বনিম্ন	৩৭° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন

বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে বিশেষ পাতা » ৮

শিলিগুড়ি ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 13 June 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 26

ভারতের মাটিতে

১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর
দিল্লি থেকে সৌদি আরবের ধাহরান যাচ্ছিল বোয়িং ৭৪৭ এয়ারক্রাফটের সৌদিয়া ফ্লাইট ৭৬৩। অন্যদিকে কাজাখস্তানের চিমকেন্ট থেকে দিল্লি ফিরছিল কাজাখস্তান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ১৯০৭। হরিয়ানায় দুটি বিমানের সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় উভয় বিমানের ৩৪৯ জন যাত্রী নিহত হন।

২০১০ সালের ২২ মে
দুবাই থেকে আসা বোয়িং ৭৩৭ যাত্রীবাহী বিমানটি ম্যাঙ্গালোরে অবতরণের আগেই ভেঙে পড়ে। বিমানে থাকা ১৬৬ জনের মধ্যে ১৫৮ জন নিহত হন। মাত্র ৮ জন প্রাণে বাঁচেন।

১৯৮৮ সালের ১৯ অক্টোবর
ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি বিমান মুম্বই থেকে আহমেদাবাদ যাচ্ছিল। আহমেদাবাদের বিমানবন্দরে নামার সময় ভেঙে পড়ে। বিমানে থাকা ১৩৫ জনের মধ্যে ১৩৩ জনেরই মৃত্যু হয়।

১৯৯০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি
মুম্বই থেকে বেঙ্গালুরু যাওয়ার সময় এয়ারবাস এ৩২০-২৩১ ভেঙে পড়ে বেঙ্গালুরুর একটি গলফ কোর্সের মধ্যে। মৃত্যু হয় ৯২ জনের।

২০০০ সালের ১৭ জুলাই
কলকাতা থেকে দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল বোয়িং ৭৩৭-২এ৮ বিমানটির। পাটনায় ছিল প্রথম স্টপওভার। তার আগে পটনারই একটি জনবহুল এলাকায় ভেঙে পড়ে বিমানটি। সেই বিমানের ৬০ জনের মৃত্যু হয়।

মরণ উড়ান

দুঃস্বপ্নের ড্রিমলাইনারে বলি ২৪১

আহমেদাবাদ, ১২ জুন : শেষ উড়ান। স্বপ্নের নয়, মৃত্যুর। নাহলে কি আর ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় ২৪১টি জীবন! লন্ডন যাত্রা হয়ে উঠল তাঁদের জীবনের শেষ যাত্রা। মৃত্যুর নিরিখে দেশের সবচেয়ে বড় বিমান দুর্ঘটনাটি ঘটে গেল বৃহস্পতিবার বারবেলায়। আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে আছড়ে পড়ল বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার মডেলের বিমানটি।

শুধু যাত্রী ও বিমানকর্মী নয়, বিমানবন্দর লাগোয়া একটি মেডিকেল কলেজের হস্টেলে উড়ানটি আছড়ে পড়ায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জন হবু চিকিৎসকের। তাঁদের মধ্যে চারজন এমবিবিএস পড়ুয়া, অন্যজন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট আবাসিক চিকিৎসক। টেক অফ করার ৬২৫ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত উঠে আচমকা ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার আন্তর্জাতিক ফ্লাইটটি।

আহমেদাবাদ মেডিকেল কলেজে ডাক্তারদের হস্টেলে ভেঙে পড়া বিমান।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বেশ কয়েকটি ভিডিওতে দুর্ঘটনার ভয়াবহ চিত্র ধরা পড়েছে। দেখা যাচ্ছে, মেডিকেল কলেজের হস্টেলের ডাইনিং হলে খাবার রাখা থালা ঢুকে গিয়েছে বিমানের ধ্বংসাবশেষে। লন্ডনের গ্যাটউইকের উদ্দেশে উড়ে যাওয়া বিমানটিতে মোট ২৪২ জন ছিলেন, তার মধ্যে ২৩০ জন যাত্রী, ১০ জন বিমানকর্মী এবং দুজন চালক। মৃতদের তালিকায় রয়েছেন গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। যাত্রীদের মধ্যে ১৬৯ জন ভারতীয়, ৫৩ জন ব্রিটিশ, ১ জন কানাডিয়ান এবং ৭ জন পর্তুগিজ ছিলেন।

তবে আশ্চর্যজনকভাবে বিশ্বাস কুমার রমেশ নামে এক যাত্রী বেঁচে গিয়েছেন। দুর্ঘটনার পর বৃহস্পতিবার বিকেলে মেডিকেল কলেজটির চত্বর থেকে একের পর এক পোড়া ও ঝলসানো দেহ উদ্ধার করার সময় আচমকা ওই যাত্রী মোবাইল হাতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে আসেন ধ্বংসস্তূপ থেকে। উড়ান সংস্থার তালিকায় তিনি বিমানের ১১এ নম্বর আসনের যাত্রী ছিলেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃতদের অধিকাংশের দেহ চেনা যাচ্ছে না। শনাক্ত করার জন্য যাত্রীদের পরিবারের কাছে ডিএনএ নমুনা চেয়েছে গুজরাট প্রশাসন। আহমেদাবাদের বিজে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ডিএনএ

এরপর দশের পাতায়

অভিশপ্ত ৪ মিনিট

- বৃহস্পতিবার দুপুর ১.৩৯ মিনিট নাগাদ টেক অফ
- বিমানে কোনও যান্ত্রিক গোলযোগ তৈরি হচ্ছে
- তার আগে ১.৩৮ মিনিট পর্যন্ত বিমানের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল
- টেক অফের পর পাইলট সুমিত সাবহারওয়াল সমস্যা বুঝতে পারেন
- তিনি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন
- কিন্তু এটিসি'র সঙ্গে বিমানের যোগাযোগ সম্ভব হয়নি
- পাইলট প্রত্যুত্তর পাওয়ার কোনও সুযোগই পাননি

দুর্ঘটনার নেপথ্যে কারণ

- যে বিমানটি দুর্ঘটনায় পড়ে তার মডেল ১৪ বছর আগের
- ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে টেক অফের সময় পর্যাপ্ত ওড়ার শক্তি তৈরি হয়নি
- বিমানে বিপুল জ্বালানি এবং যাত্রীর ভার ও পাখির ধাক্কাও দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে
- বিমানের ব্ল্যাক বক্সের তথ্য খতিয়ে দেখার পর সবকিছু পরিষ্কার হবে
- এক যাত্রী আহমেদাবাদে নেমে জানান, বিমানের এসি কাজ করছিল না

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT **SILIGURI** Ph: 9311399671. RENAULT **GANGTOK** Ph: 8929207318. RENAULT **MALDA** Ph: 8527236841. RENAULT **RAIGANJ** Ph: 9311700645. RENAULT **ASANSOL** Ph: 8527240471. RENAULT **BALURGHAT** Ph: 7428438946. RENAULT **BANKURA** Ph: 9667215385. RENAULT **BURDWAN** Ph: 8130499627. RENAULT **BERHAMPORE** Ph: 8527235410. RENAULT **BONGAIGAON** Ph: 9582232858. RENAULT **DURGAPUR** Ph: 8527240447. RENAULT **KRISHNANAGAR** Ph: 8448488211. RENAULT **SINGUR** Ph: 9311700650. RENAULT **SURI** Ph: 8377905404. **KOLKATA:** RENAULT **KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD)** Ph: 8527234918, RENAULT **KOLKATA SOUTH (ALIPORE)** Ph: 8527240425, RENAULT **RAJARHAT** Ph: 8527240370, RENAULT **BT ROAD** Ph: 9311489001. RENAULT **KHARAGPUR** Ph: 9933376767.

মালদার আম কুলফিতে মজবে দিল্লি

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ১২ জুন : দিল্লির আমমেলায় মালদা থেকে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ২৫ টন আম। তালিকায় রয়েছে ২৫টি প্রজাতির আম। মালদা জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের তরফে দিল্লির মেলায় আম কুলফি খাওয়ানোর অভিনব ব্যবস্থাও থাকছে। দিল্লির হ্যাভলুহাটে আগামী ২৪ জুন ১১তম বাংলা আমমেলা ও হস্তশিল্প প্রদর্শনী শুরু হতে চলেছে। মেলা চলবে ৮ জুলাই পর্যন্ত। দিল্লিতে রাজ্যের রেসিডেন্সিয়াল কমিশনারের উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন হতে চলেছে। সহযোগিতায় রয়েছে ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি ও উদ্যানপালন দপ্তর।

মালদায় রাজ্য সড়কের পাশে লরিতে আম তোলা হচ্ছে। ছবি : হরষিত সিংহ

দিল্লির আমমেলায় থাকবে মালদার চাষিদের উৎপাদিত মল্লিকা, আম্রপালি, নবাব, গোলাপখাস, বৃন্দাবনী, জিলাপিকারা, দুধকুমার, অমৃতভোগ, ফজলি, ল্যাংড়া, হিমসাগর সহ নানান প্রজাতির আম। মালদা জেলা আম ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, 'গতবছর চাষিরা দিল্লির হাটে আম বিক্রি করে প্রচুর লাভ করেছিলেন। এবারও ৬ জন চাষি বিভিন্ন প্রজাতির সুস্বাদু আম ও আমজাত দ্রব্য নিয়ে আমমেলায় অংশ নেবেন। প্রথম ধাপে ২৫ টন আম যাচ্ছে। রাজধানীর এই মেলায় পাওয়া যাবে মালদার আম ও লিচু থেকে উৎপাদিত আমসত্ত্ব, আচার, জ্যাম, জেলি সহ প্রক্রিয়াজাত নানান খাদ্যসামগ্রী। এই মেলায় অংশগ্রহণের ফলে মালদা জেলার আমের প্রচার ও প্রসার জাতীয় স্তরে ছড়িয়ে পড়বে।' মানিকচকের আমচাষি পবন মণ্ডল বলেন, 'দিল্লির আমমেলায় গতবার ভালো লাভ করেছিলাম। এবারও আমাদের আম ও আম থেকে তৈরি খাদ্যসামগ্রীর বিক্রি ভালো হবে বলে আশা করছি।'

স্বাদের সাগর

- দিল্লির মেলায় মালদার ২৫ প্রজাতির আম পাওয়া যাবে
- মল্লিকা, আম্রপালি, নবাব, গোলাপখাস, বৃন্দাবনী, জিলাপিকারা, দুধকুমার, অমৃতভোগ, ফজলি, ল্যাংড়া, হিম সাগরসহ নানান প্রজাতির আম পাওয়া যাবে
- প্রথম ধাপে যাচ্ছে ২৫ টন আম। আম ও লিচু থেকে উৎপাদিত আমসত্ত্ব, আচার, জেলিও মিলবে

দার্জিলিংয়ের সমকক্ষ হতে পারে কালিম্পংয়ের চা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১২ জুন : দার্জিলিংয়ের মতো কালিম্পং পাহাড়েও চা চাষের সম্ভাবনা অপার। প্রয়োজন শুধু উদ্যোগের। একথা জানাচ্ছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর)। বুধবার রাজ্যই কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলার ক্ষুদ্র চা চাষিদের নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিজেদের প্রকল্প- জলবায়ু পরিবর্তন ও চা উৎপাদনের গবেষণালব্ধ ফল জানাতে গিয়ে আইসিএআর-এর বিজ্ঞানীরা কোথায় চা বাগান করলে আর্থিকভাবে ফলপ্রসূ হবে না, সেকথাও স্পষ্ট বলে দিয়েছেন।

আইসিএআর-এর সয়েল সার্ভে অ্যান্ড ল্যান্ড ইউজ প্ল্যানিং-এর রাজ্য অধিকর্তা ডঃ ফিরোজ হাসান রহমান বলেন, 'গত কয়েক দশকে চা আবাদি এলাকার জমির গঠনশৈলী সহ জলবায়ুর পরিবর্তন বড়সড়ো পরিবর্তন হয়েছে। সেসব আমরা পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে খুঁজে বের করেছি। কোথায় কী করলে ভালো মানের চা চাষ হতে পারে, সেটা বলে দেওয়া হয়েছে। কালিম্পংয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয়দের আরও সচেতন করলে সেখানে এই শিল্পের প্রসার শুধু সময়ের অপেক্ষা। আমরা আশাবাদী।'

তথ্য জানাল আইসিএআর

টি বোর্ডের সহযোগিতায় ঠিক কী করছে আইসিএআর? বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, গবেষণায় উত্তরবঙ্গের ছয় জেলার বিভিন্ন স্থানের মাটির নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। চা আবাদি এলাকার ভূগর্ভস্থ জলস্তর কতখানি নেমে গিয়েছে, জল ধরে রাখার ক্ষেত্রে কী কী করণীয়, সেসব জানিয়ে দিচ্ছেন তাঁরা।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, উত্তরের ছয় জেলার ব্লক ধরে ধরে মাটি পরীক্ষার পর কোথায় চা চাষ হতে পারে, তা খুব ভালো, ভালো, প্রান্তিক ও উপযুক্ত নয়- এমন চারটি ক্যাটিগোরিতে ভাগ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার এই তিন জেলার ২০টি ব্লক চা চাষের উপযুক্ত নয়। ডঃ রহমান বলেন, 'আমাদের কাজ এখানেই থেমে থাকছে না। উত্তরবঙ্গের জলবায়ুতে গত ২৫ বছরে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে ও আগামী ৫০ বছরে কী হবে, সেটাও বলে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে চা চাষে জড়িতরা নিজেদের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে চাষের পদ্ধতিতে বদল আনতে পারবেন।'

জর্জ টেলিগ্রাফের 'প্লেসমেন্ট ফেয়ার'

নিউজ ব্যুরো

১২ জুন : জর্জ টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউটের মূল ব্রাঞ্চ শিয়ালদায় বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল 'প্লেসমেন্ট ফেয়ার ২০২৫।' এটি চলবে ১৪ জুন পর্যন্ত। তিনদিন ধরে চলা এই চাকরিমেলায় অংশ নিচ্ছে একশোরও বেশি কোম্পানি, যার মধ্যে রয়েছে রিলায়েন্স জিও, ডাইকিন, আইএফবি, টাটা, টয়োটা, এলজি, হোন্ডা, স্যামসাং, অ্যাপল। মেলার সূচনা করেন অধ্যক্ষ গোরা দত্ত। ৬০০-এরও বেশি ফাইনাল সিমেস্টারের শিক্ষার্থী মেলায় অংশ নেন। বিশিষ্ট অতিথিরা জর্জ টেলিগ্রাফের ১০৫ বছরের শিক্ষাগত ঐতিহ্য তুলে ধরেন। জর্জ টেলিগ্রাফের ট্রাস্টি ও ডিরেক্টর অনিন্দ্য দত্ত বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য একটি ভালো প্লেসমেন্ট ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা, যা সবরকম সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করবে।'

রসিকবিল মিনি জু
ঠান্ডা জলে স্নান শাহজাদাদের

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১২ জুন : প্রচণ্ড গরমে ঘেমেনেয়ে একশা সুলতান, শাহজাদা, রিমঝিম, গরিমারা। যাদের এক ডাকে সবার ঘাম ছুটে যায়, এখন তারাই কাহিল হয়ে পড়েছে। এরা রসিকবিলের চিতাবাঘ। আপাতত তাদের মাথা ঠান্ডা রাখতে ফ্যানের ব্যবস্থা করেছে বন দপ্তর।

মেনুতেও এসেছে বদল। গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি দিতে দিনে দুই থেকে তিনবার ঠান্ডা জলে স্নান করানো হচ্ছে সোহেলদের। পাখি এবং জীবজন্তুদের এনক্লোজারে খড়ের ছাউনির ব্যবস্থা করা হয়েছে। রসিকবিলের আবাসিকদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর রাখছেন চিকিৎসকরা।

কোচবিহারের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পশু চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে বন্যপ্রাণী, পাখিদের জন্য বেশ কিছু বন্দোবস্ত করা হয়েছে। চিতাবাঘদের খাঁচার সামনে ফ্যানও বসানো হয়েছে। সব পশুপাখিরই ডায়েট চার্টে বদল এসেছে, যুক্ত হয়েছে ওআরএস এবং রসালো ফল।'

খাবারে মাংসের পরিমাণ কমানো হয়েছে। জল ঠান্ডা রাখতে খাঁচা লাগোয়া তারজালির ঘেরাটোপ দেওয়া জায়গায় জলাশয়ের জল দফায় দফায় পালটে দেওয়া হচ্ছে। দিনে দুই থেকে তিনবার স্নান করানো হচ্ছে শাহজাদা, সোহেলদের।

চিড়িয়াখানার ম্যাকাও, ময়না, টিয়া, গোল্ডেন ফ্রিজেন্ট ও সিলভার ফ্রিজেন্ট প্রভৃতি পাখিদের এতদিন খাবার হিসেবে মূলত বাদাম ও সূর্যমুখী ফুলের বীজ দেওয়া হত। এখন থেকে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী পাখিদের তরমুজ, শশা জাতীয় রসালো ফল দেওয়া হচ্ছে। হরিণদের আবাসনে কৃত্রিমভাবে খড়ের ছাউনি তৈরি করা হয়েছে। জলাশয়ও তৈরি করা হয়েছে, যাতে সেখানে ডুব দিয়ে খানিকটা স্বস্তি পায় বুনোরা।

গত কয়েকদিনে তাপমাত্রার পারদ ক্রমশ চড়তে থাকায় দিনভর বন্যপ্রাণীদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছেন ডিএফও, এডিএফও সহ অন্য বনকর্তারা।

আরও বড় হচ্ছে স্কোডা অটো

নিউজ ব্যুরো

১২ জুন : স্কোডা অটো ভারতে প্রসারের জন্য কাঠামোর রূপরেখা তৈরি করছে। ২০২৫ তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই বছরেই ২৫ বছর পূর্ণ হবে তাদের। গ্রাহকদের কাছাকাছি আসার কৌশলের উপর ভিত্তি করে স্কোডা অটো ইন্ডিয়া ভারতীয় বাজারে গতিশীলতা আনার জন্য বেশ কয়েকটি মূল ব্র্যান্ড, পণ্য, নেটওয়ার্ক এবং গ্রাহককেন্দ্রিক রূপরেখা তৈরি করেছে। স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর আশিস গুপ্ত বলেন, 'ইউরোপের বাইরে ভারত স্কোডা অটোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বর্ধনশীল বাজার। ২০২৫ এমন একটা বছর যেখানে আমাদের সমস্ত ব্যবসায়িক ক্ষেত্র গতিশীলতা বজায় রেখে স্কোডা ব্র্যান্ডকে শক্তিশালী করবে ও ভারতে তাদের অগ্রগতি নিশ্চিত করবে।' ২০২৫ সালের শেষ পর্যন্ত ৩৫০টি বিক্রয়কেন্দ্র তৈরির লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে স্কোডা।

আজ টিভিতে

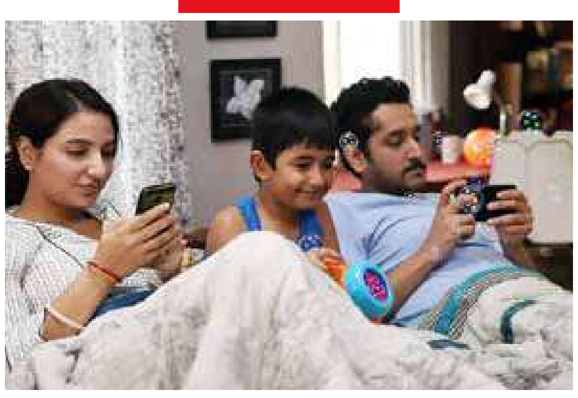

হাবজি গাবজি রাত ১০.১০ জলসা মুভিজ

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ দেবদাস, দুপুর ১.০০ ফাইটার, বিকেল ৪.০০ কর্তব্য, সন্ধে ৭.০০ প্রেমের কাহিনী, রাত ১০.০০ রাজা রানি রাজি, ১.০০ ফাইট 1:1
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ যোদ্ধা, বিকেল ৪.১০ রাম লক্ষ্মণ, সন্ধে ৭.১০ পাগলু-টু, রাত ১০.১০ হাবজি গাবজি
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ চিতা, দুপুর ১.৩০ রক্ত নদীর ধারা, বিকেল ৪.৩০ গুরুদক্ষিণা, রাত ১.০০ হৃৎপিণ্ড
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নয়নের আলো
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সংসার সংগ্রাম
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ধর্ম অধর্ম
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৪৫ ঢিশুম, বিকেল ৩.০০ আই, মি অওর ম্যায়, ৪.৪৫ জলি এলএলবি, সন্ধে ৭.০০ চান্স পে ডান্স, রাত ৯.০০ জয়েশভাই জোরদার, ১১.০০ আশিকি-টু
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১.২৭ বিবাহ, বিকেল ৪.৫৪ সূর্য : দ্য সোলজার, রাত ৮.০০ জওয়ান, ১১.৩২ কমান্ডো-থ্রি
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪৮ কেদারনাথ, দুপুর ২.০২ স্পাইডার, বিকেল ৪.৩৭ যুবরত্ন, সন্ধে ৭.৩০ সূর্য : দ্য সোলজার, রাত ১০.২৭ ভাইরাভাকোনা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৫৭ দোনো, বিকেল ৪.৩৫ রানওয়ে ৩৪, রাত ৯.০০ সজনী শিন্ডে কা ভাইরাল ভিডিও, ১০.৫৬ ইংলিশ ভিংলিশ

কেদারনাথ বেলা ১১.৪৮ অ্যান্ড পিকচার্স

জয়েশভাই জোরদার রাত ৯.০০ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

জাপান উইন শু পারকিনস বিকেল ৩.৫৩ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

land for sale 3 kattha (5 decimal), Roadside Location at Shivmandir, Near NBU, Serious buyers my call/ WhatsApp : 9635659539 (C/116815)

কর্মখালি

NJP-তে হোটেলে কাজের জন্য কম্পিউটার জানা, স্নাতক লোকাল রিসেপশনিস্ট চাই। বেতন :12,000/-, M : 94344-79413. (C/116911)

SIP Abacus Hakimpara looking for Centre Manager. Female Graduate, good communication skill (English, Bengali & Hindi) with computer knowledge (Ms Office & Internet) is essential. 1 to 2 years experience in office management should send their bio data @9830310794. Shortlisted candidates will call for the interview. Sunday is a working day (9 A.M. to 7 P.M.), others day 11 A.M. to 8 P.M. Thursday is a holiday. Salary Rs12,000/- to Rs15,000/- PM. Freshers shouldn't send their bio data. No call will be entertained.

অ্যাফিডেভিট

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে (নং WB 63 19910951853) বাবার নাম রাজেন চ্যাটার্জী থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে (10.6.2025) 2306 নং অ্যাফিডেভিট বলে রাজেন্দ্র চন্দ্র চ্যাটার্জি হইল। জয়ন্ত চ্যাটার্জি, ওয়ার্ড নং ৭, দিনহাটা। (S/M)

ডিইএমইউ শেড এবং প্রশাসনিক ভবনের হাউস কিপিং

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : জিইএম/২০২৫/বি/৬৩০৯৮৩৮; তারিখ : ০৪-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : ০৩(তিন) বছরের জন্য ডিইএমইউ শেড এবং প্রশাসনিক ভবনের হাউস কিপিং। টেন্ডার মূল্য : ৮৫,৯৮,১৭৩/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১,৭১,৯৭০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৮:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ২৫-০৬-২০২৫ তারিখে ১৮:৩০ টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।
সিনিয়র ডিএমই (ডিইএমইউ), শিলিগুড়ি জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণাম দিয়ে মানুষের সেবা

আজ ও কাল
জলপাইগুড়ি ১৫.৬
ডালখোলা ১৬.৬
রায়গঞ্জ
গ্রহের দোষ কাটান
৩৫০ বছরের বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষী ও গণৎকার
শ্রীদেবাচার্য্য
বুকিং : 9434317391/9163667741

ক্ষতিগ্রস্ত এপ্রোচ স্লেবের মেরামত

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৩৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ : ১০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১৪-এপি-II-২০২৫। কাজের নাম : এডিইএন/এইচকিউ/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীন আলিপুরদুয়ার জংশন-বামনহাট খণ্ডের মধ্যের সেতু নং. ১৯, ২৫ এবং ৫৩ এর সুরক্ষা কাজের সঙ্গে ১২/২-৩ কিলোমিটার স্থিত সেতু নং. ৮ স্প্যান ১ × ৪৫.৭২ এর ক্ষতিগ্রস্ত এপ্রোচ স্লেবের মেরামত (আলিপুরদুয়ার জংশন প্রান্তে)। টেন্ডার রাশি : ৩,৮৮,৬৫,২৭৮.৭৯/- টাকা। বায়না রাশি : ৩,৪৪,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় : ০৩-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে : ০৩-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে নির্ধারিত ব্যাংক দ্বারা স্টেশন ক্যাশ ও ইনস্ট্রুমেন্টের পিক আপ কাজ

টেন্ডার নং.: ক্যাশ-পিকআপ-০২-এলএমজি-এনএফআর-২৫। কাজের নাম : ৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ৪০০ (চারশো)টি স্টেশন/স্থান থেকে ক্যাশ ও ইনস্ট্রুমেন্টের পিক আপ। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ২৩,৮২,৯৯,৬০০/- টাকা, বায়নার ধন : ১৩,৪১,৫০০/- টাকা। ই-টেন্ডার ০২-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিওয়াই. সিসিএম/পিএমঅ্যান্ডটিএটিজি, গুয়াহাটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: সিওএন/২০২৫/মে/০১, তারিখ : ১৯-০৫-২০২৫ -এর জন্য সংশোধনী-১

টেন্ডার নং.: সিই/সিওএন/এ-কে/ইপিসি/২০২৫/০২ -এর জন্য টেন্ডার নোটিশ নং. সিওএন/২০২৫/মে/০১ -এর জন্য সংশোধনী নং -১ প্রকাশিত করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।
চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সিওএন/কামাখ্যা প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রণাম দিয়ে মানুষের সেবা

NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation for distribution of items for Jagannath Dham Parasad distribution is invited by the undersigned. Last date of bid submission is 15/06/2025 up to 5:00 PM. The details of the Quotation may be viewed Office of the undersigned and from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
Executive Officer
Cooch Behar II Panchayat Samity

২০ টি জলবিহীন প্রস্রাবগারে রেট্রো ফিটমেন্ট

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৯৮-এসজিইউডি-ওয়াটারলেস-২০২৫ তারিখ : ০৭-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : তিনটি পর্যায়ে বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের ২০ টি জলবিহীন প্রস্রাবগারে রেট্রোফিটমেন্ট। টেন্ডার রাশি : ১৩,২২,০০০/- টাকা। বায়না রাশি : ১,৮৬,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় : ০১-০৭-২০২৫ তারিখের ১৪.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে : ০১-০৭-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জোর্ষ্ঠ ডিএমই/ডিজেল, শিলিগুড়ি জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রঙিয়াতে ডিভিশনাল হাসপাতালের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ২২-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ : ১০-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং. : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : রঙিয়া- রঙিয়ায় ডিভিশনাল হাসপাতালের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। টেন্ডার মূল্য : ৩,৭৯,৫৬,১৬২.৪৯/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩,৩৯,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ০২-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণাম দিয়ে মানুষের সেবা

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অন্তর্গত বিভিন্ন রেলে লীজ এসএলআরের লাইসেন্স প্রদানের হেতু ই-নীলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন রেলের এসএলআর লীজিংয়ের জন্যে ই-নিলাম। বিবরণ : এসএলআর কোচ পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট), রেট ইউনিট : প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অঙ্কন ক্যাটালগ নং. সী-এপি-পিসিএল-লীজ

এলইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	ট্রিপস
৫৫/১	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-ডিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/২	১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/৩	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-৪ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৩
৫৫/৪	১৫৪৮৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-ডিএলআই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/৫	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/৬	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/৭	১৫৪৬৮-এসএলআর-আর১-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/৮	১৩১৪২-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/৯	১৫৭৬৮-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/১০	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/১১	১৩১৪২-এসএলআর-এফ২-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/১২	১৩১৫০-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/১৩	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-ডিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/১৪	১৫৭৭৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/১৫	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/১৬	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/১৭	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/১৮	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ২-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/১৯	১৩১৪২-এসএলআর-আর১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/২০	১৫৭৫৩-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-ডিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময় : ১৯-০৬-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় : ১৯-০৬-২০২৫ তারিখে ১৪.৪০ ঘণ্টায়।

এলইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	ট্রিপস
৫৬/১	১২৩৭৮-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময় : ২০-০৬-২০২৫ তারিখে ১১.৩০ ঘণ্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় : ২০-০৬-২০২৫ তারিখে ১২.০০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত টেন্ডারকর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পাঞ্জাব নেশনল বৈংক punjab national bank ...the name you can BANK upon!

অ্যাসেট রিকভারি মনিটরিং ব্র্যাঞ্চ, এনজেপি(শিলিগুড়ি)
ইউনাইটেড ব্যাংক বিল্ডিং, তৃতীয় তলা, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ জেলা : দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ
[ইমেল :- cs8289@pnb.co.in, ফোন নং - ০৩৫৩-২৪৩২৬৬৪]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ
সংশোধন
বিষয় :- 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' এবং 'দ্য স্টেটসম্যান' সংবাদপত্রে ১১.০৬.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত নিলাম নোটিশ।
অনুগ্রহ করে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' সংবাদপত্রে ১১.০৬.২০২৫ তারিখে পৃষ্ঠা নং ২ এবং দ্য স্টেটসম্যান সংবাদপত্রে পৃষ্ঠা নং ৪-এ প্রকাশিত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশটি দেখুন যেখানে, ৫নং কলমের অন্তর্গত 'খ' বিভাগে উল্লিখিত ইএমডি 'জমা দেওয়ার শেষ তারিখ' এবং ৬ নং কলমের অন্তর্গত 'ঘ' বিভাগে উল্লিখিত 'ই-অকশনের সময়'-এ ২৮.০৬.২০২৫ তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। এটিকে ২৮.০৬.২০২৫ তারিখের পরিবর্তে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ পড়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।
তারিখ : ১৩.০৬.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক
বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশটি সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ধারা ৮(৬) অনুযায়ী

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৫৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৫৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Big 2nd week at
BISWADEEP
HOUSE FULL-5
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্য কারণে কোনও স্বজনের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হবে। শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। **বৃষ :** শান্ত মাথায় থাকার চেষ্টা করুন। দ্রুত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে ভুল হতে পারে। **মিথুন :** বাবার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া আবশ্যক। কর্মক্ষেত্রের কোনও সমস্যা মাথাচাড়া দিতে পারে। **কর্কট :** পথে চলতে সতর্ক থাকুন। অযথা ভয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। **সিংহ :** ব্যবসায় সামান্য মন্দা। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। **কন্যা :** দাম্পত্যের মান-অভিমান কেটে যাওয়ায় স্বস্তি। নতুন কোনও কাজের সিদ্ধান্ত আটকে যাবে। **তুলা :** আপনার সঙ্গে সবাই সহায়তা করবে। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করবেন না। **বৃশ্চিক :** পেটের কারণে কোনও কাজ বাতিল হতে পারে। পথে চলতে সতর্ক থাকুন। **ধনু :** আজ সামান্য উদাসীনতায় ক্ষতি হতে পারে। কেউ অকারণে আপনাকে অপমান করতে পারে। **মকর :** মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। পিত্তরোগে কষ্ট বাড়তে পারে। **কুম্ভ :** পুরোনো কোনও স্মৃতি মনকে ভারাক্রান্ত করবে। কাজে সফলতা আসায় খুশি হবেন। **মীন :** কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। আগুন ব্যবহারে সাবধান।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩ জুন ২০২৫, ২৯ জেঠ, সংবৎ ২ আষাঢ় বদি, ১৬ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৫, অঃ ৬।১৯। শুক্রবার, দিবা ২।২৯। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ১১।০। শুক্রযোগ দিবা ২।৩। গরকরণ দিবা ২।২৯ গতে বণিজকরণ রাত্রি ২।৩৪ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১১।০ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ২।২৯ গতে দোষ নাই, রাত্রি ১১।০ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ২।২৯ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি - ৮।১৬ গতে ১১।৩৭ মধ্যে। কালরাত্রি - ৮।৫৮ গতে ১০।১৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ২।২৯ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১১।০ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ) - দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও তৃতীয়ার সপিণ্ডন।। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৪ গতে ৬।৪৭ মধ্যে ও ৯।২৮ গতে ১০।২২ মধ্যে। অমৃতযোগ - দিবা ১২।৮ গতে ২।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।৫৩ মধ্যে ও ৩।৩৫ গতে ৪।৫৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মানবিকতার লেশ নেই

তোলা অনাদায়ে ফেলে মার প্রৌঢ়াকে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : ফ্ল্যাট কেনার পর ১০ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছিল। অভিযোগ, তোলাবাজদের চাহিদা মেটাতে না পারায় বছর পঞ্চান্নর প্রৌঢ়াকে ঘরের দরজা ভেঙে চুলের মুঠি ধরে টেনেহিঁচড়ে বাইরে এনে মাটিতে ফেলে মারধর করা হল। ঘটনাস্থল শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের অরবিন্দপল্লি।

ঘটনাটি চলতি মাসের পাঁচ তারিখের, তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। এদিকে, পালটা অভিযোগের ভিত্তিতে প্রৌঢ়া এবং তাঁর সত্তরোর্ধ্ব স্বামীকে নোটিশ ধরিয়েছে শিলিগুড়ি থানা। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠছে।

আক্রান্তের ফ্ল্যাটে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে (যার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) স্পষ্ট দেখা গিয়েছে, এক প্রৌঢ়াকে ফেলে পেটানো হচ্ছে। তারপরেও কেন তদন্ত চালিয়ে সত্য উদঘাটনে গড়িমসি করা হচ্ছে? বিষয়টি স্থানীয় কাউন্সিলার দীপ্ত কর্মকারের অজানা নয়। চিঠির মাধ্যমে নিজেদের অভিযোগ শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারকেও জানিয়েছেন আক্রান্ত।

এর আগে নাকি ওই দম্পতির ছেলেকে রাস্তায় ফেলে পিটিয়েছিল অভিযুক্তরা। তিনি পূর্ত দপ্তরে বাস্তুকার পদে কর্মরত। ঘটনার পর শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়, তবে তার কিনারা হয়নি আজও। অভিযোগ, পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে ওই দম্পতি এবং তাঁদের ছেলেকে বারবার হেনস্তা করছে। এ প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার জোন (১) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'আমি বিষয়টি জানি। মারধর করা হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সীমা ভট্টাচার্য কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'ফ্ল্যাট কিনেছি, সেজন্য ১০ লক্ষ টাকা তোলা চাওয়া হয়। আমরা দুই লক্ষ টাকা দিই। কিন্তু আরও টাকা লাগবে ওদের। দিতে রাজি না হওয়ায় আমাদের মারধর করা হয়েছে। পুলিশও ওদের সাহায্য করছে।' প্রতিক্রিয়া জানতে অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

তবে স্থানীয় কাউন্সিলার দীপ্ত কর্মকারের দাবি, 'ওই বৃদ্ধা ফ্ল্যাট কেনার পর থেকেই ঝামেলা শুরু। তিনি যাঁর থেকে ফ্ল্যাট কিনেছেন, তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে সবসময় গালাগাল করেন বলে শুনেছি। আমরা এর আগে দু'তিনবার সমস্যা মেটাতে গিয়েছিলাম। তবে পরিস্থিতি যাই হোক, মারধর করা উচিত হয়নি। ভিডিওটি আমি দেখেছি, অমানবিকভাবে মারা হয়েছে।'

২২ নম্বর ওয়ার্ডের অরবিন্দপল্লির বাসিন্দা অরুণ ভট্টাচার্য ২০২৩ সালে ফ্ল্যাটটি কেনেন। পরিবারের

সিসিটিভি ফুটেজে চুল ধরে টানার দৃশ্য।

অভিযোগ, ফ্ল্যাট কেনার পর থেকেই নাকি টাকা চেয়ে তাঁদের বিরক্ত করতেন স্থানীয় কিছু মানুষ। এমনকি যাঁর থেকে ফ্ল্যাট কিনেছিলেন, সেই ব্যক্তি ও তাঁর পরিজনরা এর পেছনে রয়েছেন। প্রায়ই ঝামেলা লাগত। পাঁচ তারিখ অভিযুক্তরা ঘরের দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢোকে। এরপর অরুণকে মারধর করে তাঁর স্ত্রী সীমাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে রাস্তায় আনে। সেখানে ফেলে মারা হয়। মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষরাও মারধর করে। সিসিটিভি ফুটেজে অন্তত এমন ছবিই ধরা পড়েছে। দু'পক্ষের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে, জানিয়েছে পুলিশ।

সম্পত্তি না পেয়ে জীবিত মায়ের শ্রাদ্ধ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : জমি ছেলেদের নামে লিখে দিতে মা আপত্তি করেছিলেন। অভিযোগ, সেই আপত্তির কারণে মা'কে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন দুই ছেলে এবং তাঁদের স্ত্রীরা।

এমনকি সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে জীবিত মায়ের শ্রাদ্ধশান্তিও করেছেন দুই ছেলে। এমনটাই অভিযোগ মায়ের। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি এসডিও আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে এমনই আক্ষেপের কথা জানান শিবমন্দির সংলগ্ন কদমতলা ইন্দিরাপল্লির বাসিন্দা বছর ৬৪-র হীরণ রায়।

ইতিমধ্যে মহিলা তাঁর ছেলেদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বাড়িতে ঢুকতে না পেরে মহিলা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে দাবি তাঁর। বিচার চেয়ে তিনি এসডিও আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। যদিও মায়ের তোলা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে বলে দাবি করেছেন ছেলেরা। ওই বৃদ্ধা বাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে স্ব-ইচ্ছায় বেরিয়ে গিয়েছে বলেও ছেলেদের দাবি।

চলতি বছরের ২২ জানুয়ারি হীরণ রায়ের স্বামী ভবেশ রায় স্ত্রীর নামে ছয় কাঠা জমি সহ বাড়িটি লিখে দেন। অভিযোগ, এরপর থেকে সেই জমিটি নিজের নামে করতে চেয়ে ছেলেরা হীরণের উপর চাপ দিতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে মহিলার ওপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করা হয় বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে বিষয়টি নিয়ে তিনি ২৫ ফেব্রুয়ারি মাটিগাড়া থানাতে ছেলে ও তাঁদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

দাবি-পালটা দাবি

- মা-কে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ দুই ছেলে এবং তাঁদের স্ত্রীর বিরুদ্ধে
- বাড়িতে ঢুকতে না পেরে মহিলা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন
- নিজের ছেলেদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি
- ছেলেদের পালটা দাবি, বৃদ্ধা বাড়ি থেকে সমস্ত নথি নিয়ে স্ব-ইচ্ছায় বেরিয়েছেন

হীরণের কথায়, 'ছেলেরা বাড়িঘর বিক্রি করে দিতে চায়। আমি তা হতে দিতে চাই না। আমায় রড দিয়ে মেরেছে। মুখ চেপে ধরেছে। শেষ পর্যন্ত না পেরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।'

মহিলার আরও অভিযোগ, 'জীবিত থাকা অবস্থায় বড় ও মেজো ছেলে আমার নামে শ্রাদ্ধ করেছে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুড়ে বেড়াচ্ছি। মানুষ যা খেতে দিচ্ছে তাই খাচ্ছি। এভাবে আর কতদিন চলবে বলুন। বাড়িতে ফিরে শান্তিতে থাকতে চাই।'

অন্যদিকে, এদিন হীরণের স্বামী ভবেশ রায়কে নিয়ে তাঁর ছেলে ও তাঁদের স্ত্রীরা এদিন আদালতে আসেন। সেখানে ভবেশ বলেন, 'স্ত্রী যা বলছে তা পুরোপুরি ঠিক না।' এদিন মামলার শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি।

মহিলার বড় ছেলে রঞ্জিত রায় বলেন, 'বাবাকে ভুল বুঝিয়ে মা জমিটি নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন। জমি নিজের নামে লিখিয়ে নিতে বাবাকে প্রাণে মেরে ফেলারও হুমকি দিতেন মা। কে মাকে পেছন থেকে মদত দিচ্ছে, জানি না। তবে আমরা বিয়ে করার পর থেকে মা পরিবারে সমস্যা তৈরি করেছেন। ঝামেলা লাগত মাঝেমধ্যে।'

যদিও বৃদ্ধার আইনজীবী বিশ্বজিৎ মৈত্রের কথায়, 'আমরা এমন ঘটনায় স্তম্ভিত। মহিলাকে ন্যায় বিচার পাইয়ে দিতেই মামলাটি লড়ছি।' অভিযুক্তদের পক্ষের আইনজীবী সুশান্ত নিয়োগীর বক্তব্য, 'বৃদ্ধার অভিযোগ সঠিক নয়। ছেলেরা চেয়েছেন মহিলাকে বাড়ি নিয়ে যেতে। কিন্তু তিনি বাড়ি ফিরতে চাইছেন না। জমিটি মহিলা স্বামীকে ভুল বুঝিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন।'

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন সৌরভ মণ্ডলের পরিবার। বৃহস্পতিবার।

নদীতে স্নানে নেমে তলিয়ে মৃত্যু ৩ জনের

রাহুল মজুমদার ও খোকন সাহা

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ১২ জুন : মঙ্গলবার কোচবিহারের বাণেশ্বরে ঘরঘরিয়া নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু হয় দুই তরুণের। ভ্যাপসা গরমে স্বস্তি পেতে নদীতে স্নানের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চলে। সাঁতার বা নদীর গভীরতা না জেনে নেমে পড়ার পরিণতি যে কতটা ভয়ানক হতে পারে, তার আরও একটি মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত তৈরি হল শিলিগুড়ি মহকুমায়।

নদীতে স্নানে নেমে তলিয়ে গেল তিনজন। বৃহস্পতিবারের দুটি পৃথক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে রাজগঞ্জ ব্লকের ফুলবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়ায়। প্রথম ঘটনাটি ঘটে দুধিয়ায়। অপরটি ফাঁসিদেওয়ার তারবান্ধা গ্রামের হুলিয়া নদীতে। দুধিয়ায় বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে এসেছিলেন ফুলবাড়ির পশ্চিম ধনতলার বাসিন্দা কৌশিক ঘোষ (২৫)। তলিয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। অন্যদিকে, গোঁসাইপুরের নতুনপাড়ার বাসিন্দা সুপ্রিয়া দাস (১৩) এবং সৌরভ মণ্ডল (১৩) হুলিয়ায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায়। এরা দুজনেই সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া। তিনটি দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নজরদারির অভাবের অভিযোগ

ঘটনার পর থেকে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়তে শুরু করেছে জনমানসে। গরম পড়তেই শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকার মানুষের আনাগোনা বেড়ে যায় দুধিয়ায়। অভিযোগ, সেখানে নদী পাড়ে বসে মদ্যপানের পর স্নান করতে নামেন অনেকে। যার জেরে মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় কিছু রেস্তোরাঁ এবং গুমটিতে বেআইনি কারবার চলছে। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। কার্সিয়াংয়ের তৎকালীন এসডিপিও নীরজা আনিস শা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেন। যদিও অধিকাংশ ইস্যুর মতোই পুলিশ-প্রশাসনের দেওয়া এই আশ্বাসটিও বাস্তবের মুখ দেখেনি এখনও।

এদিনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কথা বলতে কার্সিয়াংয়ের অ্যাডিশনাল এসপি অভিষেক রায়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। সুপ্রিয়ার বাবা রতন দাস ভারী গলায় বললেন, 'আমি পেশায় গাড়িচালক। ভোরে বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাই। মেয়ে যে নদীতে স্নান করতে যাবে, তা বাড়িতে কাউকে জানায়নি।' উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় একইভাবে একাধিক প্রাণহানির ঘটনা ঘটলেও কড়া নজরদারি নিয়ে পুলিশ-প্রশাসনের হেলদোল নজরে পড়ছে না এখনও।

স্থানীয় সূত্রে খবর, কৌশিক নদীতে নামার কিছুক্ষণের মধ্যেই তলিয়ে যেতে শুরু করেন। যেদিকে চলে গিয়েছিলেন তিনি, সেখানে গভীরতা অনেকটা বেশি ছিল। সাঁতারও জানা ছিল না তাঁর। বন্ধুরা তাঁকে তলিয়ে যেতে দেখে স্থানীয়দের ডাকেন। এরপর কৌশিককে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আনা হয়। চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে, গোঁসাইপুর থেকে ছয় বন্ধুবান্ধবী সাইকেল নিয়ে ছয় কিলোমিটার পাড়ি দিয়েছিল হুলিয়ায় স্নান করবে বলে। সকলের বয়স তেরোর আশপাশে। সকলে একসঙ্গে নদীতে নামে। সুপ্রিয়া ও সৌরভ এগিয়ে যায় অনেকটা দূরে। এখানেও গভীরতা বুঝতে ভুল। মুহূর্তের মধ্যে দুজন তলিয়ে যেতে শুরু করে।

সুপ্রিয়াদের সঙ্গীরা জল থেকে উঠে নদীর কাছে একটি মন্দিরের সামনে গিয়ে ডাকাডাকি শুরু করে। এরপর স্থানীয় এক বাসিন্দা দুজনকে উদ্ধার করে নদীর পাড়ে তুলে আনেন। ওই মুহূর্তে ঘাবড়ে গিয়ে বাকি পড়ুয়ারা পালিয়ে বাড়িতে চলে আসে। স্থানীয়রাই খবর দেন ফাঁসিদেওয়া থানায়। পুলিশ এসে খবর দেয় পরিজনদের। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

সচেতনতার অভাবেই প্রাণ গেল তিনজনের। অবিলম্বে তাই দুধিয়া, রোহিণী ও রংটং সহ বিভিন্ন নদী সংলগ্ন এলাকায় নজরদারির দাবি উঠছে।

ডায়নায় মৃত্যুফাঁদ

নাগরাকাটা ও বানারহাট, ১২ জুন : নদীতে স্নান করতে নেমে মর্মান্তিক মৃত্যুতে কোথাও হুঁশ ফিরছে না। বৃহস্পতিবার একই দিনে কলেজ ও স্কুল পড়ুয়া দুজনের মৃত্যু হল নাগরাকাটা ও বানারহাট ব্লকের বিভাজিকা হিসেবে পরিচিত খরস্রোতা ডায়না নদীতে। প্রথম ঘটনাটি ঘটে সকালে ডায়না রেলসেতুর সামনে। দেহ উদ্ধার হয় অন্তত ৫০০ মিটার দূরের সড়কসেতু লাগোয়া স্থান থেকে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই তরুণের নাম যোগেশ বড়াইক (২২)। বাড়ি বানারহাটের আমবাড়ি চা বাগানের বড়াইক লাইনে। অপর মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটে সড়কসেতু থেকে কিছুটা দূরে ডায়না নদীর পূর্বদিকের বাঁধবরাবর স্থান থেকে। কিশোরের নাম মহম্মদ সাজিদ আনসারি (১৬)। বাড়ি বানারহাটের রিয়াবাড়ি চা বাগানের গুদাম লাইনে।

ফসলবিমা যোজনার আওতায় ক্ষুদ্র চা চাষিরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১২ জুন : বাগিচা ক্ষেত্রকে আবহাওয়াভিত্তিক ফসলবিমা যোজনার আওতায় আনার কথা ঘোষণা করল কৃষিমন্ত্রক। এর ফলে গোটা দেশের আড়াই লক্ষ সহ উত্তরবঙ্গের ৫০ হাজার ক্ষুদ্র চা চাষি উপকৃত হবেন বলে সংশ্লিষ্ট মহল জানিয়েছে। চলতি বছরের খরিফ মরশুম থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে। ইতিমধ্যে কৃষিমন্ত্রকের তরফে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের মোট ১৩টি রাজ্যকে চিঠি দিয়ে একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাগিচা ফসলের পাশাপাশি নারকেল এবং পামকেও এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

বর্তমানে কেন্দ্র, বিশেষত শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রকের চা সম্পর্কিত প্রকল্পগুলো মূলত ক্ষুদ্র চা চাষ কেন্দ্রিক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত লোকসভা ভোটের আগে শিলিগুড়ির কাওয়াখালিতে জনসভায় ক্ষুদ্র চা চাষিদের ফসলবিমা যোজনার আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

ওই প্রকল্পটির পোশাকি নাম রিস্ট্রাকচার্ড ওয়েদার বেসড ক্রপ ইনসুরেন্স স্কিম (আরডব্লিউবিসিআইএস)। ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা)-এর সভাপতি তথা জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হল। এবার আমাদের প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা ও কিষান ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা দেওয়া শুধু বাকি। আশা করছি কেন্দ্র এটাও বিবেচনা করবে।'

খুশির হাওয়া

- কৃষিমন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের মোট ১৩টি রাজ্যকে চিঠি দিয়ে নয়া সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে
- বাগিচা ফসল ছাড়াও নারকেল এবং পামকে এর আওতায় আনা হল
- প্রকল্পটির পোশাকি নাম রিস্ট্রাকচার্ড ওয়েদার বেসড ক্রপ ইনসুরেন্স স্কিম (আরডব্লিউবিসিআইএস)
- নির্দেশিকায় বাগিচা ফসলের উল্লেখ করা হলেও বড় চা বাগান এই যোজনার সুফল পাবে কি না, তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি

চা মহল জানিয়েছে, সরকারি নির্দেশিকায় বাগিচা ফসলের উল্লেখ করা হলেও বড় চা বাগানগুলি ফসলবিমা যোজনার সুফল পাবে কি না তা পরিষ্কার করে কিছু বলা হয়নি। চা বণিকসভা আইটিপিএ-র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা বলেন, 'জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে সংগঠিত ক্ষেত্রের বড় বাগানগুলিও প্রভাবিত। প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে প্রতিটি বাগানকেই। ক্ষুদ্র চা চাষিরা এর আওতায় যে আসতে চলেছেন তা একপ্রকার পরিষ্কার। আমাদের আর্জি থাকবে, বড় বাগানগুলিকেও এতে অন্তর্ভুক্ত করে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করা হোক।'

বর্তমানে জলপাইগুড়ি সহ কোচবিহার জেলার একাংশের ক্ষুদ্র চা চাষিরা একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ফসলবিমার আওতায় এসেছেন। তবে এজন্য তাঁদের বার্ষিক নির্দিষ্ট হারের প্রিমিয়াম দিতে হয়। কেন্দ্রের ফসলবিমা যোজনার আওতায় এলে ওই বিমা বাবদ ভরতুকি মিলবে। ফলে সাশ্রয় হবে চাষির। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, বন্যা, রোগপোকার হামলা থেকে শুরু করে আবহাওয়াজনিত নানা কারণে উৎপাদনের ক্ষতি হলে সেই বাবদ ক্ষতিপূরণ মিলবে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তরবঙ্গের ২০০ জন ক্ষুদ্র চা চাষি গত মরশুমের প্রতিকূল আবহাওয়ায় চা চাষের ক্ষতি বাবদ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কাছে যে বিমা করেছিলেন সেই বাবদ ক্ষতিপূরণের টাকাও পেয়েছিলেন। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্যর ওপর ভিত্তি করে বিমা কোম্পানি ওই ক্ষতিপূরণ দিয়েছে।

মায়ের সঙ্গে কেউ টয়ট্রেনে, কেউ সাইকেলে

চলার নামই গতি। সুকনায় ছুটছে খেলনাগাড়ি। পিঠে সন্তানকে বেঁধে কাজের পথে মহিলা চা শ্রমিক। গুলমায়। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

ম্যাডাম বড় ব্যস্ত, শুধু নির্দিষ্ট সময়েই দর্শন

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : বাড়ির দেওয়ালে লেখা রয়েছে, তাঁর সঙ্গে দেখা করার নির্দিষ্ট সময়। সকাল ৭টা থেকে ১০টা এবং বিকেল ৪টা থেকে ৮টা পর্যন্ত দেখা করা যেতে পারে মধ্য শান্তিনগর এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য রিমা ভক্তের সঙ্গে। নীচে ফোন নম্বর দেওয়া রয়েছে। সেই নম্বরে ফোন করে সাক্ষাতের জন্য নাকি সময় নিতে হয়।

তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, সেই সময়ের মধ্যেও বেশিরভাগ সময়েই তাঁকে পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, সময়ের আগে বা পরে গেলে দুর্ব্যবহারও জোটে মাঝেমধ্যে। পঞ্চায়েত সদস্যের হয়ে এলাকার সমস্ত কাজকর্মেও নাকি নজরদারি চালান তাঁর স্বামী সমীরণ ভক্ত। পঞ্চায়েত সদস্যের দেখা মেলাই ভার, বলছেন স্থানীয়রাই।

এমন সমস্ত অভিযোগ তুললেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অভিযোগকারীরা। ভবিষ্যতেও কোনও পরিষেবা না পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাঁদের। শুধু তাই নয়, কোনও ঝামেলা হতে পারে, এমনও ভয় পাচ্ছেন তাঁরা। মধ্য শান্তিনগর এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, 'পঞ্চায়েত সদস্যকে তো রাস্তায় দেখাই যায় না। যেভাবে ওঁর বাড়ির দেওয়ালে দেখা করার সময় লেখা রয়েছে তাতে মনে হয় উনি কোনও মন্ত্রী। নিজে কখনও এলাকায় আসেন না। আবার দেখা করতে গেলেও তাঁকে পাওয়া যায় না। এমন সমস্যায় আমরা আছি।'

এক স্থানীয়র অভিযোগ, পঞ্চায়েত সদস্য আসবেনই বা কেন, তাঁর হয়ে তো সমস্ত কাজ দেখেন তাঁর স্বামী। সাধারণ মানুষ তো পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে কথা বলে সব সমস্যার কথা জানাতে চায়। কিন্তু তাঁকে তো পাওয়াই যায় না।

তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে এক স্থানীয় মহিলার ক্ষোভপ্রকাশ, 'পঞ্চায়েত সদস্য যদি মাঝেমধ্যে এলাকায় আসেন, মানুষের কথা শোনেন, তাহলে আমাদের অনেক সমস্যাই মিটতে পারে। এলাকায় তো নানা ধরনের অসুবিধে রয়েছে। এগুলো আমরা তাহলে কাকে জানাব?' এই বিষয়ে পঞ্চায়েত সদস্য রিমা ভক্তের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি আঙুল তোলেন শাসকদলের

মধ্য শান্তিনগরের বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য রিমা ভক্তর বাড়ির প্রাচীরে লেখা সময়।

সদস্যদের দিকেই। তাঁর কথায়, 'জেলা পরিষদের দায়িত্বে যিনি রয়েছেন তাঁর একটা সই আনতে হলেও আমাকে রাজগঞ্জে যেতে হয়। কখনও তো স্থানীয়রা বলেন না যে ওঁরা কেন এলাকায় এসে সরেজমিনে সব দেখেন না? আসলে এগুলো সব চক্রান্ত। আমাকে অফিশিয়াল কাজে প্রচুর দৌড়োদৌড়ি করতে হয়। তাই বাড়ির বাইরে সময় আর ফোন নম্বর লেখা রয়েছে, যাতে কেউ এসে ঘুরে না যান। আর আমার স্বামী বিজেপিরই একজন সদস্য। আমি কাজে বাইরে থাকলে তখন উনি এই দিকটা সামলান। দলীয় সদস্য হয়ে উনি এই দেখাশোনাটা করতেই পারেন। আমরা দুজনে মিলেই কাজ করি।'

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার অবশ্য বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা ছিল না। পঞ্চায়েত সদস্য এভাবে দেখা করার সময় বেঁধে দিতে পারেন না। আমি বিষয়টি নিয়ে কথা বলব ওঁর সঙ্গে।'

কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না বিরোধীরা। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা মজেন্দ্রনাথ রায়ের কথায়, 'বিজেপি মানেই ভাঁওতাবাজ। ভাঁওতাবাজি দিয়ে ভোটে জিতেছেন, এখন পরিষেবা দিতে পারছেন না। দায়িত্ব নিলেন কেন তবে? জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে ২৪ ঘণ্টা মানুষের পাশে থাকতে হবে। তিনি এভাবে সময় লিখে দিতে পারেন না। তৃণমূলের বোর্ড যখন ছিল, কেউ কখনও এধরনের কিছু লিখতে পারেনি। ডাবগ্রাম-২'এর কোনও উন্নয়ন করতে পারেনি এতদিনে ওরা।'

বিক্ষুব্ধদের পছন্দে প্রধান

খড়িবাড়ি, ১২ জুন : খড়িবাড়ি ব্লকের বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রধান নির্বাচিত হলেন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল গোষ্ঠীর লক্ষ্মী কিসকু হেমব্রম। দলের নির্দেশ না পেয়ে প্রধান নির্বাচনে অনুপস্থিত রইল তৃণমূলের অপসারিত প্রধান আলাকসু লাকড়া গোষ্ঠী। দলীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের দ্বারা আনা প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব বা নতুন প্রধান নির্বাচনে দলের অনুমোদন না থাকলেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সদস্যদের পাশে ছিলেন তৃণমূলের অধিকাংশ স্থানীয় নেতা সহ খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও অন্য তৃণমূলের সদস্যরা।

১৩ আসন বিশিষ্ট বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০২২ সালের শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল নয়টি ও বিজেপি চারটি আসনে জয়লাভ করে। প্রধান পদটি তপশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত ছিল। নির্বাচনে তৃণমূলের কোনও তপশিলি উপজাতির সদস্য জয়ী না হওয়ায় প্রধান পদটি পেয়ে যান বিজেপির আলাকসু লাকড়া। বিজেপির আর এক সদস্য লক্ষ্মী কিসকু হেমব্রমও সেই নির্বাচনে জয়ী হন। সম্প্রতি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন বিজেপির দুই তপশিলি উপজাতির পঞ্চায়েত সদস্য আলাকসু লাকড়া ও লক্ষ্মী কিসকু হেমব্রম।

আলাকসুকে সরিয়ে লক্ষ্মীকে প্রধান করতে গত ১৮ মার্চ তৃণমূলেরই আটজন পঞ্চায়েত সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন খড়িবাড়ি বিডিওকে। একইভাবে উপপ্রধানের বিরুদ্ধে ২৭ মার্চ অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেয় বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী। প্রধান ও উপপ্রধানের আস্থা প্রমাণের জন্য তলবি সভা হয় ১৬ এপ্রিল ও ২৫ এপ্রিল। অপসারিত হন প্রধান আলাকসু লাকড়া ও উপপ্রধান প্রমোদ প্রসাদ।

বৃহস্পতিবার ছিল নতুন প্রধান নির্বাচন। এদিন সভায় বিক্ষুব্ধদের আট সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তবে বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা প্রাক্তন প্রধান আলাকসু লাকড়া, তৃণমূলের উপপ্রধান প্রমোদ প্রসাদ সহ মোট পাঁচ সদস্য এদিন সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। আটজন পঞ্চায়েত সদস্যের তরফে লক্ষ্মীর নাম প্রধান হিসাবে প্রস্তাব করা হয়। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি নতুন প্রধান নির্বাচিত হন।

নির্বাচনের পর খড়িবাড়ি বিডিও তথা ব্লক নির্বাচনি আধিকারিক দীপ্তি সাউ বলেন, 'প্রধান নির্বাচনের সভায় ১৩ জনের মধ্যে আটজন পঞ্চায়েত সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তপশিলি উপজাতির জন্য প্রধান পদটি সংরক্ষিত ছিল। সভায় প্রধান হিসাবে লক্ষ্মী কিসকু হেমব্রমের নাম সদস্যরা প্রস্তাব দেন। অন্য কোনও নামের প্রস্তাব না থাকায় তাঁকে প্রধান করা হয়।' তিনি জানান, ১৭ জুন এই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নির্বাচন করা হবে।

নির্বাচনের পর বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সদস্যরা আবির খেলায় মেতে ওঠেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে স্লোগান দিতে থাকেন। নবনির্বাচিত প্রধান বলেন, 'সকলের মতামত নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করব।' এদিকে, শুরু থেকে তৃণমূলের জেলা ও ব্লক পর্যায়ের নেতৃত্ব বিক্ষুব্ধদের অনাস্থার বিরুদ্ধে থাকলেও এদিন তাৎপর্যপূর্ণভাবে তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব এবং খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের সভাপতি রত্না রায় সিংহ সহ অধিকাংশ তৃণমূলের সদস্যকে বিন্নাবাড়ি পঞ্চায়েতের বিক্ষুব্ধ সদস্যদের পাশে দেখা যায়। রত্না পরে বলেন, '২০২২ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির প্রধান ছিলেন। এবার তৃণমূলের প্রধান হলেন।' ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সকলে মিলে দলমতনির্বিশেষে কাজ করার আশ্বাস দিয়েছেন রত্না।

দলের এহেন ভূমিকায় ক্ষুব্ধ তৃণমূলের অপসারিত প্রধান আলাকসু। তিনি বলেন, 'এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলাম। এদিন শেষমুহূর্ত পর্যন্ত দলের কোনও নির্দেশ না পাওয়ায় প্রধান নির্বাচনের সভা বয়কট করেছি। দল এটা ঠিক করল না। দলের অনুগতদের পাশে দাঁড়াল না। পক্ষান্তরে বিক্ষুব্ধদের পাশেই দল দাঁড়াল।'

তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ বলেন, 'প্রধান নির্বাচনে দলের কোনও নির্দেশ ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা নিজেদের বিচার বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বড় দল, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে আলাকসু গোষ্ঠীর ক্ষোভ কতটা প্রভাব ফেলবে তা সময়ই বলবে।

নবনির্বাচিত প্রধানকে নিয়ে উল্লাস। বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে। বৃহস্পতিবার।

> সকলের মতামত নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করব।
>
> **-লক্ষ্মী কিসকু** *হেমব্রম, নতুন প্রধান*

> দল এটা ঠিক করল না। দলের অনুগতদের পাশে দাঁড়াল না। পক্ষান্তরে বিক্ষুব্ধদের পাশেই দল দাঁড়াল।
>
> **-আলাকসু লাকড়া** *বিদায়ি প্রধান*

> প্রধান নির্বাচনে দলের কোনও নির্দেশ ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা নিজেদের বিচার বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
>
> **-কিশোরীমোহন সিংহ,** *সভাপতি খড়িবাড়ি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস*

পুলিশের জালে মাফিয়া সফিক

নকশালবাড়ি, ১২ জুন : পুলিশের জালে কুখ্যাত মাফিয়া সফিক। স্বস্তি পেলেন তোতারামজোতের বাসিন্দারা। বুধবার আগ্নেয়াস্ত্র এবং দুই রাউন্ড কার্তুজ সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ল মহম্মদ সফিক ওরফে সেভেন। বুধবার রাতে গোপন সূত্রে তালতলা এলাকায় বন্দুক নিয়ে সফিকের ঘোরাঘুরি করার খবর পায় নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। এরপরই ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে সফিককে আটক করা হয়। তল্লাশি চালালে বাজেয়াপ্ত হয় একটি বন্দুক এবং দুই রাউন্ড কার্তুজ। বৃহস্পতিবার পুলিশ সফিককে শিলিগুড়ি আদালতে তোলে। সফিকের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের মামলা ছিল। ১ মে তোতারামজোত এলাকায় এক মহিলার সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে সফিক। সেইসময় তাঁর বুকে বন্দুক চালিয়ে পালিয়ে যায় সফিক। তবে পরে প্রাণে বেঁচে যান তিনি। এই নিয়ে নকশালবাড়ি থানায় সফিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। দীর্ঘদিন ধরে গা-ঢাকা দিয়ে ছিল সফিক। বুধবার অবশেষে তার গ্রেপ্তারিতে স্বস্তি পেয়েছেন এলাকাবাসী।

সরছে ইউএসজি

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আল্ট্রাসনোগ্রাফি (ইউএসজি) বিভাগ সুপারস্পেশালিটি ব্লকে সরানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার হাসপাতাল সুপার সঞ্জয় মল্লিক সুপারস্পেশালিটি ব্লকে গিয়ে প্রয়োজনীয় জায়গা দেখেছেন। সুপার জানিয়েছেন, মেডিকেলের পুরোনো ভবনে বর্তমানে আল্ট্রাসনোগ্রাফি করা হয়। সেই ভবনটি সংস্কারের জন্য আর্থিক বরাদ্দ এসেছে। সংস্কারের কাজের জন্য আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বিভাগ সুপারস্পেশালিটি ব্লকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

অস্বাভাবিক মৃত্যু তরুণীর

চোপড়া, ১২ জুন : চোপড়া থানার হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁঠালবাড়ি এলাকায় এক তরুণীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মৃতার নাম নাজিয়া খাতুন (১৯)। ১০ জুন ওই তরুণী বিষপান করেন বলে দাবি পরিবারের। সেদিন তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। বুধবার রাতে ওই তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতার বাপের বাড়ির অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আগুন

চাকুলিয়া, ১২ জুন : চাকুলিয়া থানার বেহেরিয়া গ্রামে বৃহস্পতিবার এক বাসিন্দার খড়ের গাদায় আগুন লাগে। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছে। এদিন আচমকা খড়ের গাদায় আগুন দেখতে পেয়ে বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তার আগেই সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে।

জখম ১

চোপড়া, ১২ জুন : গোরু ধানের বীজতলা নষ্ট করেছে এই অভিযোগে মেরাজুল হক ও আলাউদ্দিন এই দুই পরিবারের মধ্যে বচসা থেকে মারপিট বাধে। ঘটনাটি বৃহস্পতিবার চোপড়ার গুলিয়াভিটা এলাকার। মারপিটে একজন জখম হয়েছেন। জখম ব্যক্তিকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।

আনারস নষ্ট

চোপড়া, ১২ জুন : চোপড়া থানার চপলগছ ফ্যাক্টরি মোড় এলাকায় স্থানীয় এক চাষির আনারস খেতে বুধবার রাতের অন্ধকারে প্রায় দেড়শো আনারস কেটে নষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রু টপ্পো নামে ওই চাষি বৃহস্পতিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মেডিকেল কলেজ সামলাতে ব্যস্ত অধ্যক্ষ

সুপার 'না' থাকায় হাসপাতালে সমস্যা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : একদিকে তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, আবার তাঁর কাঁধেই হাসপাতাল সুপারের দায়িত্ব। জোড়া দায়িত্ব থাকলেও তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে শুধু কলেজ অধ্যক্ষের ঘরেই। ফলে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে যাঁরা সুপারের ঘরে যাচ্ছেন, তাঁদের হতাশ হতে হচ্ছে। সুপারের 'অনুপস্থিতিতে' ব্যাহত হচ্ছে হাসপাতালের নিয়মিত কাজকর্মও। সুপার নিজের কার্যালয়ে না আসায় ফাইলে সই হচ্ছে না। একের পর এক ফাইল জমা হতে হতে তা পাহাড়ের আকার নিচ্ছে। ফলে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েও সমস্যা তৈরি হচ্ছে। চিকিৎসক, নার্স সহ অন্যরা প্রতিদিন এসে সুপারকে না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন। সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক অবশ্য বলছেন, 'আমাকে অধ্যক্ষের অফিস সামলাতে হচ্ছে। হাসপাতাল দেখার জন্য অ্যাডিশনাল সুপার সহ অন্যরা রয়েছেন। খুব প্রয়োজন হলে ফাইল আমার কাছেও নিয়ে আসছে।' সুপার এই দাবি করলেও অ্যাডিশনাল সুপার সহ অন্য আধিকারিকরা সময়মতো অফিসে আসছেন না।

বেশ কয়েক বছর ধরে মেডিকেলের এমএসভিপির (হাসপাতাল সুপার) দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক। গত মাসে তাঁকে স্বাস্থ্য দপ্তর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব দিয়েছে। পাশাপাশি, তাঁকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত হাসপাতাল সুপারের দায়িত্বও পালন করতে বলা হয়েছে। ৯ মে ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক কলেজ অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়েছেন। সেই সময় থেকেই তিনি অধ্যক্ষের অফিসেই বসছেন। পূর্ত দপ্তরকে দিয়ে সেই অফিসটিকে নিজের মতো করে সাজানোর কাজও শুরু করে দিয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রের খবর, তিনি প্রতিদিন অধ্যক্ষের অফিসেই বসেন, কাজ শেষে বাড়ি ফিরে যান। সুপারের অফিসে এক মাস ধরে তাঁর দেখা মিলছে না।

এমন পরিস্থিতিতে সমস্যায় পড়েছেন রোগী এবং তাঁদের পরিজনরা। হাসপাতালের চিকিৎসা সংক্রান্ত অভিযোগ জানানো, ওষুধ, অপারেশনের জন্য সুপারিশ নিয়ে প্রচুর রোগী এবং পরিজন সুপারের কার্যালয়ে আসছেন। কিন্তু সুপার না থাকায় তাঁরা ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে সুপার অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জের বাসিন্দা সুবোধ বিশ্বাস বললেন, 'ছেলের বেশ কিছু ওষুধ প্রয়োজন। অপারেশনও করাতে হবে। হাসপাতাল সুপার লিখে দিলে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে আমরা এই সুবিধা পাব বলে ওয়ার্ড থেকে বলা হল। কিন্তু দু'দিন ধরে সুপারকে খুঁজছি, পাওয়া যাচ্ছে না।' একইভাবে চিকিৎসক, নার্সরাও বারবার সুপারের খোঁজে তাঁর কার্যালয়ে এসে ফিরে যাচ্ছেন। এক নার্স বললেন, 'অন্তর্বিভাগে অনেক সমস্যা থাকে। অনেক জিনিসের প্রয়োজন হয়। সুপার স্যরকে না পাওয়ায় খুব সমস্যা হচ্ছে।' বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকরাও সুপারকে না পেয়ে হতাশ। সুপার না আসায় প্রচুর জরুরি ফাইল সইয়ের জন্য জমে গিয়েছে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, স্থানীয়ভাবে ওষুধ, স্যালাইন, ইনজেকশন কেনা থেকে অন্যান্য ফাইলে সুপারের সই প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য ভবন থেকে মেল আসছে। অনেক বিষয় জানতে চাইছে, অনেক নির্দেশ আসছে। কিন্তু সুপার অফিস তো ফাঁকা।

সুপারের অনুপস্থিতে দুপুর ১২-১টা পর্যন্ত হাসপাতালে গড়ের মাঠ হয়ে থাকছে। অ্যাডিশনাল সুপার, একাধিক ডেপুটি সুপার, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারদেরও সময়মতো দেখা মিলছে না। হাসপাতাল কর্মীরাই বলছেন, সুপার না আসায় বাড়তি চাপ নেওয়ার ভয়ে কেউই সময়মতো অফিসে আসছেন না।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে অস্থায়ী কর্মীদের বিক্ষোভ। বৃহস্পতিবার।

রোগী পরিষেবা ভেঙে পড়ার শঙ্কা

বেতনের দাবিতে আন্দোলনের হুমকি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : মে মাসের বেতন এখন পর্যন্ত না মেলায় বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে বিক্ষোভ দেখালেন অস্থায়ী কর্মীরা। তাঁরা দীর্ঘ সময় ঘেরাও করে রাখলেন নিয়োগকারী এজেন্সি কর্তৃপক্ষকে। অস্থায়ী কর্মীদের তরফে ২৪ ঘণ্টা সময়সীমা বেঁধেও দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বকেয়া বেতন না পেলে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্মীরা। এর ফলে রোগী পরিষেবা ব্যাহত হলে, তার দায় যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর উপর বর্তাবে, সেটাও স্পষ্ট করে দেন তাঁরা। অস্থায়ী কর্মী নিয়োগকারী সংস্থার পক্ষে মিঠু সাহা অবশ্য বলছেন, 'স্বাস্থ্য ভবন ছ'মাস ধরে আর্থিক বরাদ্দ দিচ্ছে না। তাহলে কীভাবে আমরা কর্মীদের বেতন দেব?' মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের বক্তব্য, 'এই কর্মীদের নিয়োগ স্বাস্থ্য দপ্তরের মেডিকেল সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটেডের মাধ্যমে হয়েছে। বেতন সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাস্থ্য ভবনই বলতে পারবে। তবুও রোগী পরিষেবার কথা মাথায় রেখে আমরা অস্থায়ী কর্মীদের বিষয়টি দেখার জন্য স্বাস্থ্য ভবনকে জানিয়েছি।'

কয়েক বছর ধরে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে দুশোজনের বেশি অস্থায়ী কর্মী কাজ করছেন। তাঁরা নিরাপত্তারক্ষী থেকে অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। স্বাস্থ্য ভবন থেকে একটি সংস্থা সরাসরি এই কর্মী নিয়োগের বরাত পেয়েছে। কর্মীদের মাইনে, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইএসআই দিয়ে মাসে ৩০ লক্ষ টাকার বেশি বিল হয়। প্রায় এক বছর ধরে এখানে কর্মরত কর্মীদের মাইনে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। মাসের ৮-১০ তারিখের মধ্যে বেতন হওয়ার কথা থাকলেও ১৫ তারিখ পেরিয়েও বেতন হচ্ছে না অনেক মাসে। যেমন, জুন মাসের ১২ দিন হলেও মে মাসের বেতন মেলেনি। ফলে প্রতি মাসেই নিয়ম করে অস্থায়ী কর্মীদের আন্দোলন করতে হচ্ছে। এই কর্মীদের সংগঠন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার ফোরামের সম্পাদক প্রতিমা চক্রবর্তী বলেছেন, 'গত মাসেও আন্দোলন করার পর ২২ তারিখ কর্মীদের এপ্রিল মাসের বেতন হয়েছে। এই মাসেও ১২ তারিখ চলে গেল। এখনও বেতন হয়নি। তাই এদিন দুপুরে নিয়োগকারী সংস্থার আধিকারিককে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। সেখান থেকে টেলিফোনে ওই সংস্থার কর্তার সঙ্গে কথা হয়েছে। তবে বেতন কবে হবে, সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারেননি তিনি।' রাজ্য সরকার ছয় মাস ধরে সংস্থাকে টাকা দিচ্ছে না বলে কর্তা বলছেন। তবে তা তাঁদের দেখার বিষয় নয় বলে বলছেন প্রতিমা। তাঁর বক্তব্য, 'সংস্থা যখন নিয়োগ করেছে, নিয়মিত বেতন দেওয়ার দায়িত্ব সংস্থার।'

চাকরি ফিরে পেতে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি হারিয়ে বিপাকে পড়েছেন বহু যোগ্য শিক্ষাকর্মী। রাজ্য সরকারের ওপর তাঁরা আর ভরসা না রাখতে পেরে এবার দেশের রাষ্ট্রপতিকে চাকরি বাঁচাতে চিঠি দিলেন। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির বাসিন্দা চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা আলাদা আলাদাভাবে নিজেদের সমস্যা নিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে চিঠি পাঠান। গত এপ্রিল মাস থেকে শিক্ষাকর্মীদের বেতন বন্ধ হয়ে রয়েছে। রাজ্য সরকার শিক্ষাকর্মীদের ভাতা দেওয়ার কথা বললেও সেই বিষয়টি নিয়েও মামলা হওয়ায় গোটা প্রক্রিয়া বিশবাঁও জলে।

শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়ার বাসিন্দা বিভাস ধর কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি নবকিশোর হাইস্কুলে শিক্ষাকর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিভাস বলেন, 'আমরা দুর্নীতি বা অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে চাকরি পাইনি। আমাদের বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর কিংবা সিবিআই কোনও চার্জশিট দেয়নি। সেখানে রাজ্য সরকার সুপরিকল্পিতভাবে যোগ্য-অযোগ্যদের মিলিয়ে দিয়ে দুর্নীতি থেকে আড়াল হতে চাইছে।' বিভাসের সংযোজন, 'বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে স্বেচ্ছামৃত্যু ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনও পথ খোলা নেই। রাষ্ট্রপতি পারেন আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে। কেননা রাজ্য সরকার ভাঁওতা দিয়েই চলছে।'

এদিন দুপুরে শিলিগুড়ি প্রধান ডাকঘরের সামনে চাকরিহারারা জড়ো হন। এরপর তাঁরা রাষ্ট্রপতির ভবনের উদ্দেশ্যে চিঠি পোস্ট করেন। চাকরি পাওয়ার পর অনেক শিক্ষাকর্মী ঋণ করে বাড়ি বানিয়েছিলেন, ফ্ল্যাট ও গাড়ি কিনেছিলেন। এমনকি ঋণ নিয়ে অনেকে বিয়েও করেছিলেন। কিন্তু মাইনে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেকে কিস্তির টাকা দিতে পারছেন না। ব্যাংকের কর্মীরা বাড়িতে গিয়ে কিস্তির টাকা চাইছেন। ফলে অনেকে কার্যত বাড়িছাড়া। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার কৃষ্ণকান্ত হাইস্কুলে চাকরি করতেন সজল তালুকদার। তাঁর কথায়, 'পরিবার নিয়ে মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছি। সাধারণ পরিবার থেকে উঠেছি। সত্য উদঘাটন না করেই আমাদের চাকরি বাতিল করে দেওয়া হল। আমরা কেউ অপরাধী নই। তাই দুর্নীতির তদন্ত করে যোগ্যদের যাতে চাকরিতে বহাল রাখা হয়, সেই আবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে রাখা হয়েছে।'

শিলিগুড়ির বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও অনেকে রয়েছেন, যাঁরা অন্য জেলায় কর্মরত রয়েছেন। সুচিত্র ঈশ্বরী, সন্তোষকুমার দাস, প্রীতিকণা সিনহাদের মতো চাকরিহারাদের কথায়, 'বিনা অপরাধে এমন শাস্তি কার্যত আমাদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে। চরম আর্থিক সংকটে পড়ে গিয়েছি। এখন কেবল রাষ্ট্রপতি আমাদের কিছু গতি করতে পারবেন।'

দায়িত্ববান দাদা।। রায়গঞ্জের শ্যামপুরে ছবিটি তুলেছেন সুদীপ্ত সেন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান স্থগিত

জলপাইগুড়ি, ১২ জুন : আগামী শনিবার জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে শিয়ালদাগামী নতুন ট্রেনের কোনও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে না। বৃহস্পতিবার এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২৪১ জনের। এই শোকের আবহে ট্রেনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা হয়েছে। তবে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ২১ তারিখ থেকে যাত্রী পরিষেবা শুরু হবে যথারীতি। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে রাত ৮টায় ১৩১১৫ হামসফর এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু করে পরদিন সকাট ৮টা ১০ মিনিটে শিয়ালদা পৌঁছোবে। শিয়ালদা থেকে ফিরতি ট্রেন রাত ১১টা ৪০ মিনিটে ছেড়ে পরদিন বেলা ১২টায় জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে আসবে।

চোরের উৎপাতে অতিষ্ঠ শিমুলগুড়ি

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : কখনও সাইকেল চুরি, আবার কখনও পাম্প চুরির ঘটনা ঘটছে। দিন-দিন বাড়ছে চোরের উপদ্রব। ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলগুড়িতে প্রতিদিন চোরের উপদ্রবে অতিষ্ঠ স্থানীয় বাসিন্দারা। রাতে ঘুম উড়েছে স্থানীয়দের। নিজেরাই রাত জেগে পাহারা দিচ্ছেন। এলাকাবাসী চোর ধরার চেষ্টাও করেছেন একাধিকবার। তবে কিছুতেই এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। স্থানীয় বাসিন্দা অজয় সরকারের কথায়, 'কিছুদিন আগে আমার বাড়ি থেকে সাইকেল চুরি হয়ে গিয়েছে। এভাবে এলাকায় অসামাজিক কাজকর্ম বেড়ে যাওয়ায় দুশ্চিন্তার শেষ নেই।'

বাসিন্দারা বলছেন, রাত বাড়তেই শুরু হয় চোরের উপদ্রব। কখনও বাড়ির বাইরে থাকা কোদাল আবার কখনও কোনও বাসন বা সাইকেল, হাতের সামনে যা পাচ্ছে তা নিয়েই চম্পট দিচ্ছে দুষ্কৃতীরা। শুধু চোরের উপদ্রবই নয় কিছুদিন ধরে বেড়েছে নেশাগ্রস্তদের অত্যাচারও। এলাকার বাসিন্দা সৌমেন সরকার বলেন, 'আমাদের তো রাতে দুশ্চিন্তায় ঘুম আসছে না। কখন কী নিয়ে চোর পালিয়ে যাবে তার ঠিক নেই।' এলাকার বাসিন্দা প্রিয়া সরকার, দেবী পালের মতো বধূরাও বলছিলেন, চোরের উপদ্রবে টেকা দায়। কয়েকজন আছে, যা তা সারাদিন নেশা করে। তারাই রাতের অন্ধকারে এই সমস্ত কার্যকলাপ ঘটাচ্ছে। বিগত কয়েকদিনে এই উপদ্রব অনেকটাই বেড়েছে বলে অভিযোগ শীতলা সাহার। তাঁর কথায়, 'আমার বাড়ির পাম্পের মোটর, ডেকচি অনেক কিছুই চুরি হয়েছে। প্রশাসনের উচিত এই সমস্ত বিষয়ে নজর দেওয়া।'

গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য চন্দন রায়ের কথায়, 'এলাকায় নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। আমরা এলাকায় সচেতনতা চালাচ্ছি। এছাড়া প্রশাসনকেও বলেছি নজর রাখার জন্য।' শিলিগুড়ি কমিশনারেটের এক পুলিশকর্তার কথায়, 'বিষয়টির দিকে আমাদের নজর রয়েছে।'

ঝড়ে উড়ল টিনের চাল, বিপর্যস্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১২ জুন : রাতের ঝড়ে লন্ডভন্ড হল খড়িবাড়ি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা। ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বুড়াগঞ্জ ও রানিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। সাধারণ মানুষের বাড়ি থেকে স্কুল ভবন, এমনকি এসএসবি ক্যাম্প – বুধবার রাতের ঝড়ের তাণ্ডবের বাইরে থাকেনি কোনও কিছুই। বৃহস্পতিবার সর্বত্রই কার্যত ধ্বংসের ছবি। বিদ্যুৎ সরবরাহের একাধিক পোল হেলে পড়ায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেছে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে ব্লক প্রশাসনের পাশাপাশি মহকুমা পরিষদ। মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বলছেন, 'শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে আছে। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রিপল ও খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরবর্তীতে ব্লক প্রশাসনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি আর্থিক সাহায্য করা হবে।' ঝড়ের প্রভাব পড়েছে খড়িবাড়ি সদর থেকে মহকুমার অন্যত্র।

বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। কিন্তু রাতের ঝড় যে এত মারাত্মক হতে পারে, তা আগাম কোনও ধারণাই ছিল না কারও। কিন্তু রাত ১০টর পর ঝড়-বৃষ্টি শুরু হতেই গ্রামবাসীরা বুঝতে পারেন, ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাঁদের। অস্বাভাবিক গতির ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে যায় বুড়াগঞ্জের ফুলবাড়ি, বাদলভিটা, রাঙ্গালি, হাতিডোবা এলাকার প্রায় ৬০টি বেশি বাড়ি। ক্ষেত্রসিংহ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ একাধিক বিদ্যালয় ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রানিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তত ৩৫টি বাড়ি আংশিক ভেঙে গিয়েছে। ঝড়ের দাপটে উড়ে গিয়েছে বহু ঘরের ছাউনিও। গাছ ভেঙে ক্ষতি হয়েছে রামধনজোত ও উরল্লাজোত এসএসবি ক্যাম্প। ঝড়ের দাপটে ভেঙে পড়েছে বহু বড় গাছ। বহু এলাকায় গাছ পড়ে ছিঁড়ে গিয়েছে বিদ্যুতের তার। হেলে গিয়েছে বিদ্যুতের খুঁটি। যার জেরে খড়িবাড়ি ব্লকের বহু এলাকা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বিদ্যুৎহীন হয়েছিল। ঝড়ে নষ্ট হয়েছে চাষের জমিও। সমস্যায় পড়েছেন বহু মানুষ। অসহায় মানুষরা সরকারি সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে।

বৃহস্পতিবার একাধিক এলাকা ঘুরে দেখেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, খড়িবাড়ি ব্লকের প্রশাসনিক আধিকারিক, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যরা। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে এদিন সকালেই উপড়ে ও ভেঙে পড়া গাছ কেটে সরিয়ে ফেলা শুরু হয়। বিদ্যুৎ পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক করার জন্য তৎপরতা দেখা গিয়েছে বিদ্যুৎকর্মীদের মধ্যে। এদিন দুপুরে খড়িবাড়ি সদরে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে। তবে, বুড়াগঞ্জ, বিন্নাবাড়ির বহু এলাকা রাতেও বিদ্যুৎহীন। খড়িবাড়ি বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির স্টেশন ম্যানেজার বিশ্বজিৎ দত্ত বলেন, 'ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বহু জায়গায় গাছ পড়ে বিদ্যুৎবাহী তার ছিঁড়ে গিয়েছে। খুঁটি ভেঙে গিয়েছে। বিদ্যুৎকর্মীরা বুধবার রাত থেকেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে। এদিন রাত ৮টা পর্যন্ত ৬০ শতাংশ কাজ হয়েছে। শুক্রবার দিনভর কাজ হবে। যত দ্রুত সম্ভব বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করা হবে।'

ক্ষতিগ্রস্ত খড়িবাড়ি

বুধবার রাতে খড়িবাড়িতে ঝড়ে বিধ্বস্ত বাড়ি।

ফেক আইডি

খোদ তথ্য ও প্রযুক্তিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র নামে ইউটিউবে একাধিক ফেক আইডি রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভায় এই কথা জানিয়েছেন বাবুল নিজেই।

শুনল না কোর্ট

আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম প্রতিবাদী মুখ চিকিৎসক দেবাশিস হালদার ও চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়ার পোস্টিং বিতর্কের মামলা আপাতত শুনল না কলকাতা হাইকোর্ট।

ধেয়ে এল জুতো

পর্ন কাণ্ডের মূল চক্রী শ্বেতা খানকে আদালতের চত্বরে দেখে জনরোষ আছড়ে পড়ল। পুলিশি ঘেরাটোপের মাঝেও তাঁকে দেখে ধেয়ে এল জুতো। ভিড়ের মাঝেও উত্তেজিত জনতা তাঁকে চড় মারে।

মমতার বই

২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় যে ভাষণ দিয়েছেন, সেগুলি নিয়ে একটি বই প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য বিধানসভা।

শুক্র ও শনি স্কুল ছুটি

কলকাতা, ১২ জুন : শুক্রবার ও শনিবার ছুটি থাকছে রাজ্যের স্কুলগুলিতে। প্রবল তাপমাত্রায় নাজেহাল হওয়া থেকে পড়ুয়াদের বাঁচাতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলাগুলি বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত জেলার সরকারি ও সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিতে এই ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে এই বার্তা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। সংশ্লিষ্ট বোর্ড ও সংসদ কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে চিঠি পাঠিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। শিক্ষকদের ছুটি থাকছে কি না সেই বিষয়ে অবশ্য স্পষ্ট উল্লেখ নেই বিজ্ঞপ্তিতে। বুধবার বিধানসভায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্কুলগুলিতে ছুটি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তবে সেই প্রস্তাব মান্যতা পায়নি। শুক্রবার ও শনিবার নিয়মমাফিক ভাবেই চলবে উত্তরবঙ্গের স্কুলগুলি।

ডিএ নিয়ে সংশয়ে রাজ্য

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ জুন : আবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষে কর্মচারীদের বকেয়া ২৫ শতাংশ ডিএ দেওয়া কি ঠেকানো সম্ভব? এই প্রশ্নেই সরকারের শীর্ষ প্রশাসনের অন্দরে ঘোর চর্চা ঘনীভূত হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের অন্তর্বর্তী রায় অনুযায়ী চলতি জুনের মধ্যেই কর্মচারীদের প্রাপ্য ওই টাকা মিটিয়ে দেওয়ার কথা।

আবার আদালতের শরণাপন্ন হয়ে সেটা আটকাতে সরকার পদক্ষেপ করলে তার ফল হিতে বিপরীত হতে পারে বলেই নবান্নে শীর্ষ প্রশাসনের একটা বড় অংশ মনে করছে। নবান্নে প্রশাসনের নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর, কর্মচারীদের পাওনা আবার আইনের পথে আটকে দেওয়াটা মোটেই ঠিক কাজ হবে না বলে দিল্লিতে রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশিষ্ট আইনজীবীদের একাংশ মনে করছেন। রাজ্য সরকারকে সে কথা জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের পরামর্শ, বকেয়া ২৫ শতাংশ ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার সাধ্য রাজ্যের আছে মনে করেই সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে। প্রথমে সুপ্রিম কোর্ট ৫০ শতাংশ ডিএ কর্মচারীদের মেটানোর কথা বললেও রাজ্য সরকারের কাতর আর্জির পরে তা ২৫ শতাংশ করে।

বিষয়টি যেহেতু সর্বোচ্চ আদালতের মাথায় আছে সেই কারণে আবার সর্বোচ্চ আদালতের কাছে নতুন করে এই সংক্রান্ত কোনও আর্জি জানানো হলে তা আদৌ ধোপে টিকবে না বলেই আইনজীবীদের একাংশের বিশ্বাস। আপাতত ২৫ শতাংশ ডিএ দেওয়ার বিষয়টি সাময়িকভাবে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে আটকানো সম্ভব হলেও চিরতরে তা সম্ভব হবে না। উলটে দাবিদার রাজ্য কর্মচারীদের অধিকাংশের ক্ষোভ আরও বাড়বে। তাঁরা আবার আদালতের শরণাপন্ন হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আবেদন জানাবেন। পুরো বিষয়টি সরকারের কাছে বড় ধরনের ঝুঁকির শামিল। রাজ্য সরকারের 'মুখ পোড়ার' বড় আশঙ্কা থেকে যায়।

গ্রেপ্তার হওয়ার পর পুলিশকে জুতো দেখান বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বৃহস্পতিবার কলকাতায়। -সংবাদচিত্র

এনআইএ তদন্ত দাবি

মহেশতলা অভিযানের পথে গ্রেপ্তার সুকান্ত

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১২ জুন : মহেশতলা কাণ্ডে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা নিয়ে কেন্দ্রকে রাজ্যপালের সুপারিশের কথা মনে করিয়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মহেশতলার রবীন্দ্রনগরে বুধবারের ঘটনায় এদিন বিধানসভা ও বিধানসভার বাইরে আন্দোলনে নামে বিজেপি। বিধানসভায় মুর্শিদাবাদ, মহেশতলা ইস্যুতে আনা মুলতুবি প্রস্তাব দুটিই খারিজ হয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে ওয়াকআউট করে বিধানসভা চত্বরে পোস্টার, প্ল্যাকার্ড সহ বিক্ষোভ মিছিল করেন বিজেপি বিধায়করা। পরে মাথায় তুলসীগাছের টব নিয়ে খালি পায়ে গলায় গেরুয়া উত্তরীয় ঝুলিয়ে বিধানসভা থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে প্রায় ৫০ জন বিজেপি বিধায়ক হেঁটে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অগ্নিমিত্রা পল, মালতী রাভা রাই প্রমুখ মহিলা বিধায়ক রাজ্যপালের হাতে স্মারক হিসেবে একটি তুলসীগাছ তুলে দেন।

মহেশতলার ঘটনায় কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন শুভেন্দু। বিচারপতি সৌমেন সেন ও স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চে তাঁর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, 'মহেশতলায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিক আদালত। এনআইএ তদন্তেরও নির্দেশ দেওয়া হোক। জরুরি ভিত্তিতে শুনানির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।' ডিভিশন বেঞ্চ মামলা দায়েরের অনুমতি দিলেও জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন গ্রাহ্য করেনি। এদিন রাজ্যপালের কাছে গিয়ে রবীন্দ্রনগর থানার আইসিকে গ্রেপ্তার ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ সহ এই দাবিই জানিয়েছেন শুভেন্দু।

বিধানসভার বাইরে এদিন মহেশতলা অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সেই লক্ষ্যে এদিন সকালে নিউটাউনের বাড়ি থেকে মহেশতলার উদ্দেশে রওনা দেন সুকান্ত মজুমদার, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো সহ বিজেপি নেতারা। পথে জিনজিরা বাজার এলাকায় তাঁদের পথ আটকায় পুলিশ। সুকান্ত সহ বিজেপি নেতাদের আটকাতে আগে থেকেই র‌্যাফ সহ প্রচুর পুলিশ মোতায়েন ছিল এলাকায়। সুকান্ত সহ রাজ্য বিজেপির নেতাদের সঙ্গে পুলিশের কিছুটা ধস্তাধস্তি ও কথা কাটাকাটি হয়। পুলিশের দাবি, এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি থাকায় তাঁদের যেতে অনুমতি দেওয়া যায়নি। এরপর জিনজিরা বাজার থেকে ফেরার পথে পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে আচমকা কালীঘাটে পৌঁছে যান সুকান্ত সহ বিজেপি বিধায়করা। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির নিরাপত্তায় থাকা পুলিশকর্তারা দ্রুত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসেন। পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করে সুকান্ত বলেন, 'মহেশতলার ঘটনায় আমরা মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি আশা করেছিলাম। তা না পেয়েই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' হাতে তুলসীবেদি নিয়ে গ্রেপ্তার হন সুকান্ত সহ বিজেপির নেতারা। পরে তাঁদের লালবাজারে নিয়ে আসা হয়। মালদা, মুর্শিদাবাদ হোক বা মহেশতলা, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভোটব্যাংক রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। হিন্দুদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা নিয়ে তাঁর কোনও মাথাব্যথা নেই।

আলোচনার দাবি খারিজ, হট্টগোল

বিধানসভায় অধ্যক্ষকে ঘিরে মানবপ্রাচীর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ জুন : বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ ও মহেশতলার সাম্প্রদায়িক গোলমালের ঘটনায় বিজেপির আনা মুলতুবি প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা তৈরি হল বিধানসভায়। অধিবেশনের শুরুতেই মুর্শিদাবাদের ঘটনা নিয়ে মুলতুবি প্রস্তাব আনতে চেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তা খারিজ করে দেন। বুধবার মহেশতলায় যে গোলমাল হয়েছে, তা নিয়েও বিজেপি বিধায়করা আলোচনা চান। কিন্তু অধ্যক্ষ তাও খারিজ করে দেওয়ায় আসন ছেড়ে ওয়েলে নেমে আসেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি বিধায়করা। তাঁদের গলায় থাকা গেরুয়া উত্তরীয় ওড়াতে শুরু করেন ও বিধানসভার কার্যবিবরণী ছিঁড়ে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। নাটাবাড়ির বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামী অধ্যক্ষের আসনের দিকে এগিয়ে যান। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে দেখে বিধানসভার কর্মী ও মার্শালরা অধ্যক্ষকে ঘিরে মানবপ্রাচীর তৈরি করেন। তুমুল বিক্ষোভের মধ্যেও অধিবেশন চালিয়ে যান অধ্যক্ষ। পূর্ত দপ্তরের স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্টের ওপর আলোচনায় অংশ নেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, অপূর্ব সরকার প্রমুখ। বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশে অধ্যক্ষ ধমকের সুরে বলেন, 'এভাবে বিধানসভা অচল করে দিতে পারেন না। বিধানসভা চলবে।'

ঘণ্টা দেড়েক এভাবে বিক্ষোভ চালানোর পর বিজেপি বিধায়করা মূল ফটকের বাইরে বেরিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। শুভেন্দু অধিবেশনের মধ্যেই দাবি করেন, রবীন্দ্রনগর থানার ওসি মুকুল মিঞাকে পদ থেকে সরিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোক। যদিও অধ্যক্ষ এই নিয়ে বিধানসভায় কোনও আলোচনা করতে দেননি। অধ্যক্ষ জানিয়ে দেন, বিচারাধীন বিষয় নিয়ে কোনও আলোচনা করা যায় না। পরে অধ্যক্ষ বিজেপি বিধায়কদের কটাক্ষ করে বলেন, 'নিয়ম পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছিলাম। তারপরও ওরা বিক্ষোভ চালিয়ে গিয়েছে। আসলে কোনও নিয়মকানুন বিরোধী দল মানে না। ওদের কারোর ওপর কারোর নিয়ন্ত্রণ নেই। বিধানসভার একটা ঐতিহ্য রয়েছে। তাতে আঁচ লাগতে দেওয়া যাবে না। এইভাবে বিক্ষোভ দেখিয়ে অধিবেশন অচল করতে দেব না।'

তুলসী গাছ মাথায় রাজভবনের পথে শুভেন্দু। বৃহস্পতিবার। -রাজীব মণ্ডল

এদিন টানা অধিবেশন চালিয়ে যান অধ্যক্ষ। কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যক্ষ বলেন, 'বিরতি নিলে বিজেপি বাইরে ভুল বার্তা দিত। এরা কেউ পরিষদীয় রীতি মানে না। বিরোধী দলের কাউকে ডেকে পাঠালে তাঁরা আসেন না।' পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'সংসদ বা বিধানসভা ধর্ম জাহির করার জায়গা নয়। এটা মানুষের কথা বলার জায়গা। বিজেপি কোনও শিষ্টাচার, নিয়ম ও সংবিধান মানে না।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অধ্যক্ষ ও শাসকদলকে কটাক্ষ করে বলেন, 'মুর্শিদাবাদ ও মহেশতলায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ রাজ্য সরকার। তাই আমরা বিধানসভায় আলোচনা চেয়েছিলাম। কিন্তু রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয় না।'

এদিন শুভেন্দু সহ বিজেপি বিধায়করা যখন বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন, তখন তৃণমূলের মহিলা ব্রিগেড পালটা স্লোগান দিতে শুরু করেন। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, ধনিয়াখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র, সোনারপুর (দক্ষিণ)-এর বিধায়ক লাভলি মৈত্র, বরানগরের বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পালটা তোপ দাগতে শুরু করেন বিজেপিকে। হাতে শূন্য লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিজেপি বিধায়কদের দেখাতে থাকেন তাঁরা। তীব্র হট্টগোলের মধ্যেই অধিবেশন চলতে থাকে।

চাকরিহারাদের অনশন শুরু রাতে, মিছিলে ভিড় কম

কলকাতা, ১২ জুন : ডেপুটেশনের সদুত্তর না পেয়ে বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকে অনশনে বসলেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। রাত ১২টায় ১০ জন শিক্ষক অনশন শুরু করেছেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের দপ্তরের কিছুটা দূরে কলকাতার সেন্ট্রাল পার্কের নির্ধারিত অবস্থান মঞ্চে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সঙ্গে দেখা না করা পর্যন্ত অনশন চলবে বলে জানানো হয়েছে। তার আগে বৃহস্পতিবার দুপুরে করুণাময়ী থেকে আচার্য সদন পর্যন্ত মিছিল করেন তাঁরা। মিছিলে আগের তুলনায় ভিড় ছিল তুলনায় কম। ১৫৪০৩ জন 'যোগ্য' চাকরিচ্যুতদের সবাইকে উপস্থিত হতে দেখা যায়নি।

শিক্ষক ধীতিশ মণ্ডলের অভিযোগ, 'শুধু সমাজমাধ্যমে বিদ্রোহ করলেই চাকরি ফেরত পাওয়া যাবে না।' এসএসসি'র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারের কাছে বিকাশ ভবনে স্মারকলিপি জমা দিতে যায় চাকরিহারাদের ১২ জনের প্রতিনিধিদল। এসএসসি সংক্রান্ত মামলায় সিবিআইয়ের হাতে আসা অডিও ক্লিপ অনুযায়ী, নিয়োগ দুর্নীতিতে এদিন পাঁচজনের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে চায় এসএসসি। তবে বিচারক সিবিআইকে কণ্ঠস্বরের উৎস সম্পর্কে আদালতকে জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

এসএসসির চেয়ারম্যানের কাছে প্রধানত চারটি দাবিকে ডেপুটেশন দিয়েছে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ। দাবিগুলো হল, যোগ্য-অযোগ্যদের ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ প্রকাশ, রিপ্যানেলের ব্যবস্থা, রিভিউ পিটিশন ও কিউরেটিভ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নিয়োগ পরীক্ষার ফর্ম পূরণ বা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত স্থগিত ও যোগ্যদের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ। সেন্ট্রাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির থেকে ২০১৬ প্যানেলের চাকরিহারাদের ওএমআর শিটের রিপোর্ট সিবিআই দপ্তরে পৌঁছে গিয়েছে বলে খবর রটেছিল এদিন। এর সত্যতা যাচাই করতে এদিন কলকাতার সিবিআই দপ্তরে গিয়েছিলেন ৪ জন শিক্ষিকা। সিবিআই আধিকারিকরা তাঁদের জানিয়েছেন, এই রিপোর্ট পাওয়া দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার।

চার প্রশ্ন ডিভিশন বেঞ্চের

কলকাতা, ১২ জুন : প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের চারটি প্রশ্নের মুখে রাজ্য। ওএমআর শিট মূল্যায়নে বাইরের সংস্থাকে নিযুক্ত করা নিয়ে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্য। বৃহস্পতিবার ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'ওএমআর শিট মূল্যায়নের জন্য বাইরের এজেন্সিকে কেন নিযুক্ত করেছিলেন? এক্তিয়ার রয়েছে তা করার?' প্যানেল প্রকাশ হয়েছিল কি না, তা নিয়েও রাজ্যের অবস্থান জানতে চায় আদালত। ইন্টারভিউ বোর্ড কোন নিয়মের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল, সিলেকশন কমিটির কাজ কী তাও আদালতে জানাতে হবে রাজ্যকে।

এই মামলায় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতে এদিনও দাবি করে, দুর্নীতি কোনও জাদু শব্দ নয়। এর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। তাই আইনি নীতি অনুযায়ী তা ব্যবহার করা উচিত। একক বেঞ্চের বিচারপতি তাঁর ভূমিকা পালন করেননি। তিনি প্রসিকিউটর রূপে কাজ করেছেন। আদালতই সাক্ষীদের নির্বাচন করেছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ২৩ জুন।

উদ্বেগ ওয়াকি-টকির যথেচ্ছ বিক্রিতে

বাংলাদেশ থেকে গোপন কথাবার্তা ধরা পড়ছে হ্যাম রেডিয়োতে

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ১২ জুন : মধ্যরাত, অম্বরীশ নাগচৌধুরী অভ্যাসবশত একবার ওয়্যারলেসের নবটা ঘোরালেন। ওয়েস্টবেঙ্গল অ্যামেচার রেডিও ক্লাবের সম্পাদকের ধ্যানজ্ঞান এই ওয়্যারলেস সেটটিই। নব ঘোরাতেই শুনলেন কে যেন বিচিত্র ভাষায় কথা বলছে। অম্বরীশ স্পিকার অন করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিউআরজেড'? হ্যাম রেডিওর সাংকেতিক ভাষায় যার মানে, কে কথা বলছেন? জবাব এল না।

সময়টা গঙ্গাসাগর মেলার কাছাকাছি। রেডিও ক্লাবের দুই সদস্য জয়ন্ত বৈদ্য ও শোভন চক্রবর্তীকে বিষয়টি মনিটর করার দায়িত্ব দিলেন অম্বরীশ। কিছুদিন পর তাঁরা জানালেন, প্রতি রাতেই এই ধরনের বিচিত্র ভাষার কথোপকথন কানে আসছে। উৎস বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা। সঙ্গে সঙ্গেই রেডিও ক্লাবের তরফ থেকে বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নজরে আনা হল। কলকাতা ও দিল্লি থেকে মন্ত্রকের কর্তারা অম্বরীশের বাড়িতে গিয়ে বিশদ তথ্য জানলেন। পরে তাঁকে লিখিতভাবে ধন্যবাদও জানালেন। সেই থেকে পূর্বাঞ্চলের রিপিটার স্টেশন বন্ধ করে রেখেছেন অ্যামেচার রেডিও ক্লাবের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার অম্বরীশ বলেন, 'রিপিটার বন্ধ রাখায় আমাদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের রিপিটার স্টেশনকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের কোনও শক্তি যেভাবে কাজ করছে, তাতে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।'

অম্বরীশ জানিয়েছেন, দেশের নিয়ম অনুযায়ী যে কোনও ধরনের বেতার ব্যবস্থা ব্যবহার করতে গেলেই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিতে হয়। শুধু ব্যবহার করাই নয়, ওয়াকিটকি থেকে শুরু করে যেকোনও স্বল্প ও দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেতার ব্যবস্থা কেনাবেচা করতে গেলেও লাইসেন্স লাগে। কিন্তু সেসব কেউ মানছে না। অনলাইন কেনাবেচার প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়া এমনকি কলকাতার চাঁদনি মার্কেট বা শিলিগুড়ির হংকং মার্কেট সহ বিভিন্ন জায়গাতেই ঢেলে বিক্রি হয় ওয়াকিটকি। অনেকেই জানে না, ব্যবহারকারী ও বিক্রেতাদের লাইসেন্স না থাকাটা বড়সড়ো অপরাধের মধ্যে পড়ে।

খোলা বাজারে দেদারে বিকোচ্ছে ওয়াকি-টকি।

কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজারে ওয়্যারলেস স্টেশনের দায়িত্বে কাজ করেছেন অবসরপ্রাপ্ত এসিপি তপন মিত্র। তিনি বলেন, 'বহুদিন আগের কথা। রাতের দিকে আমাদের বরাদ্দ করা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে প্রায়ই ঢুকে পড়ত বাংলাদেশের সেনাবাহিনী। তারা বিভিন্ন রেজিমেন্টকে বাংলায় নির্দেশ দিত। আমরা আপত্তি করলে পালটা বলত, 'কলকাতা পুলিশ আপনি একটু থামেন ভাই। আমি কটা জরুরি নির্দেশ দিয়া দিই।' তবে বিনা অনুমতিতে কোনওরকম ওয়্যারলেস বা ওয়াকিটকি ব্যবহার করা যায় না। সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কলকাতায় জিনজিরিয়া বাজারের কাছে গোপালপুরে ওয়্যারলেস সিগন্যাল মনিটরিংয়ের কেন্দ্র রয়েছে। সেখান থেকেই সমস্ত খোঁজখবর রাখা হয়।'

কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, টেলিকম দপ্তর ও ক্রেতাসুরক্ষা দপ্তর এই বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে। ইন্ডিয়ান ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি অ্যাক্ট ১৯৩৩ অনুযায়ী বিনা অনুমতিতে ওয়্যারলেস কেনাবেচা বা ব্যবহার করলে তিন বছর পর্যন্ত জেল ও ১ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

লন্ডনে নজর ঢাকার

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের আগামী এপ্রিলে বাংলাদেশে নির্বাচন হবে বলে ঘোষণার পরেও জট কাটল না। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের তৈরি নতুন দল ন্যাশনাল নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এবং জামায়াতে ইসলামি ইউনূসের প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেও বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি তীব্র বিরোধিতা করছে। ইউনূস বর্তমানে লন্ডন সফরে।

খালেদা জিয়ার পুত্র তথা বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের সঙ্গে শুক্রবার ভারতীয় সময় দুপুর নাগাদ লন্ডনের একটি হোটেলে তাঁর বৈঠক হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা আছে। ইউনূসের অফিস থেকে এই বৈঠক নিয়ে কিছু বলা না হলেও তারেক সম্ভাব্য আলোচনার কথা ঢাকায় গুলশানের বিএনপি অফিসে জানিয়েছেন। খালেদার দল এই আলোচনার সম্ভাবনা নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী।

বিএনপি নেতৃত্ব প্রথম থেকেই চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সংসদের নির্বাচন চেয়ে আসছে। কিন্তু ইউনূস বরাবর আগামী বছরের জুনে ভোট করানোর পক্ষপাতী ছিলেন। সম্প্রতি রাজনৈতিক চাপের মুখে তিনি জানিয়েছেন, আগামী এপ্রিলের গোড়ায় দেশে নির্বাচন হবে। আওয়ামী লিগকে ইতিমধ্যেই নিষিদ্ধ করায় এই ভোটে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ নেই।

জামায়াতে ইসলামি এবং এনসিপি ইউনূসের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, যাবতীয় সংস্কার সেরে ভোট করানোই সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি এবং বিএনপি ইউনূসের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে। এপ্রিলে ভোটের প্রস্তাব প্রসঙ্গে খালেদার দলের বক্তব্য, বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন করানোর জন্য এপ্রিল কখনও উপযুক্ত সময় হতে পারে না।

তার একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, তার ঠিক আগে ইদুলফিতর উৎসব থাকায় কোনও দলই নির্বাচনি প্রচার সেভাবে করে উঠতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, দশম এবং দ্বাদশ ক্লাসের বোর্ডের পরীক্ষা হয় এপ্রিলে। তাই ওই সময় ভোট হলে অসুবিধা হবে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশে এপ্রিলজুড়ে কালবৈশাখী হয়ে থাকে প্রায় প্রতি বছর। বেশি ঝড়-বৃষ্টি হলে ভোট করানো তখন অসম্ভব হয়ে পড়বে। খালেদার দলের আপত্তিগুলির সারবত্তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ইউনূসের চলতি লন্ডন সফরের শুরুটা খুব সুখের হয়নি। হিথরো বিমানবন্দরে নামার পর থেকেই ব্রিটেনে বসবাসরত আওয়ামী লিগ নেতাদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে আওয়ামী লিগের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন সাংসদ ছিলেন। হাসিনা দেশ ছাড়ার পর চরম ডামাডোলের মধ্যে এই সাংসদরা ব্রিটেনে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

শুধু তাঁদের বিক্ষোভ নয়, ইউনূসকে স্বাগত জানাতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের তরফে কেউ সেদিন হিথরো বিমানবন্দরে হাজির ছিলেন না। বিএনপি নেতা তারেক রহমানের সঙ্গে ইউনূসের সম্ভাব্য বৈঠকটি লন্ডনের কোনও হোটেলে হতে পারে। দেড় দশক ধরে তারেক ব্রিটেনের বাসিন্দা। বিএনপি সূত্রের খবর, তারেক এপ্রিলের পরিবর্তে ফেব্রুয়ারি মাসে ভোট করানোর জন্য চাপ দিতে পারেন ইউনূসকে।

ভোটের সময় ছাড়াও দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, নির্বাচনি জোট প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হতে পারে তারেক ও ইউনূসের। বিএনপি নেতৃত্ব এবং দলের কর্মী-সমর্থকরা সম্ভাব্য বৈঠক নিয়ে খুব আশাবাদী। তাঁদের আশা, ইউনূস হয়তো ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন করাতে রাজি হয়ে যেতে পারেন।

বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ইসলাম ফখরুল আলমগীরের ভাষায়, ইউনূস-তারেক বৈঠক বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে 'টার্নিং পয়েন্ট' হয়ে উঠতে পারে। কেননা, এই বৈঠকে ভোটের স্বার্থ জড়িয়ে আছে বিএনপি এবং ইউনূস, দু'পক্ষেরই। বিএনপি'র ভয়, ভোট যত পিছোবে, তত তাদের জয়ের সম্ভাবনা কমবে। তাড়াতাড়ি হলে তাদের লাভ। আবার ইউনূস মুখে ২০২৬-এর ৩০ জুনের পর এক মুহূর্ত চেয়ারে থাকবেন না বললেও তাঁর নজর যে রাষ্ট্রপতি পদের দিকে, তা এখন স্পষ্ট। তাই সমঝোতার রাস্তা খুঁজছেন তিনিও।

অমৃতধারা

এই দেহ ত্যাগ করার পূর্বে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলির বেগ এবং কাম ক্রোধের বেগ সহন করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং এই জগতে তিনিই সুখী হন। প্রকৃত সুখ অন্বেষণকারী ব্যক্তিকে জড়েন্দ্রিয়জাত সুখের পিছনে ধাবিত না হয়ে আত্মানুভূতি লাভ মার্গে মনোনিবেশ করে প্রকৃত আনন্দ লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হয়। আমরা জানি যে, আমাদের শরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলির ছ'টা বেগ আছে। বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, মনের বেগ, উদরের বেগ, জননেন্দ্রিয়ের বেগ এবং জিহ্বার বেগ- এই ছ'প্রকার বেগ আছে। এইগুলি দমন করতে হবে। এইসব ইন্দ্রিয়গুলির বেগ বা মনের বেগকে যিনি দমন করতে পারেন, তাঁকে গোস্বামী বলা হয়।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

বিভাজনের ফাঁসে উচ্চশিক্ষার দমবন্ধ

রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দুটি ভাগ করা হয়েছে। শিক্ষাবিদের অভিযোগ, এতে পড়ার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

দেবদূত ঘোষঠাকুর

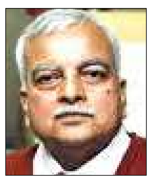

ব্রিটিশরা যে পদ্ধতিতে দেশ শাসন করত সেটার একটা পোশাকি নাম ছিল- 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল'। অর্থাৎ কর্মচারীদের মধ্যে বিভাজন ঘটিয়ে যে কোনও প্রকার সমস্যার সমাধান করো। একপক্ষকে নিজের দিকে নিয়ে যাও। অন্যপক্ষের বিদ্রোহ সহজেই দমন করো।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এক শ্রেণির দেশীয় শিল্পপতি শ্রমিক কর্মচারীদের দাবিদাওয়ার আন্দোলনে রেশ টানতে এই 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' কৌশল অবলম্বন করেছেন। বিশেষ করে বামপন্থীদের লাগাতার প্রচেষ্টায় সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে 'বিভাজিত' হওয়ার প্রবণতা একেবারেই কমেছে। কিন্তু যে পেশাটিতে কখনও এই 'কৌশল' প্রয়োগ করার চেষ্টা হয়নি, সেই উচ্চশিক্ষায় এখন কোথাও কোথাও কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবিদাওয়া সামাল দিতে হাতিয়ার করছেন এই 'ব্রিটিশ' পদ্ধতিকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দুটি ভাগে ভাগ করে দিয়ে পঠনপাঠনের পরিবেশকে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে রাজ্যের শিক্ষাবিদের একাংশের অনুযোগ। তাঁরা বলছেন, রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বাড়ছে। সেই তুলনায় পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া তেমন ত্বরান্বিত হয়নি। বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অবস্থার সামাল দিতে বিভাজনের প্রশাসনিক রাজনীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

উচ্চশিক্ষা দপ্তরের খবর, বিশেষ করে যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠন পুরোপুরি কনট্রাকচুয়াল বা ঠিকা শিক্ষকদের উপরে নির্ভর করে, সেখানে এই 'ব্রিটিশ' প্রশাসনিক নিয়মের প্রয়োগ বাড়ছে। শিক্ষাকর্তাদের অনেকেই বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের খবর, একেবারে নতুন (৫-১০ বছরের) বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কোনও স্থায়ী শিক্ষক (উপাচার্য ছাড়া) আর কোনও স্থায়ী শিক্ষাকর্মী নেই। সেখানে কিন্তু বিভাজনের সমস্যা তেমন নেই। সমস্যাটি প্রকট সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে স্থায়ী এবং ঠিকা শিক্ষক- দুই পক্ষই রয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে ঠিকা শিক্ষকদের সমস্যাই বেশি। তাঁদের অভাব-অভিযোগও তুলনায় বেশি। তাঁরা নিজেদের 'বঞ্চিত' বলে মনে করেন। বেতন বৈষম্য তো দূরে থাকুক, এই সব ঠিকা শিক্ষকদের পিএইচডি করানোর ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী শিক্ষকরা পিএইচডি করাতে পারেন না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সব শিক্ষকই ঠিকা। সেখানে স্থায়ী-অস্থায়ীর কোনও গল্প নেই। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা মান থাকলেই তাঁরা সবাই পিএইচডি করানোর সুযোগ পান।

তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠন ওয়েবকুপা এই সমস্যা সম্পর্কে অবহিত। এক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ওয়েবকুপা নেতার মন্তব্য, ''বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংখ্যালঘু স্থায়ী শিক্ষকদের বড় অংশকে সঙ্গে নিয়ে একদিকে যেমন আমাদের ন্যায্য দাবিদাওয়া সংক্রান্ত আন্দোলনকে দমন করতে চাইছেন, তেমনই আমাদের গবেষণার কাজে 'বাধা' অতিক্রমের কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না।'' বিশেষ করে 'অস্থায়ী' উপাচার্যদের সময়কালে এই বিভাজন নীতি আরও সক্রিয় হয়েছে বলে ওই শিক্ষক নেতার অভিযোগ।

স্থায়ী শিক্ষকদের নিয়ে হাজার অভিযোগ ঠিকা শিক্ষকদের। বিষয়টি বিকাশ ভবনের নজরে এনেও লাভ হয়নি। এক ঠিকা শিক্ষকের অনুযোগ, 'শিক্ষাগত যোগ্যতায় আমরা পিছিয়ে নেই এতটুকুও। কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে দেখা হয়।' কীভাবে? ওই শিক্ষক বলেন, 'স্থায়ী শিক্ষকরা দিনের পর দিন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আসেন না। কারণ তাঁদের হাজিরার উপরে কোনও নজরদারি নেই। দেখা হচ্ছে না, তাঁরা কখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকছেন, কখন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বেরোচ্ছেন। অথচ পঠনপাঠন সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে স্থায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে।'

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও অবশ্য এই সব অভিযোগ পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারছে না। বিকাশ ভবনের এক আধিকারিকের মনে হয়েছে, এই ধরনের বিভাজনে উচ্চশিক্ষার মান নষ্ট হয়। বেশ কিছু বছর ধরে রাজ্যে উচ্চশিক্ষার মান যেভাবে নামছে তার অন্যতম কারণ অবশ্যই এক শ্রেণির শিক্ষকের সম্মানহানি।

স্থায়ী শিক্ষকদের যে সব অভিযোগ উঠেছে তাতে তাঁদের দায়বদ্ধতা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।

স্থায়ী শিক্ষকদের এক প্রতিনিধি অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁদের শ্রেণির একটি অংশের বেপরোয়া মনোভাবকেই দায়ী করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়নে স্থায়ী শিক্ষকদের ভূমিকা সব থেকে বেশি। কিন্তু সেটাই অনেকে মনে রাখে না। কোনও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নির্ভর করে তার গবেষণার মানের উপরে। কিন্তু স্থায়ী শিক্ষকরা অনেকে গবেষণার ধার পর্যন্ত যেতে পারেন না।

বছর বছর স্থায়ী শিক্ষকদের মূল্যায়নের উপরে জোর দিয়েছেন ওই অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় সচল রাখতে ঠিকা, অস্থায়ী এবং অতিথি শিক্ষকরা কীভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছেন তা মাননীয় স্থায়ী শিক্ষকরা একবার গিয়ে দেখে আসতে পারেন। রাজ্যে নতুন যে সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে সেগুলির কোনওটিতে স্থায়ী শিক্ষক নেই। কোনওটির অস্থায়ী শিক্ষক নেই একজনও। অনেকের ক্লাস হচ্ছে বিভিন্ন সরকারি কলেজে। অতিথি শিক্ষকরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন, পরীক্ষা পদ্ধতির ছন্দ নষ্ট হতে দিচ্ছেন না।

অবসরপ্রাপ্ত ওই অধ্যাপক এখন ওই রকমের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত। তাঁর অভিব্যক্তি, ''বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সব সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু সুযোগের সদ্ব্যবহার করছেন না। বিশ্বের সব পেশায় দায়বদ্ধতার যাচাই হয়। শুধু কিছু 'সুবিধাভোগী' শিক্ষকের হয় না। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে 'সুবিধাভোগী' এবং 'বঞ্চিত' এই বিভাজন বিজ্ঞানসম্মত নয়। এটা উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।''

আর একটি বিষয়ের উপরে জোর দিয়েছেন রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের এক প্রাক্তন কর্তা। তিনি বলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব পেশাগত বিষয় পড়ানো হয়, সেই সব বিষয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট পেশার অভিজ্ঞ এবং কুশলী ব্যক্তিদের দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতেকলমে শিক্ষাদানের একটি নীতি নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি। সেই পদের নাম দেওয়া হয়েছে প্রফেসর অফ প্র্যাকটিস। আসলে আমাদের দেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিল্প সংস্থার যোগ নেই। ফলে কোনও একজন ছাত্র বা ছাত্রী শুধু বইয়ের পাঠের ভিত্তিতেই চাকরি করতে যাচ্ছেন ওই শিল্পে।

অতি মেধাবী ছাত্রছাত্রীও যা পড়ে এসেছেন, তার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রের পরিস্থিতির মিল খুঁজে পাচ্ছেন না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেই নিয়ম কার্যকর করে যেখানে সুফল পাচ্ছে বলে দাবি করছে, রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখনও তা কার্যকর করতেই পারেনি। কেউ কেউ আবার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রিত কিছু অধ্যাপককে (যাঁরা সরাসরি সংশ্লিষ্ট পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের বয়সের কারণ দেখিয়ে পত্রপাঠ বিদেয় করে দিয়েছে।) যদিও ইউজিসি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, পেশাগত অভিজ্ঞ ওই ব্যক্তিরা ৭০ বছর পর্যন্ত চাকরি করতে পারবেন। যদি ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হন তবে বিশ্ববিদ্যালয় ৭০ বছরের পরেও তাঁদের সাহায্য নিতে পারবেন।

সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঠিকা (কনট্রাকচুয়াল) শিক্ষকদের 'মর্যাদা'-র ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে, তেমনই বৈষম্য রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের পেশাগত শিক্ষায় সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রেও। বিকাশ ভবন সূত্রে বলা হয়েছে, উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে আদালতে টানাপোড়েন শুরু হওয়ার পরে এই অচলাবস্থা শুরু হয়েছে। রাজভবন 'নিয়ন্ত্রিত' অস্থায়ী উপাচার্য যেখানে যেখানে রয়েছে সেখানে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নজরদারি কমেছে। এক শ্রেণির শিক্ষকের পরামর্শ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চলছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ হওয়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকরা যাতে বৈষম্যের শিকার না হন সেদিকে লক্ষ রাখছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর।

দেখাই যাক, সবুরে মেওয়া ফলে কি না।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৬৫

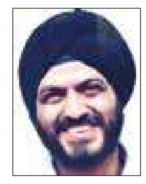

প্রাক্তন ক্রিকেটার মনিন্দর সিংয়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৯৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন তিরন্দাজ দীপিকা কুমারী।

আলোচিত

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক ভিটের ওপর ঘৃণ্য হামলার নিন্দা করছি। এই হিংসাত্মক কাজ কবিগুরুর স্মৃতি ও তাঁর উদার-মানবিক আদর্শের প্রতি চরম অবমাননা। এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সহিষ্ণুতা ও বহুত্ববাদের প্রতীক চিহ্নগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার বিপজ্জনক চেষ্টা।

- রণধীর জয়সওয়াল
(বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র)

ভাইরাল/১

সাইকেলে কেরামতি। ব্যস্ত ওভারব্রিজে সাইকেল চালাচ্ছেন মাঝবয়সি ব্যক্তি। কিন্তু প্যাডলে পা নেই। সিটের ওপর বসে পা দুটি হ্যান্ডেলের ওপর তুলে দিয়ে দু'হাত প্রসারিত করে আলগোছে বসে। ঢালু ব্রিজে গড়গড়িয়ে চলেছে দু'চাকা।

ভাইরাল/২

ক্রেতাকে গরমে আরাম দিতে অভিনব কায়দা। রাস্তায় আখের রস বিক্রি করছেন এক ব্যক্তি। মেশিনের সঙ্গে বেঁধেছেন দুটি হাতপাখা। ক্রেতা আখের রসের অর্ডার দিলেন। চাকা ঘোরাতেই সঙ্গে লাগানো পাখাও ঘুরতে থাকে। স্বস্তির হাওয়া মেলে ক্রেতার।

জনমন জনমত

তাহলে কোন পথে 'অযোগ্য'তা অর্জন?

চলতি বাজারে নতুন তকমা 'অযোগ্য'। একটি 'অ' উপসর্গের উপস্থিতি পালটে ফেলেছে সামগ্রিক পরিস্থিতি। প্রভাব ফেলেছে ব্যক্তির জীবনযাপন তথা শিক্ষা ও সামাজিক পরিকাঠামোর উপর। একটা নেতিবাচক বিশেষণ ছিনিয়ে নিয়েছে জলজ্যান্ত শিক্ষক প্রাণ। পশ্চিমবঙ্গের এই ছবি হয়ে উঠেছে জাতীয় চর্চার বিষয়। অথচ সবাই কিন্তু মানুষ। যাঁরা যোগ্য তাঁরাও, যাঁরা অযোগ্য তাঁরাও।

সবরকমের আদেশ-নির্দেশ, তত্ত্ব-তথ্য, তর্ক-বিতর্ককে পাশে রাখলে যে প্রশ্নটি ভীষণভাবে আমাদের অস্বস্তিতে রাখে আর বিদ্ধ হয় আমাদের বিবেক, তা হল আজকে যাঁরা অযোগ্য হওয়ার কালিমা বহন করছেন, তাঁরা অযোগ্য হলেন কীভাবে? কোন পথে হেঁটে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের অজান্তে এগিয়ে গেলেন ঘোর বিপদের দিকে? যে অপরাধে দুষ্ট বলে আজকের এই অযোগ্য বিশেষণ, সেই অপরাধের আবহে আহ্বান জানালেন কারা? উৎসাহিত করলেন কারা?

কে কোন পথের পথিক আমরা কমবেশি সকলেই জানি। শিক্ষকতার জন্য যতটুকু শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন তা হয়তো তাঁদের ছিল। তারপরও কেন ফাঁদে পা দেওয়া? কেন ভুল দিকটি বেছে নেওয়া? সবটাই যে নিজস্ব পদটিকে নিরাপদ রাখার প্রয়াস তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে একটা চাকরি অর্জন করা কতটা কঠিন তাঁরাই জানেন, যাঁরা ব্যাগভর্তি ডিগ্রি নিয়ে বেকার হয়ে বসে আছেন। এমতাবস্থায় চাকরি চলে যাওয়া একটা দুর্বিষহ ঘটনা। কিন্তু এই চাকরি চলে যাওয়ার পেছনে দায় কার? প্রকৃত কৃতিত্ব কাদের? ঘুরপথে চাকরি সুনিশ্চিত করার যে আবহ বা সংস্কৃতি তার কারিগর কারা?

মা-দিদিমার মুখে প্রায়শই কিছু প্রবাদবাক্য শোনা যায়, 'চোরকে বল চুরি করতে, গৃহস্থকে বলো সজাগ থাকতে'। অযোগ্যদের 'অযোগ্য' হয়ে ওঠা ঠিক সেরকমই ব্যাপার যেন। ব্যক্তিগত পরিচিতির মধ্যে কেউ অযোগ্য হয়েছেন ঘটি-বাটি বিক্রি করে। কেউ অযোগ্য হয়েছেন সব সোনার গয়না বন্ধক রেখে। কেউ অযোগ্য হয়েছেন জমির দলিল শর্তসাপেক্ষে অন্যের কাছে জমা রেখে। কেউ বা চড়া সুদে টাকা ধার করে অযোগ্য হয়েছেন। ঘুরপথের দরজাগুলো খোলা ছিল বলেই হয়তো তাঁরা জেনেবুঝে পা বাড়িয়েছেন সেইসব ছোট- মাঝারি-বড় দরজাগুলোর দিকে।

এত কিছুর পর যখন ঘরে দমকা বাতাস ঢুকে পড়ে তখন ক্লাসে গিয়ে বোঝাতে হয় সিলেবাসে থাকা কবির সেই উচ্চারণ, 'Things fall apart the centre cannot hold/ Mere Anarchy is loosed upon the world...' তাই প্রার্থনা, প্রত্যেকের বোধোদয় হোক। উপলব্ধি ফিরে আসুক। জাগ্রত হোক বিবেক। মনে রাখতে হবে সুন্দর ভবিষ্যতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় বর্তমানের সৎ চেষ্টায়।

উদয় সাহা
কামেশ্বরী রোড, কোচবিহার।

দিন-দিন ব্রাত্য রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা

এসময় বইয়ের দোকানে, লাইব্রেরিতে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের হাতে ঠাঁই পেত সঞ্চিতা কিংবা সঞ্চয়িতা। সেই দিন শেষ।

শঙ্খনাদ আচার্য

সময়টা বিগত শতাব্দীর নব্বই-এর দশক কিংবা একবিংশ শতকের গোড়ার দিক। উত্তরের প্রান্তিক জনপদগুলোতে তখন সংস্কৃতিমনস্কতার বিকাশে বছরে হাতেগোনা কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করত কিছু ক্লাব বা সংস্থা। এই অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বলার মতো, গ্রীষ্মের তীব্র তাপপ্রবাহ উপেক্ষা করে আয়োজিত রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যার। কখনও রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত সন্ধ্যা হত সুকান্ত ভট্টাচার্যকে এনে।

জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি থেকে আষাঢ় অর্থাৎ গোটা জুন মাস ধরে এমনকি জুলাই-এর প্রথম পর্যন্ত উত্তরের মফসসল শহরগুলোতে অন্ততপক্ষে দু'দিনব্যাপী আয়োজিত হত 'বিশ্বকবি' ও 'বিদ্রোহী কবি'-র যৌথ বন্দনা। দিনদশেক আগে থেকেই বাঁশ দিয়ে শুরু হত মঞ্চ বাঁধার কাজ। পাড়াজুড়ে ছিল যেন একটা সাজো-সাজো রব। গোটা এলাকার কচিকাঁচা থেকে মধ্যবয়স্ক সকলেই প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা সহযোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতেন এই অনুষ্ঠানগুলোতে।

ছবি আঁকা, নাচ, গান, আবৃত্তি, প্রশ্নোত্তর, নাটক বিভিন্ন আঙ্গিকে মোড়া থাকত অনুষ্ঠানগুলো। কবিতার চাহিদায় আমাদের মতো মফসসল শহরের বইয়ের দোকানে কিংবা পাঠাগারে ধুলোর আস্তরণ সরিয়ে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের হাতে ঠাঁই পেত সঞ্চিতা কিংবা সঞ্চয়িতা। প্রশ্নোত্তরে অংশ নিতে খোঁজ পড়ত রবীন্দ্র অথবা নজরুলের জীবনীর। নিয়ম করে প্রতি সন্ধ্যায় চলত নাটকের মহড়া। অনুষ্ঠান আঙিনা হয়ে উঠত জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে গোটা এলাকার মানুষের মিলনক্ষেত্র।

রবীন্দ্র-নজরুল চর্চার সেই অনুষ্ঠানগুলোতে সেলফির নকল হাসি ছিল না, ছিল প্রাণের খুশি, সমাজমাধ্যমের আস্ফালন ছিল না, ছিল নিখাদ সামাজিকতা। সীমিত খরচে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রাচুর্য ছিল না, কিন্তু প্রাণ ছিল।

বর্তমানে সংস্কৃতির বহমানতায় অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে উত্তরের জনপদগুলো। তথাকথিত মফসসলের তকমা ঝেড়ে ক্রমবর্ধিষ্ণু শহর আজ শপিং মল-রেস্টুরেন্টে অভ্যস্ত। একসময় যেসকল ক্লাব বা সংস্থা রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যাকে আশ্রয় করে অস্তিত্বের শিকড় খুঁজত, তারা আজ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। রোজ সন্ধ্যায় এখন সেখানে বাহারি রোশনাই জ্বলে, অবসর সময় কাটাতে লোকসমাগম হয়। সেই সন্ধ্যায় ব্রাত্য শুধু রবীন্দ্র-নজরুল।

শহরগুলোয় এখন বছরভর কোনও না কোনও অনুষ্ঠান এখানে লেগেই রয়েছে। সাড়ম্বরে আয়োজিত সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অনুষ্ঠান সবেতেই 'সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার' অবাধ বিচরণ। স্বভাবতই হয়তো রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যার পৃথক বন্দনায় ভাটা পড়েছে। এরই মাঝে দায়সারা মাল্যদানে সমাপ্ত হয় রবীন্দ্রজয়ন্তী কিংবা নজরুলজয়ন্তী। সমাজমাধ্যমে ফলাও করে তা প্রচারও পায় সংস্থার তরফে।

আজকাল শহরের অলিতে গলিতে জন্ম নিয়েছে নাচের স্কুল, গানের স্কুল কিংবা আবৃত্তি শিক্ষাকেন্দ্র। তারাও মাল্যদান করে। ঘরোয়া অনুষ্ঠান করে। তবে তা তাদের নিজস্ব বার্ষিক অনুষ্ঠানের মতো জাঁকজমকপূর্ণ নয়। এছাড়াও বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যালয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান করে থাকে। এই অনুষ্ঠানগুলোতে জৌলুস আছে, বৈভব আছে। সব সংস্থা, সব ক্লাব মিলে অনুষ্ঠান করলে তা অনেক বেশি প্রাণ পায়। এইসব বিচ্ছিন্ন অনুষ্ঠানের বাহুল্যে উত্তরের প্রান্তিক শহরগুলোতে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা আজ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে।

আসলে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে ঘিরে আয়োজিত কোনও অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র সংস্কৃতির চর্চাই হয় না। এর মাধ্যমে দুটি বিপরীত মেরুতে অবস্থিত জীবন দর্শনকে এবং তাদের কলমের ছোঁয়ায় ফুটে ওঠা চিন্তাভাবনাকে চেখে দেখার সুযোগ পায় শিশু-কিশোর-কিশোরীরা। যা তাদের আগামী জীবনকে মসৃণ করার পক্ষে অনেকটাই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

(লেখক দিনহাটার শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬৫

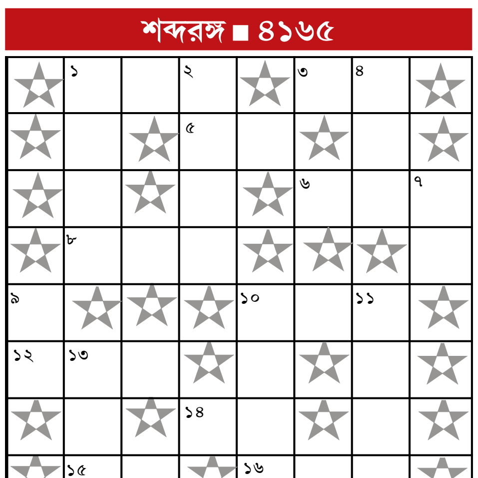

পাশাপাশি : ১। চলচ্চিত্র সম্পাদনার কৌশল ৩। ফুলের নীচের অংশ ৫। গাল অথবা পরিমাণে বেশি ৬। আম-কাঁঠালের গন্ধে মাতাল পতঙ্গ ৮। জন্ম থেকে থাকা শিশুর দেহে চিহ্ন ১০। বড় পুকুর বা জলাশয় ১২। হুড়োহুড়ি বা গেঁজে ওঠা ১৪। গান্ধিজিকে আমরা যেভাবে সম্বোধন করি ১৫। কাঁঠাল বা অপদার্থ ১৬। ডিম্বাকৃতি বল হাতে নিয়ে খেলা।

উপর-নীচ : ১। এঁর নামে বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ আছে ২। গুরুভার বস্তু ৪। রগচটা বা উগ্র মেজাজ ৭। কানে শুনতে পান না ৯। বৌদ্ধ পুরোহিত ১০। ভারতীয় একটি তারবাদ্য ১১। ওলাইচণ্ডীর অন্য নাম ১৩। সারা মাসের পারিশ্রমিক বা মাইনে।

সমাধান ■ ৪১৬৪

পাশাপাশি : ১। বচসা ৩। ববরুচি ৪। কিরানা ৫। বলবান ৭। মামা ১০। লঘু ১২। অমর্যাদা ১৪। রাখাল ১৫। অবসন্ন ১৬। কর্বুর।

উপর-নীচ : ১। বয়নামা ২। সাকিন ৩। বনাবস্তি ৬। বাদল ৮। মালুম ৯। উদারান্ন ১১। ঘুমঘোর ১৩। কীলক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পদ্মাপারে রবি ঠাকুরের কাছারিবাড়িতে তাণ্ডব

ব্যবস্থা নিন, মোদিকে আর্জি মমতার

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১২ জুন : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নতুন বাংলাদেশে ক্রমশ পথ হারাচ্ছে মুক্ত চিন্তা এবং উদার মানসিকতা। পালাবদলের পর প্রথমে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের ঐতিহ্যমণ্ডিত ধানমণ্ডির বাসভবন এবং কুষ্টিয়ায় লালন ফকিরের মাজারে তাণ্ডব চালিয়েছিল ধর্মোন্মাদ জনতা। এবার সেই ভিড়ের ক্ষোভ আছড়ে পড়ল সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক ভিটে কাছারিবাড়িতে। সামান্য মোটরসাইকেল পার্কিং করা নিয়ে বচসার জেরে উন্মত্ত জনতা মঙ্গলবার রবীন্দ্র কাছারিবাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়।

এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা করে বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কথা বলার জন্য বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, 'বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে ঐতিহাসিক স্থান, কবিগুরুর পৈতৃক ভিটেয় ভাঙচুরের ঘটনার কথা জানতে পেরে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এটা শুধু ভাঙচুর নয়। রবীন্দ্রনাথের বহু অসামান্য সৃষ্টি নেপথ্যে রয়েছে ওই বাড়িটি। তাই আমরা মনে করি, এই হামলা সেই সমস্ত সৃষ্টির ওপর আক্রমণ। বাংলার মানুষও তাই মনে করেন। এই আক্রমণ কবিগুরুর নিরন্তর সৃষ্টিকর্মের প্রতি অবমাননা।' মোদিকে মমতার আর্জি, 'প্রতিবেশী দেশে আমাদের ঐতিহ্যের প্রতি এমন হিংসাত্মক কাজের প্রতিবাদ জানিয়ে সেদেশের সরকারের সঙ্গে আপনি কথা বলুন। এভাবে যেন আর কোন ঐতিহাসিক স্থাপত্য, নিদর্শন ধ্বংস না হয়। এর জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিবাদ প্রয়োজন।' মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু দুই বাংলার নন, গোটা বিশ্বের গর্ব। তৃণমূলের তরফেও সমাজমাধ্যমে কাছারিবাড়িতে হামলার ঘটনার সমালোচনা করা হয়েছে।

কাছারিবাড়িতে হামলার ঘটনায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে 'নিন্দনীয়' ও 'হিংসাত্মক ' বলে জানিয়ে তাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি ও তাঁর উদারনৈতিক চেতনার প্রতি 'অসম্মান' বলেই আখ্যা দেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। তিনি বলেন, 'আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক ভিটেতে ঘটা এই ঘৃণ্য হামলার তীব্র নিন্দা করছি। এই হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড কবিগুরুর স্মৃতি ও তাঁর উদার-মানবিক আদর্শের প্রতি চরম অবমাননা।' ভারত সরকারের দাবি, এই হামলা কেবল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং সহিষ্ণুতা ও বহুত্ববাদের প্রতীক চিহ্নগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার এক বিপজ্জনক চেষ্টার অংশ। এদিন বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র এক সাংবাদিক বৈঠকে কড়া ভাষায় ইউনূস সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'আমরা আন্তর্জাতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছি না। কিন্তু এটা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাপার। তাই বিজেপি এই ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে দেখছে।'

বিজেপি যে বাংলা-বিরোধী নয়, ২০২৬ সালে বিধানসভা ভোটের আগে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কাছে সেই বার্তা দিতে এদিন রবীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে ধরেছে বিজেপি। সম্বিত বলেন, 'কাছারিবাড়িতে যে হামলা চালানো হয়েছে, তা পূর্বপরিকল্পিত। বাংলার সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মূলস্তম্ভ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক ভিটেয় হামলা চালিয়ে বিশ্বের কাছে একটি বিপজ্জনক বার্তা দিতে চায়। রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষ ছিলেন না। কোনও দেশের সীমায় তাঁকে বেঁধে রাখা যায় না। ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের স্রষ্টা ছিলেন তিনি। সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পেরেছি, কাছারিবাড়িতে হামলার নেপথ্যে জামাত-ই-ইসলামি এবং হেপাজতে ইসলামি রয়েছে।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও এক্স হ্যান্ডেলে বাংলাদেশের ঘটনার নিন্দা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন এই বিষয়ে মুখ খুলছেন না সেই নিয়ে প্রশ্নও তোলেন সম্বিত পাত্র।

১৮৪০ সালে রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ওই কাছারিবাড়ি কিনেছিলেন। এটি ছিল ঠাকুর পরিবারের রাজভবন ও জমিদারি অফিস। এখানেই বসবাসকালে কবিগুরু সৃষ্টি করেন অসংখ্য কালজয়ী সাহিত্যকর্ম,কবিতা, নাটক, সংগীত ও প্রবন্ধ। পরবর্তীকালে ওই বাড়িটি সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত করা হয়।

রবিবার মোটর সাইকেল পার্কিংয়ের ফি দেওয়া নিয়ে এক দর্শনার্থীর সঙ্গে বচসা বাধে সংগ্রহশালার কর্মচারীর। তাঁকে আটকে রেখে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয় বলে অভিযোগ। পরে স্থানীয় বিএনপি নেতারা তাঁকে উদ্ধার করেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দারা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। তারপর হঠাৎই একদল জনতা রবীন্দ্র কাছারিবাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে। অডিটোরিয়ামে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। সংস্থার ডিরেক্টরকেও মারধর করা হয়। আপাতত কাছারিবাড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

“

বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে ঐতিহাসিক স্থান, কবিগুরুর পৈতৃক ভিটেয় ভাঙচুরের ঘটনার কথা জানতে পেরে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এটা শুধু ভাঙচুর নয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

....

আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক ভিটেতে ঘটা এই ঘৃণ্য হামলার তীব্র নিন্দা করছি। এই হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড কবিগুরুর স্মৃতি ও তাঁর উদার-মানবিক আদর্শের প্রতি চরম অবমাননা।

রণধীর জয়সওয়াল

....

কাছারিবাড়িতে যে হামলা চালানো হয়েছে, তা পূর্বপরিকল্পিত। বাংলার সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মূলস্তম্ভ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক ভিটেয় হামলা চালিয়ে বিশ্বের কাছে একটি বিপজ্জনক বার্তা দিতে চায়।

সম্বিত পাত্র

ইউনূসের প্রেস সচিবকে তাড়া প্রবাসীদের

লন্ডন, ১২ জুন: লন্ডন সফরে গিয়ে প্রথম দিনে আওয়ামি লিগের সমর্থকদের বিক্ষোভের সামনে পড়েছিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহম্মদ ইউনূস। লন্ডনের ডরচেস্টার হোটেলে উঠেছেন ইউনূস। হোটেলের সামনে বিক্ষোভ দেখান আওয়ামি লিগের সমর্থকরা। মহম্মদ ইউনূস ও তাঁর প্রেস সেক্রেটারি শফিকুল আলমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা হয়। লন্ডনের রাজপথে কার্যত তাড়া করা হল ইউনূসের প্রেস সেক্রেটারি শফিকুল আলমকে। ব্রিটিশ পুলিশের নিরাপত্তার ঘেরাটোপের জেরে তিনি ওখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। বিক্ষোভকারীদের নজর এড়াতেই হোটেলের পিছনের দরজা দিয়ে তিনি বের হন। কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশি দেখতে পেয়ে তাঁর উদ্দেশে গালিগালাজ করতে থাকে এবং তার দিকে তেড়ে যায়। শেষমেশ ব্রিটিশ পুলিশের সাহায্যে ওখান থেকে পালাতে পারেন। বিক্ষোভের জেরে নির্ধারিত কর্মসূচিও বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ইউনূস।

পশ্চিম এশিয়া 'বিপজ্জনক' ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১২ জুন : ইরানকে কখনোই পরমাণু শক্তিধর হতে দেবে না আমেরিকা। ওয়াশিংটন চায়, ইরান তার পরমাণু কর্মসূচি একেবারেই সীমিত রাখুক। তেহরান নারাজ। সম্প্রতি দু'দেশের পরমাণু আলোচনা অচলাবস্থায় পৌঁছেছে। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্প সরকার পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মার্কিন দূতাবাসে কর্মরত নাগরিকদের মধ্যে অপরিহার্য নন এমন ব্যক্তিদের দেশে ফেরার নির্দেশ দিয়েছে। বাগদাদ দূতাবাসের সঙ্গে কুয়েত ও বাহরিনের দূতাবাসে আবশ্যক নন এমন কর্মীদের আমেরিকায় ফিরে আসতে হবে। তাহলে কি পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের মেঘ ঘনাচ্ছে?

বুধবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কেনেডি সেন্টারে বলেছেন, 'মার্কিন নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কারণ, ওই জায়গা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। আমরা দেখছি কী হয়। পর্যবেক্ষণ চলছে। আমরা আমাদের নাগরিকদের চলে আসার নোটিশ দিয়েছি।'

মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের বক্তব্য, মার্কিনদের নিরাপত্তার জন্য অপ্রয়োজনীয় কর্মীদের সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এজন্য তাঁদের কিছুই খরচ করতে হবে না। তাঁরা সরকারি খরচ ও সহায়তায় দেশে ফিরবেন।

রহস্যমৃত্যু ইনফ্লুয়েন্সারের

চণ্ডীগড়, ১২ জুন : পঞ্জাবে রহস্যজনক মৃত্যু হল এক জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারের। গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয় কাঞ্চন কুমারী ওরফে কমল কৌরের (২৭) পচা-গলা মৃতদেহ। ভাতিন্ডার আদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের পার্কিং লটে দাঁড় করানো একটি গাড়ি থেকে কমলের দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশের অনুমান, তাঁকে খুন করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ক্যাম্পাসে একটি গাড়ি থেকে দুর্গন্ধ বেরোতে দেখে সন্দেহ হয় তাঁদের। পুলিশ এসে গাড়ির পিছনের আসন থেকে কমলের দেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, কমলকে অন্য কোথাও শ্বাসরোধ করে খুনের পর মৃতদেহ সেখানে রেখে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে অন্তত ১২ ঘণ্টা আগে খুন করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। গাড়ির নম্বর প্লেটটিও ভুয়ো। তবে গাড়িটি কমলেরই বলে জানা গিয়েছে।

বিমান দুর্ঘটনায় শোকাতুর দেশ

আহমেদাবাদে দুর্ঘটনাস্থলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ডানদিকে দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধারে সেনাবাহিনী। সঙ্গে রয়েছেন স্থানীয় মানুষও।

নয়াদিল্লি, ১২ জুন : আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় শোকগ্রস্ত সারাদেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল, তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি প্রত্যেকেই এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি কীভাবে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল তা নিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব। বৃহস্পতিবার দুপুরে আহমেদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে লন্ডনের গ্যাটউইকের উদ্দেশ্যে ওড়ার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ১৭১ ড্রিমলাইনার উড়ানটি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে শোকবার্তায় লিখেছেন, আহমেদাবাদের ট্র্যাজেডি আমাদের সকলকে হতচকিত এবং দুঃখিত করেছে। এই হৃদয়বিদারক ঘটনা শব্দে প্রকাশ করা যায় না। এই দুঃখের সময় প্রতিটি শোকাতুর পরিবারের সঙ্গে আমার সমবেদনা রয়েছে।' উদ্ধারকাজে যাঁরা হাত লাগিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর নিরন্তর যোগাযোগ রয়েছে বলেও জানিয়েছেন মোদি।

মর্মাহত মোদি-মমতা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিমান দুর্ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত বলে জানিয়েছেন। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, আহমেদাবাদে আজ এয়ার ইন্ডিয়া বিমানের দুর্ঘটনার খবর জানতে পেরে আমি একইসঙ্গে শোকাহত এবং স্তম্ভিত। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। দুর্ঘটনাগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে আছি। তাঁদের সমবেদনা জানাচ্ছি।' মমতা লিখেছেন, 'দুর্ঘটনার খবরে আমার অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে গিয়েছে। এই মুহূর্তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।' তবে শোকপ্রকাশ করতে গিয়ে কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা নিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়া বিমানের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রয়েছে। এর কারণ জানতে সরকারের উচিত পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের প্রয়োজন।' কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবরাও দুর্ঘটনার কারণ জানতে চেয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন।

অপরদিকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি কংগ্রেসকর্মীদের উদ্ধারকাজে হাত লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়া বিমান দুর্ঘটনা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। ওই বিমানের যাত্রী ও ক্রু সদস্যদের পরিবারের যন্ত্রণা এবং হতাশা কল্পনা করা যায় না। এই কঠিন সময়ে তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমার সমবেদনা রয়েছে। প্রশাসনের তরফে দ্রুতগতিতে উদ্ধারকার্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-প্রতিটি জীবন, প্রতিটা সেকেন্ড এখানে দামী।'

শোকপ্রকাশ করেছেন সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধিও। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলও শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি আমার আধিকারিকদের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ এবং আহত যাত্রীদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে বলেছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। সবরকমের সহযোগিতা করবেন উনি আশ্বাস দিয়েছেন।'

বাড়ি ফেরার স্বপ্ন অধরা রঞ্জিতার

কেরলের রঞ্জিতার মতো চিরকালের জন্য হারিয়ে গিয়েছেন মণিপুরের কেবিন ক্রু এনগোনথাই। তাঁর গ্রামে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মা।

আহমেদাবাদ, ১২ জুন : স্বামী, দুই সন্তান ও মাকে নিয়ে সংসার রঞ্জিতা গোপাকুমারনের। কেরলের পাথানমথিত্তা জেলার পুল্লাড় গ্রামে বাড়ি। নার্সের চাকরি করতেন ব্রিটেনে। বুধবার কেরল থেকে ট্রেনে কোচি যান। সেখান থেকে বিমানে আহমেদাবাদ। বৃহস্পতিবার ওঠেন লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার ৭৮৭ বিমানে। সব হল। কিন্তু কর্মস্থলে তাঁর আর যাওয়া হল না। ফেরাও হবে না আর বাড়িতে। পাথানমথিত্তা জেলা শাসক রঞ্জিতার মৃত্যু নিশ্চিত করেছেন।

রঞ্জিতার ইচ্ছা ছিল ব্রিটেনে কনট্রাক্টের চাকরি শেষ হয়ে গেলেই কেরলে ফিরে রাজ্য সরকারের হাসপাতালে কাজ করবেন। নতুন বাড়িতে সংসার সাজাবেন। হল না। দুর্ঘটনায় ৪২-এ শেষ হয়ে গেলেন।

পঞ্চায়েত সদস্য জনসন টমাস জানিয়েছেন, রঞ্জিতা মাত্র তিনদিনের ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন। বাড়ি কেমন হচ্ছে তা দেখার জন্য। নির্মাণকাজ খুঁটিয়ে দেখেছেন। বাড়ি সাজানোর পরিকল্পনা ছিল। বাড়ি নিয়ে কী উৎসাহ। কিন্তু সেই বাড়িতে বাস করা আর হল না রঞ্জিতার। আট বছর ওমানে কাজ করার পর ব্রিটেনে গিয়েছিলেন গত বছর। রঞ্জিতার স্বামী বিনেশ একসময়ে ওমানে ছিলেন। তিনি এখন কেরলে। দুই ছেলেমেয়ে ঋতিকা ও ইন্দুচুন্দন আর মাকে ফিরে পাবে না।

বিশ্বনেতাদের প্রতিক্রিয়া

কিয়ের স্টারমার, প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেন : বিধ্বংসী ঘটনা। এই দুঃসময়ে যাত্রী ও তাঁদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। ভারত সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্রিটেন যোগাযোগ রেখে চলেছে। জরুরি পরিষেবা দানকারীদের কাজের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রইল।

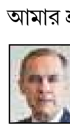

মার্ক কার্নি, প্রধানমন্ত্রী কানাডা : লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় আমি শোকাহত। ২৪২ জন যাত্রীর মধ্যে একজন কানাডিয়ান ছিলেন। বিমানে থাকা সকলের প্রিয়জনের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।

ভ্লাদিমির পুতিন, প্রেসিডেন্ট রাশিয়া : আহমেদাবাদে যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনায় গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। হতাহতদের পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের প্রতি রইল আন্তরিক সহানুভূতি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

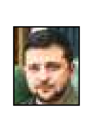

ভোলোদোমির জেলেনস্কি, প্রেসিডেন্ট ইউক্রেন : ভারতে যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ভারতের জনগণের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। ভারত, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, কানাডা ও পর্তুগালের নিহতদের আত্মীয়স্বজনের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। এই মর্মান্তিক দিনে আমরা আপনাদের শোক ও দুঃখ ভাগ করে নিচ্ছি। প্রাণ বাঁচানোর জন্য জানাচ্ছি প্রার্থনা ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

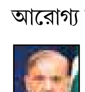

শাহবাজ শরিফ, প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তান : এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় শোকাহত। সমবেদনা জানাই নিহতদের পরিবারের প্রতি।

নওয়াজ শরিফ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তান: বিমান দুর্ঘটনায় শোকাহত। .প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ভারতের জনগণের প্রতি আমার সমবেদনা জানাচ্ছি।

ভারতে নারী-পুরুষ সমতার চিত্র হতাশাজনক

১৪৬ দেশের মধ্যে ভারত ১৩১

গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০২৫

- গত বছরের তুলনায় ভারত দু'ধাপ নেমেছে
- দারুণ উন্নতি ঘটিয়েছে বাংলাদেশ, ৭৫ ধাপ উঠে তালিকায় ২৪ নম্বরে তারা
- আইসল্যান্ড এই নিয়ে টানা ১৬ বছর শীর্ষে। এরপরের চারটি স্থান ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, ব্রিটেন ও নিউজিল্যান্ডের
- নেপাল ১২৫, ভুটান ১১৯, শ্রীলঙ্কা ১৩০, মালদ্বীপ ১৩৮ এবং পাকিস্তান সর্বনিম্ন স্থানে

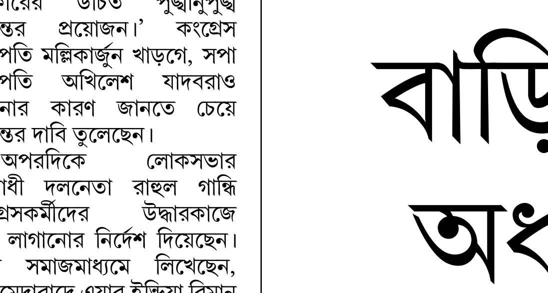

জেনেভা, ১২ জুন : বেশ কয়েক বছর আগে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'-এর ডাক দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি। তাতে যে দেশে লিঙ্গবৈষম্য বিশেষ কমেনি, তা ফের ধরা পড়ল আন্তর্জাতিক সমীক্ষায়। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) প্রকাশিত 'গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০২৫'-এ ভারত ১৪৬টি দেশের মধ্যে ১৩১তম স্থানে রয়েছে। গত বছরের তুলনায় মোদির ভারত দু'ধাপ নীচে নেমে গিয়েছে। অর্থাৎ, নারী-পুরুষ সমতার দিক থেকে এদেশে উন্নতির পরিবর্তে কিছুটা অবনতিই হয়েছে, বলতে হবে।

প্রতিবেদনে চারটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগ, শিক্ষাগত অগ্রগতি, স্বাস্থ্য ও জীবিত থাকার সম্ভাবনা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। এর ভিত্তিতে ভারতের সমগ্র সমতা স্কোর ৬৪.১ শতাংশ, যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে অন্যতম খারাপ। তবে কিছু ক্ষেত্রে সামান্য উন্নতিও হয়েছে।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ভারত অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে কিছুটা এগিয়েছে। স্কোর ০.৯ শতাংশ বেড়ে ৪০.৭ শতাংশ হয়েছে। পুরুষ-নারীর আয়ের মধ্যে সমতা সামান্য বেড়ে ২৮.৬ শতাংশ থেকে ২৯.৯ শতাংশ হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের স্কোর ৯৭.১ শতাংশ। এটাকে বেশ ইতিবাচক বলে মনে করছেন সমীক্ষকরা। তাঁদের মতে, নারী শিক্ষার হার ও উচ্চশিক্ষায় ভর্তির হারে উন্নতির ফলেই এই অর্জন।

লিঙ্গ অনুপাতে শিশুজন্ম ও স্বাস্থ্যকর জীবনের প্রত্যাশিত সময়—এই দু'টি সূচকে কিছু উন্নতির কারণে স্বাস্থ্য ও জীবনের সম্ভাব্যতা সূচকে ভারত কিছুটা এগিয়েছে। তবে ভারতে গড় আয়ু কমেছে, যা উদ্বেগের বিষয় বলে মনে করা হচ্ছে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হল, রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ভারতের পতন। সংসদে মহিলাদের উপস্থিতি ১৪.৭ শতাংশ থেকে কমে ১৩.৮ শতাংশ হয়েছে। মন্ত্রীসভায় মহিলা সদস্যের হার কমে হয়েছে ৫.৬ শতাংশ। যেখানে ২০১৯ সালে এই হার ছিল ৩০ শতাংশ।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের কথা ধরলে দেখা যাচ্ছে যে, এই অঞ্চলে বাংলাদেশ সবচেয়ে ভালো ফল করেছে। যাবতীয় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও তারা এক লাফে ৭৫ ধাপ এগিয়ে এখন ২৪তম স্থান পেয়েছে। তালিকায় নেপাল ১২৫, ভুটান ১১৯, শ্রীলঙ্কা ১৩০, মালদ্বীপ ১৩৮ এবং পাকিস্তান সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে লিঙ্গবৈষম্য কমে এখন ৬৮.৮ শতাংশ সমতা অর্জিত হয়েছে। অর্থাৎ, পুরুষ ও নারীর মধ্যে সাম্য (সমান অধিকার, সুযোগ ইত্যাদি) অনেকটাই বেড়েছে। এটা করোনা মহামারির পর সবচেয়ে বড় অগ্রগতি। তবে রিপোর্ট এটাও বলেছে, যদি এই অগ্রগতির হার একইরকম থাকে, তাহলে পুরোপুরি লিঙ্গ সমতা অর্জন করতে এখনও অন্তত ১২৩ বছর সময় লাগবে!

বৃহস্পতিবার ডব্লিউইএফ-এর প্রকাশিত রিপোর্টে লিঙ্গ সমতা সূচকের ভিত্তিতে আইসল্যান্ড এই নিয়ে টানা ১৬ বছর শীর্ষে। এরপরের চারটি স্থান ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, ব্রিটেন ও নিউজিল্যান্ডের।

ফের ধস শেয়ার বাজারে

মুম্বই, ১২ জুন : ফের ধাক্কা খেল ভারতীয় শেয়ার বাজার। বৃহস্পতিবার বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ৮২৩.১৬ (১ শতাংশ) পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ৮১৬৯১.৯৮ পয়েন্টে। একইভাবে নিফটি ২৫৩.২ (১.০১ শতাংশ) পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ২৪৮৮৮.২০ পয়েন্টে। একদিনে লগ্নিকারীরা খুইয়েছেন প্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকা।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, শেয়ার বাজারের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে আমেরিকা-ইরান চুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা, আমেরিকা-চিন শুল্ক চুক্তির প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতা, বিশ্বের জিডিপি বৃদ্ধির হার কমার পূর্বাভাস, শুল্ক নিয়ে লড়াইতে আমেরিকায় সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা ক্ষীণ হওয়া ইত্যাদি। এর পাশাপাশি ভারতীয় শেয়ার বাজারে বিভিন্ন সংস্থার শেয়ারের চড়া দামও এদিন শেয়ার বিক্রিতে ইন্ধন জুগিয়েছে। বৃহস্পতিবার দেশি এবং বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি তাই শেয়ার বিক্রি করে মুনাফা ঘরে তুলেছে। যার প্রভাবে ধরাশায়ী হয়েছে শেয়ার বাজার।

মহিলাদের আসন সংরক্ষণ

নয়াদিল্লি, ১২ জুন : মহিলা ভোটব্যাংকই পাখির চোখ মোদি সরকারের। পহলগামে জঙ্গি হামলার জবাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অপারেশন সিঁদুর অভিযানের নামকরণের মাধ্যমে মহিলা ভোটারদের মন পাওয়ার ছক স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এবার সেই লক্ষ্যে এগিয়ে ২০২৯ সালের লোকসভা ভোটের আগেই লোকসভা, বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত কার্যকর করে ফেলতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার।

২০২৩ সালে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম পাশ করিয়েছিল মোদি সরকার। কিন্তু কবে নাগাদ তা কার্যকর করা হবে তা স্পষ্ট ছিল না। তবে একথা বলা ছিল যে, আইন তৈরির পর প্রথম জনগণনার ভিত্তিতে যে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে, তারপরই মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হবে।

কেন্দ্রের একটি সূত্র বলেছে, জনগণনার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে। তারপরই অন্যান্য পদক্ষেপ করা হবে। ২০২৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে গেলে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতেই হবে।

ওঠার সময়ই হেলে পড়েছে বিমান

মাটিতে পড়ার পরই বিস্ফোরণ

ধোঁয়া, শুধু ধোঁয়া

ছাদে আটকে বিমানের অংশ

আকাশে এক আগুন পাখি

বিকট শব্দ ও ধোঁয়ার পর শুধুই ধ্বংসস্তূপ

সামনে পড়ে অভিশপ্ত বিমানের চাকা। পিছনে জ্বলছে ডাক্তারি পড়ুয়াদের হস্টেল। আহমেদাবাদে বৃহস্পতিবার।

আহমেদাবাদ, ১২ জুন : 'উঃ! কী বিকট কানফাটানো আওয়াজ। তারপরই ভূমিকম্প। মাটি থরথর করে কাঁপছে।'

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ভেঙে পড়ার সময়টা যেন কিছুতেই ভুলতে পারছেন না বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। আতঙ্কভরা গলায় তাঁরা জানিয়েছেন, 'আমরা বাড়ির ভিতরেই ছিলাম। এরপর বাইরে ছুটে গিয়ে দেখি, চারদিকে মৃতদেহ ছড়ানো। কালো ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে গোটা আকাশ। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে বিমানের ধ্বংসাবশেষ ।'

বৃহস্পতিবার দুপুরে আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে উড়েই লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান (বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার ফ্লাইট নম্বর এআই১৭১) ভেঙে পড়ে কাছের একটি চিকিৎসকদের হস্টেলের ওপর। বিমানটিতে মোট ২৪২ জন যাত্রী ও কর্মী ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, দুর্ঘটনার সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। আগুনের গোলার মতো আছড়ে পড়ে বিমানটি। সর্বত্র কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়।

এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, 'আমি তখন বাড়িতে ছিলাম। হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে মনে হল ভূমিকম্প হয়েছে। বাইরে বেরিয়ে দেখি ঘন ধোঁয়া। ছুটে এসে দেখি মাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিমানের টুকরো আর মৃতদেহ।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের বয়ান এবং সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজ থেকে জানা যাচ্ছে, লোকালয়ের মধ্যে বিমান ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাতে আগুন ধরে যায়। মাটিতে আছড়ে পড়ার পর দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে বিমানটি। আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। যানজটের সৃষ্টি হয় রাস্তায়। গলগল করে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় কালো ধোঁয়া।

ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার পর অকুস্থলের যে ছবি প্রকাশ্যে এসেছে তাতে ধরা পড়েছে বিমানটি আছড়ে পড়ার পর তা একটি বহুতলের ওপর আটকে যায়। বিমানের সামনের অংশটি আটকে যায় বহুতলে। বহুতলটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে দেওয়ালগুলি।

উড়তে শুরু করার পর হঠাৎই বিমানটি বাঁ দিকে বাঁকতে শুরু করে। ওপরে ওঠার পরিবর্তে তা নামতে শুরু করে নীচের দিকে। পর মুহূর্তেই তা ভেঙে পড়ে। আগুনের গোলা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। এরপরেই সেটির পিছনের দিকটি নীচের দিকে নেমে গিয়ে বিমানবন্দর চত্বরের ভিতরে

আগুন নেভাতে ব্যস্ত দমকলকর্মীরা।

'জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেন্টার' নামের একটি বহুতলের ওপর ভেঙে পড়ে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। একযোগে উদ্ধারকাজে হাত লাগায় আহমেদাবাদের পুলিশ, দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর।

বিবিসির সাংবাদিক রক্সি গাড্ডেকার জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর দমকল ও প্রশাসনের লোকজনের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন, যদি একজনকেও বাঁচানো যায়। রক্সির কথায় 'যে জায়গাটায় উদ্ধার তৎপরতা চলছে, সেটি বিমানবন্দরের খুব কাছে। চারিদিকে শুধুই অ্যাম্বুল্যান্সের সাইরেন বাজছে। সব রাস্তা বন্ধ। আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত দমকলকর্মীরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই হতাহতদের উদ্ধার করে অ্যাম্বুল্যান্সে তোলা হয়।'

সিট নম্বর ১১এ

অবিশ্বাস্য বাঁচলেন বিশ্বাস কুমার

আহমেদাবাদ, ১২ জুন : এ যেন সত্যিই মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরে আসার একটি রূপকথা। কথায় বলে রাখে হরি, মারে কে। কিন্তু বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা সত্ত্বেও বিশ্বাসকুমার রমেশ নামে এক বিমানযাত্রী যেভাবে মৃত্যুকে হার মানিয়েছেন তা দেখে নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না উদ্ধারকারীরা। দুর্ঘটনার পরই আহমেদাবাদ পুলিশের তরফে জানানো হয়, এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে থাকা কোনও যাত্রীই আর বেঁচে নেই। কিন্তু ওই ঘোষণার কিছুক্ষণ পরই পুলিশ কমিশনার জিএস মালিক বলেন, 'বিমানের ১১এ আসনে থাকা একজন যাত্রী জীবিত আছেন।'

ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, পরনে সাদা টিশার্ট এবং ডার্ক ট্রাউজার্স এক যাত্রী হেঁটে যাচ্ছেন। তবে হাঁটার সময় তিনি খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। তাঁর পরনের পোশাক লেগে ছিল রক্তের দাগ। ৪০ বছরের বিশ্বাস কুমার রমেশ ব্রিটিশ ভারতীয়। ভাইয়ের সঙ্গে ব্রিটেনে ফিরছিলেন তিনি। রমেশ বেঁচে গেলেও তাঁর দাদার খোঁজ মিলছে না। রমেশ জানিয়েছেন, তাঁর দাদা এবং তাঁর বসার আসন আলাদা জায়গায় পড়েছিল। বর্তমানে রমেশ আহমেদাবাদের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর বুক, চোখ ও পায়ে আঘাত লেগেছে। ক্যামেরার সামনে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'ওড়ার ৩০ সেকেন্ড পর তীব্র শব্দ শুনতে পেলাম। আছড়ে পড়ল বিমানটি। সবকিছু দ্রুত ঘটে গেল। উঠে দেখলাম, চারদিকে মৃতদেহের অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। পড়েছিল বিমানের ধ্বংসাবশেষ। কেউ আমাকে টেনে ধরে অ্যাম্বুল্যান্সের দিকে নিয়ে গেল। তাঁরাই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।'

যাত্রী-জ্বালানির ভার, নাকি যান্ত্রিক ত্রুটি

আহমেদাবাদ, ১২ জুন : দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানে শেষ মুহূর্তে ককপিটে কী ঘটেছিল, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত থেকে কিছু তথ্য উঠে এসেছে।

দুর্ঘটনা ঘটে খুবই কম উচ্চতায়, মাত্র ৬২৫ ফুটে। বিমানটি স্বাভাবিকভাবে উড়তে পারছিল না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হয়তো বিমানের টেক-অফের সময় পর্যাপ্ত 'লিফট' বা 'ওড়ার শক্তি' তৈরি হয়নি। বিমানটি আকাশে আরও ওপরে ওঠার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু তখনই পাইলটরা একটি 'মে ডে' (জরুরি বিপদসংকেত) কল পাঠান। কিন্তু এরপর আর তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি এটিসির পক্ষে।

বিমান চলাচল বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় লাজারের মতে, এই দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ হতে পারে একসঙ্গে অনেক পাখির ধাক্কা অথবা ভুল টেক-অফ সেটিং। যদিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কোনও ভিডিওতেই পাখির ঝাঁকের দেখা মেলেনি।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বিমানের ইঞ্জিন ঠিকঠাক ঠেলা (থ্রাস্ট) দিতে পারছিল না। টেক-অফের সময়ও বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ার নামানো অবস্থায় ছিল, যা ওড়ার মুহূর্তে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বিমানটি উড়েছিল বিপুল পরিমাণ জ্বালানি এবং ২৪২ জন যাত্রী নিয়ে। সেই কারণে বিমানটি ভারী হয়ে গিয়েছিল। এটাও দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গিয়েছে, ওড়ার পর সর্বোচ্চ ৬২৫ ফুট উচ্চতায় উঠেছিল বিমানটি। এরপরই বিমানটি প্রতি মিনিটে ৪৭৫ ফুট গতিতে নীচে নামতে শুরু করে। ৬২৫ ফুট উচ্চতায় সম্পূর্ণ ইলেকট্রিকাল ব্যর্থতা দেখা দেয়।

সিট নম্বর ২ডি

প্রাণ হারালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

আহমেদাবাদ, ১২ জুন : এয়ার ইন্ডিয়ার অভিশপ্ত ড্রিমলাইনার দুর্ঘটনায় বৃহস্পতিবার মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানির। আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনগামী ওই বিমানে ছিলেন তিনি। রূপানির সচিবালয় থেকে জানানো হয়েছে, তাঁর স্ত্রী অঞ্জলি রূপানি লন্ডনে রয়েছেন। তাঁকে আনতেই যাচ্ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। লন্ডনগামী বিমানের যাত্রী তালিকা থেকে জানা গিয়েছে, বিজয় রামনিকলাল রূপানি ওই ড্রিমলাইনার বিমানের ১২ নম্বর যাত্রী ছিলেন। তিনি বিজনেস ক্লাসের আওতায় জেড ক্লাসের টিকিট কেটেছিলেন নিজের জন্য।

দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই রাজকোটে বিজয় রূপানির পরিবার-প্রতিবেশীদের মধ্যে উদ্বেগের ছায়া নেমে আসে। কিরণ নামে এক মহিলা বলেন, 'আমরা ওঁর পাশের বাড়িতে থাকি। ১৯৮৮ সাল থেকে আমরা প্রতিবেশী। আমার স্বামী ওঁদের পারিবারিক চিকিৎসক। আজ যা হল তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।' ২০১৬ থেকে ২০২১ পর্যন্ত দু-দফায় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিজয় রূপানি। ২০২২ সালের বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে ২০২১ সালে তিনি পদত্যাগ করেন। এবিভিপি-র হাত ধরে রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর। দীর্ঘ সময় আরএসএসের প্রচারকও ছিলেন। রাজ্যসভার সাংসদও হয়েছিলেন তিনি।

'মে ডে' কল করেও লাভ হয়নি

'মে ডে' কল কী

☞ 'মে ডে' হল আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি বিপদসংকেত, যা বিমান বা জাহাজ প্রাণঘাতী কোনও বিপদে পড়লে ব্যবহার করা হয়। এটি মূলত ফরাসি শব্দ 'মেইডার' (m'aider) থেকে এসেছে, যার অর্থ 'আমাকে সাহায্য করুন'।

☞ ১৯২০ সালের দিকে এই বিপদসংকেত প্রথম চালু হয়। বর্তমানে বিশ্বের সব জায়গায় একমাত্র স্বীকৃত বিপদসংকেত হিসাবে ব্যবহৃত হয় এই শব্দবন্ধ। একটি 'মে ডে' কলে তিনবার শব্দটা উচ্চারণ করা হয়। যাতে রেডিওতে শব্দ খারাপ থাকলেও স্পষ্ট বোঝা যায়।

☞ বিমান বা জাহাজের চালক যখন বুঝতে পারেন যে বিপদ এতটাই গুরুতর যে যাত্রীরা এবং যানটি ধ্বংসের মুখে, তখন তিনি এই সংকেত পাঠান। বিপদের মধ্যে থাকতে পারে ইঞ্জিন বিকল হওয়া, বিমানে আগুন লাগা, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা বা যে কোনও বড় বিপদ যা প্রাণহানির আশঙ্কা।

☞ বিমান চলাকালীন এই সংকেত পাইলট রেডিও যোগাযোগের মাধ্যমে এটিসি'কে দেন। কিছু ক্ষেত্রে কাছাকাছি থাকা অন্য কোনও বিমানও এই সংকেত রিলে করতে পারে। সেই বার্তা পাওয়ার পরই এটিসি এবং জরুরি পরিষেবা দলগুলি উদ্ধারকাজ শুরু করে।

আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে দেখা যাচ্ছে ধ্বংস হওয়া বিমানের ধোঁয়া।

আতঙ্কের নাম বোয়িং

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ জুন : একসময় যার নাম ছিল ভবিষ্যতের প্রতীক, আজ সেই বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনারই আতঙ্কের নাম হয়ে উঠছে। হালকা কাঠামো, দূরপাল্লার উড়ান এবং উন্নত প্রযুক্তির জন্য যাত্রা শুরু করেছিল 'ড্রিমলাইনার' নামে পরিচিত এই বিমান। কিন্তু বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদে ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর সেই 'স্বপ্নের বিমান' আজ বিশ্বের সামনে এক দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আহমেদাবাদের এই ঘটনায় ভারতের পাশাপাশি গোটা বিশ্বেই বোয়িং-এর নিরাপত্তা প্রশ্নচিহ্নের মুখে।

দুর্ঘটনার ঠিক কয়েক সপ্তাহ আগে মার্কিন মুলুকের বিচার দপ্তরের সঙ্গে বোয়িং একটি চুক্তি করেছিল। যার আওতায় ২০১৮ ও ২০১৯ সালে দু'টি ৭৩৭ ম্যাক্স বিমান দুর্ঘটনার (মোট ৩৪৬ জনের মৃত্যু) জন্য সংস্থাটিকে ফৌজদারি অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। তবে তার বিনিময়ে সংস্থাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে তারা নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে বিভ্রান্ত করেছে। এর জন্য তাদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা, তৈরি করতে হবে ক্ষতিপূরণ তহবিল এবং উন্নত করতে হবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

২০২৫ সালকে 'পুনরুদ্ধারের বছর' হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন বোয়িং-এর সিইও কেলি ওর্টবার্গ। কোম্পানির আর্থিক রিপোর্ট ভালো হওয়ায় একসময় আশার আলো দেখা দিয়েছিল বিনিয়োগকারীদের কাছে। তবে বৃহস্পতিবারের এই দুর্ঘটনার পরে মার্কিন প্রি-মার্কেট ট্রেডিং-এ কোম্পানির শেয়ার ৮ শতাংশ পর্যন্ত পড়ে যায়। তবে ২০২৫-এ এটি ছিল বোয়িং ৭৮৭ মডেলের ষষ্ঠ দুর্ঘটনা। এর আগে লাগোস (ইউএ ৬১৩), মে মাসে আইভরি কোস্টের উপর মাঝআকাশে সমস্যা, তড়িঘড়ি অবতরণ। ৬ জন যাত্রী আহত। মস্কো, সেপ্টেম্বর ২০২৪, দিল্লি-বার্মিংহাম ফ্লাইটে কারিগরি সমস্যার কারণে সতর্কতা অবতরণ। সাইবেরিয়া, জুলাই ২০২৪, দিল্লি-সান ফ্রান্সিসকো ফ্লাইটে কার্গো হোল্ডে সমস্যা—সতর্কতামূলক অবতরণ। নিউজিল্যান্ডগামী লতাম ফ্লাইট, মে ২০২৪, মাঝআকাশে আকস্মিক পতন, ৫০-এরও বেশি যাত্রী আহত। প্রশ্ন উঠেছে, বিমান নির্মাণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও গুণগত মান কি ব্যবসায়িক স্বার্থের নীচে চাপা পড়ছে?

পাইলট উড়েছিলেন ৮,২০০ ঘণ্টা

আহমেদাবাদ, ১২ জুন : গুজরাটের আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের গ্যাটউইকগামী এয়ার ইন্ডিয়ার দুর্ঘটনাগ্রস্ত যাত্রীবিমান ৭৮৭-এর দুই পাইলটই দারুণ অভিজ্ঞ ছিলেন। ক্যাপ্টেন সুমিত সাভারওয়াল ও সহকারী চালক ক্লাইভ কুন্দরের বিমান চালানোর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা রোধ করতে পারলেন না তাঁরা। অসামরিক বিমান পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (ডিজিসিএ)-র একটি সূত্র জানিয়েছে, পাইলট সাভারওয়াল দারুণ অভিজ্ঞ। তাঁর ৮,২০০ ঘণ্টা বিমান ওড়ানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। সহকারী পাইলট ক্লাইভ কুন্দরের বিমান ওড়ানোর অভিজ্ঞতা ছিল ১,১০০ ঘণ্টা। দুই বিমানচালকের বিমান চালানোর সম্মিলিত অভিজ্ঞতা প্রায় ১০ হাজার ঘণ্টার কাছাকাছি। তবুও দুর্ঘটনা এড়ানো গেল না। শেষ মুহূর্তে অসম্ভব কিছু করে দেখাতে পারলেন না তাঁরা।

পরিবারপিছু এক কোটি দেবে টাটা

নয়াদিল্লি, ১২ জুন : এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী বিমান ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, 'এই পরিস্থিতিতে আমাদের দুঃখ বোঝানোর মতো পর্যাপ্ত শব্দ নেই।' চন্দ্রশেখরন জানিয়েছেন, 'যাঁরা এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারপিছু ১ কোটি টাকা করে দেবে টাটা গোষ্ঠী। যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের চিকিৎসার খরচও বহন করবে টাটা গোষ্ঠী। যে মেডিকেল হস্টেলের ওপর এয়ার ইন্ডিয়ার অভিশপ্ত বিমানটি ভেঙে পড়েছিল সেই বিজে মেডিকেল হস্টেলটি পুনর্নির্মাণেও টাটারা হাত লাগাবে।'

বিমানযাত্রীদের বের করে আনার কাজ চলছে। ডাক্তারি পড়ুয়াদের হস্টেলের সামনে। আহমেদাবাদে।

ডাক্তারি পড়ুয়াদের হস্টেলে বিমান, মৃত ৫

আহমেদাবাদ, ১২ জুন : শিরে বজ্রাঘাত। মাথার ওপর জ্বলন্ত বিমান ভেঙে পড়ে বিধ্বস্ত হল মেডিকেল কলেজের হস্টেল। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৫ জনের। তাঁরা প্রত্যেকেই হস্টেলের আবাসিক পড়ুয়া চিকিৎসক। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন চারজন এমবিবিএস ছাত্র ও একজন পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট আবাসিক পড়ুয়া। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও কয়েকজন। হাসপাতালেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে। জানা গিয়েছে, হস্টেলে ৫০ জন আবাসিক ছিলেন।

হস্টেলের মেস-এ, যেখানে আবাসিকরা খাবার খান, সেখানে বিমানটি ভেঙে পড়ে। ঘটনাস্থল থেকে যে ছবি পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, বহু বেঞ্চ ভেঙে পড়ে আছে। টেবিলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে থালাভর্তি অভুক্ত খাবার এবং জলের গ্লাস। দুর্ঘটনার সময় পড়ুয়ারা যে মধ্যাহ্নভোজ সারছিলেন, সেটা স্পষ্ট। মেস পুরো তছনছ হয়ে গিয়েছে। ভেঙে গিয়েছে মেস-এর দেওয়াল, স্তম্ভ ও ছাদের নানা অংশ।

ঘটনার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী চিকিৎসক শ্যাম গোবিন্দ জানিয়েছেন, 'আমি এবং আমার জুনিয়ার চিকিৎসক আহত হয়েছি। ৩০ থেকে ৪০ জন ছাত্রছাত্রীও আঘাত পেয়েছেন। এর মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।'

ওই হস্টেল থেকে এমবিবিএস-এর তৃতীয় বর্ষের এক পড়ুয়া জানিয়েছেন, ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও বাকরুদ্ধ। বিভীষিকার রেশ যেন কাটতেই চাইছে না তাঁর। কোনওক্রমে তিনি শুধু বলেন, হস্টেলের অনেকেই হতাহত। তাঁদের সাধ্যমতো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালের পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের দ্বিতীয় বর্ষের রেসিডেন্ট শিক্ষার্থী চিকিৎসক কেউর প্রজাপতি বলেছেন, সুপার স্পেশালিটি ডাক্তারদের কোয়ার্টার থেকে প্রথমে আমি বের করে আনি এক তরুণীকে। তাঁর সারা শরীরে গুরুতরভাবে পুড়ে গিয়েছে। আমরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে অ্যাম্বুল্যান্সেই তিনি মারা যান।

আবাসিক চিকিৎসপক আয়ুষ বললেন, আমাদের বন্ধু ও জুনিয়াররা গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

পিজি শিক্ষার্থী-ডাক্তার ধ্রুবিত বলেছেন, সিভিল হাসপাতালের কাছে একাধিক হস্টেল রয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটে দুপুরের খাওয়ার সময়। সেই সময় মেসের ভিতর ১৫০ থেকে ২০০ জন ছিলেন। মেসকর্মীদের সঙ্গে বহু রেসিডেন্ট ডাক্তারও ছিলেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বহু মেসকর্মী আহত হয়েছেন।

গরমের দিনে আচার বিচার

গরম পড়তেই আচার ছাড়া দুপুরের খাবারই এখন যেন মুখে ওঠে না। একসময় এই আচার তৈরি হত ঘরে ঘরে। দিদা, ঠাকুমাদের একপ্রকার শখই ছিল আচার তৈরি করা। একসঙ্গে অনেকটা আচার তৈরি করে পাঠানো হত আত্মীয়দের। নিজেদেরটা আলাদা করে তুলে রাখা হত কাচের বয়েমে, এখন অবশ্য দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বাজারের কেনা আচারই ভরসা, আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

জিভ গড়িয়ে জল

অলস দুপুর আর একবাটি আচার। এমন যুগলবন্দির নাম শুনলেই জিভ গড়িয়ে জল নেমে আসবে এটাই স্বাভাবিক। তবে আচারের যুগলবন্দি ডালে, ভাতে, রুটিতে, পরোটায় সবের সঙ্গেই যায় সমানভাবে। দোকান থেকে কেনা আম, লেবু, লংকা, জলপাই, চালতা, আমড়া, গাজর, কুল, তেঁতুল, মিশালি সহ আরও কত কিছুরই না আচার রয়েছে বৈশাখী, জয়ন্তী, শ্রীমা, তুলিকাদের রান্নাঘরে। গরম পড়তেই যেন আচার ছাড়া খাওয়াই তাদের দায়।

কাচের বয়েম

একসময় এই আচার তৈরি হত ঘরে ঘরে। দিদা, ঠাকুমাদের একপ্রকার শখই ছিল আচার তৈরি করা। একসঙ্গে অনেকটা আচার তৈরি করে পাঠানো হত আত্মীয়দের ঘরে। নিজেদেরটা আলাদা করে তুলে রাখা হত কাচের বয়েমে। কেউ কেউ স্টিল বা প্লাস্টিকের বয়েমেও তুলে রাখতেন। বহুদিন পর্যন্ত সেই আচার একেবারে ঠিক থেকে যেত বয়ামের মধ্যে। মাঝেমধ্যে রোদে রেখে দিলে মাসের পর মাস নির্ঝঞ্ঝাটে ওই আচার খেয়েই দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যেত।

একটু চেখে দেখা

বাড়িতে কেউ এলে বাটিতে করে আচার দিয়ে চেখে দেখার কথা বলতে কেউ ভুলত না। পাড়ায় কারও বাড়িতে কুলের মিষ্টি আচার তো কারও বাড়িতে ঝাল ঝাল আমের আচার। আবার কারও ভাঁড়ারের লংকার আচারের আদানপ্রদানও চলত ভালোই।

ঠেলাগাড়ির স্বস্তি

সেই সময় পালটেছে। এখন আচার তৈরিতে যতটা সময় বা যত্নের প্রয়োজন ততটা সময় দিয়ে উঠতে পারেন না বেশিরভাগ মানুষ। তাই ভরসা হয়ে উঠেছে দোকান থেকে কেনা আচার। মেলায় গেলে আচারের স্টলের সামনে থাকে এক আলাদা ভিড়। দোকান থেকে বা বাড়ির সামনে যাওয়া ঠেলাগাড়ির থেকে আচারই এখন স্বস্তি দিচ্ছে।

বাসন্তী স্মৃতি

আচারের গল্প বলতে বলতে চকচক করে উঠছিল আশিঘরের বাসন্তী রায়ের মুখ। স্মৃতিচারণ করে তিনি বলছিলেন, 'বিভিন্ন রকমের মশলা, সর্ষের তেল দিয়ে একসময় কত আচার তৈরি করতাম। যে কোনও সবজি দিয়ে আচার তৈরি করে নিতাম। কাঁচা আম টুকরো টুকরো করে কেটে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিতাম। তারপর লবণ, হলুদ মাখিয়ে রোদে শুকোতে দিতাম। মশলার জন্য সর্ষের তেলে পাঁচফোড়ন, মেথি, রসুন, লংকার গুঁড়ো দিয়ে কড়াইয়ে নেড়েচেড়ে মশলা তৈরি করে নিতাম। সেই মশলায় লবণ, হলুদ মাখানো আমগুলো দিয়ে নেড়েচেড়ে তৈরি করে নিতাম আচার। ঠান্ডা করে তারপর তা রেখে দিতাম কাচের বয়েমে ভরে।'

আচারে স্বাদ

বাসন্তী বলছিলেন, আম ভালোভাবে না শুকোলে, মশলা ঠিকমতো তৈরি না হলে সেই আচারে স্বাদ হয় না। তাই আচার তৈরি সময়সাপেক্ষ কাজ। এখন সেই সময়েরই অভাব। আমার বাড়িতে এখন আর কেউ আচার তৈরি করে না, আমিও বয়সের ভারে এখন আর তৈরি করতে পারি না। চোখেও কম দেখি। তাই বাজার থেকেই আচার কিনে আনা হয়। স্বাদের পার্থক্য তো থাকেই কিন্তু এখন এটাই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

তোমার কর্ম তুমি

রবীন্দ্রনগরের রিয়া নাগ বলছিলেন, এক-দু'বার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু শেষ করে উঠতে পারিনি। পরে শুকনো আমগুলো মা-কে দিয়ে বলেছিলাম আচার বানিয়ে দিতে। আমার ঠাকুমা খুব ভালো আচার বানাতেন। তাঁর হাতের লংকার আচারের কথা এখনও মনে পড়ে। মা মিষ্টি কুলের আচার ভালো বানাত কিন্তু এত ঝক্কি যে এখন আর মা আচার বানায় না। তাই এখন রেডিমেডই ভরসা। দোকানে ৫০ গ্রাম-১০০ গ্রামের আচারের যে বয়েমগুলো পাওয়া যায় সেগুলো নিয়ে আসি। তবে ছোটবেলায় ঠাকুমার হাতের তৈরি আচার যেভাবে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত এগুলো সেভাবে শেষ হয় না। ওই ডাল-ভাত বা পরোটার সঙ্গে খাই। বাটিতে ঢেলে নিয়ে দুপুরে ছাদে বসে আচার খাওয়ার সেই দিনগুলোই ছিল আলাদা।

শিখতে চায় না

আশ্রমপাড়ার প্রায় ৭৫-এর বিশাখা পাল বলেন, আমি আমার মায়ের কাছ থেকে সব আচার তৈরি শিখেছিলাম। খুব ভালো আচার বানাত আমার মা। আমিও শিখিয়েছিলাম আমার মেয়েকে। তবে এখন অত সময় কোথায়। তাই এখন আর কেউ শিখতেও চায় না আর করতেও চায় না। দোকানে গিয়ে টাকা দিলেই যখন পাওয়া যাবে তখন আর এত কষ্ট করবে কে।

খেতে সমস্যা নেই

বছর ২৫-এর অনন্যা সেনগুপ্তের কথায়, হ্যাঁ এখন হয়তো সময়ের অভাবে অনেকেই বাড়িতে বানাতে পারে না, তাই বলে আচার খাওয়ায় কোনও সমস্যা বাধেনি। আমি টক মিষ্টি ঝাল সবরকম আচার খেতেই ভালোবাসি। চালতার আচার আমার সবচেয়ে প্রিয়। এমনিতেও গরমে আচার খেলে শরীর সতেজ থাকে এবং স্বস্তিও মেলে। শরীর ঠান্ডাও থাকে। তাই আচার খাওয়া বাদ দেওয়া যাবে না।

বিমান দুর্ঘটনায় মৃতদের স্মৃতির উদ্দেশে মোমবাতি জ্বালিয়ে শোক শিলিগুড়িতে। বৃহস্পতিবার দীপেন্দু দত্তের তোলা ছবি।

পাচার রুখতে তৎপর পুলিশ

স্টিয়ারিংয়ের নীচে হেরোইন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : গাড়ির স্টিয়ারিংয়ের নীচে লক্ষাধিক টাকার হেরোইন লুকিয়ে শীতলকুচিতে পাচারের ফন্দি এঁটেছিল দুষ্কৃতীরা। তবে আগে থেকেই সেই খবর ছিল এসটিএফের কাছে। জটিয়াকালীর রাস্তা দিয়ে যে হেরোইন পাচার হবে, সেই খবর আগাম পেয়ে যায় এসটিএফ। সেইমতো বুধবার রাতে ফুলবাড়ির জটিয়াকালীতে এনজেপি থানার পুলিশের সহযোগিতায় নাকা চেকিং করে হেরোইন পাচারচক্র ফাঁস করে এসটিএফ। এই ঘটনায় কোচবিহারের দুই বাসিন্দা গ্রেপ্তার হয়েছে। ধৃত দুই তরুণের নাম বাপি মহন্ত ও মদন বর্মন। এসটিএফ সূত্রে খবর, ধৃতরা উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি থেকে ওই হেরোইন নিয়ে শীতলকুচির দিকে যাচ্ছিল।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মালদা-রায়গঞ্জ থেকেই এই হেরোইন করণদিঘিতে আসে। তারপর করণদিঘি থেকে হেরোইন নিয়ে ওই দুই তরুণ শীতলকুচির দিকে যাচ্ছিল। বৃহস্পতিবার রাতে ওই গাড়িতে তল্লাশির সময় স্টিয়ারিংয়ের নীচের জায়গা থেকে ৫৩০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িয়ে রয়েছে, সে বিষয়ে পরিষ্কার হওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের মাধ্যমে তিনদিনের হেপাজতে নিয়েছে এনজেপি থানার পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'এই চক্রের সঙ্গে বাকি জড়িতদের নাম বের করে তদন্ত করা হচ্ছে।'

এদিকে, বৃহস্পতিবার দুপুরে মাটিগাড়া হাটে কোটি টাকার ব্রাউন সুগার হাতবদলের সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় তিনজন। মাটিগাড়া থানার পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন দুপুরের দিকে পুলিশের কাছে খবর আসে, তিনজন মাটিগাড়া হাট এলাকার নির্জন জায়গায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছে। পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের মধ্যে ইকবাল হুসেন মালদার বাসিন্দা। বাকি দুইজনের নাম ফতিমা খাতুন ও মহম্মদ হুসেন। দার্জিলিং মোড়ের ওই দুই বাসিন্দা সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী। দীর্ঘদিন ধরেই ওই দম্পতি দার্জিলিং মোড় সহ সংলগ্ন এলাকায় ব্রাউন সুগারের ব্যবসা চালাচ্ছিল। ফতিমা এর আগেও ব্রাউন সুগার কাণ্ডে গ্রেপ্তার হয়েছে বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। ওই মহিলা সম্পর্কে তথ্য ঘেঁটে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, মালদার বাসিন্দা ইকবাল দুই প্যাকেটে ৯০০ গ্রাম মাদক নিয়ে ওই দম্পতিকে দেওয়ার জন্য মাটিগাড়া হাটে এসেছিল। তবে হাতবদলের সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় তিনজন। ধৃতদের শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

ধৃত পাঁচ

- করণদিঘিতে হেরোইন শীতলকুচির দিকে পাচার হচ্ছিল
- জটিয়াকালীর কাছে পুলিশ পাচারচক্রের দুই পান্ডাকে গ্রেপ্তার করে
- মাটিগাড়া হাটে কোটি টাকার ব্রাউন সুগার হাত বদলের সময় ধরা পড়ে আরও তিন দুষ্কৃতী

টিউশনে যাওয়া নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহ

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : টিউশন পড়তে যাওয়া এক নাবালিকার যৌন নির্যাতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, টিউশন শেষে অন্য পড়ুয়াদের ছুটি দেওয়ার পর এক প্রাইভেট টিউটর সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীর পোশাক খুলে তাকে যৌন নির্যাতন করে। ওই ছাত্রী পুরো ঘটনাটি এরপর বাড়িতে গিয়ে বলতেই পরিবারের সদস্যরা সহ পাড়াপ্রতিবেশীরা ওই বাড়িতে চড়াও হন। এরপর ওই শিক্ষককে মারধর করা হয়। ঝামেলার খবর পেয়ে ভক্তিনগর থানার পুলিশ এলাকায় হাজির হয়। এরপর ওই শিক্ষককে আটক করা হয়। পরে পরিবারের তরফে অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে।

পরিবারের এক সদস্য জানান, সংশ্লিষ্ট পরিবারটি দেড় বছর হল ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের এক এলাকায় এসে ভাড়াবাড়িতে বসবাস করছে। ওই তরুণ এলাকায় টিউশন পড়ান শুনে সেখানেই ওই পরিবার তাদের মেয়েকে টিউশনে দেয়। ওই নাবালিকার এক আত্মীয়ের অভিযোগ, 'এদিন বিকেলে বোন পড়তে যায়। রাতে বাড়ি ফেরার পর ও কাঁদতে থাকে।'

প্রাইভেট টিউটর গ্রেপ্তার

পরিবারের অভিযোগ, টিউশনের অন্য পড়ুয়াদের ছাড়ার পর ওই নাবালিকার জামা খুলে ওই শিক্ষক তার ওপর যৌন নির্যাতন চালায় বলে ওই নাবালিকা অভিযোগ জানায়। পরিবারের দাবি, ওই শিক্ষক নাবালিকা মুখ খুললে তাকে খুনের হুমকিও দেন। এনিয়ে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।

তরুণীকে কোপ

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : পিঠে ধারালো অস্ত্রের কোপে আহত হওয়া এক তরুণীকে বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই তরুণী যৌনপল্লি এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, টাকা-পয়সা লেনদেনকে কেন্দ্র করে এদিন এলাকার এক ব্যক্তি ওই তরুণীর ওপর আক্রমণ চালায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওই তরুণীর পিঠের পাশাপাশি শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করা হয়। পরে গুরুতর আহত ওই তরুণীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এদিন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। এই ঘটনার পেছনে টাকা-পয়সার লেনদেন ছাড়া অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

ওয়ার্ড কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ বলেন, 'যে ব্যক্তি ওই তরুণীর ওপর হামলা চালায় সে খুবই খারাপ স্বভাবের। আমার ধারণা, ওই দুজনের মধ্যে কোনও সম্পর্ক ছিল। সম্পর্কে টানাপোড়েনের কারণে এদিনের হামলাটি ঘটে থাকতে পারে। তবে যে কারণই হোক না কেন, এভাবে হামলা মেনে নেওয়া যায় না।' পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজ চালাচ্ছে।

স্বস্তির খোঁজে

গরমে জুসের দোকানে বসে গলা ভেজাচ্ছেন ক্রেতারা। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।

মহিলাকে মারধরে অভিযুক্ত প্রতিবেশী

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : অটো বের করতে গিয়ে রোজই সমস্যায় পড়তে হয়। কারণ প্রতিবেশীর বাড়ির সামনে তাঁদের স্কুটার দাঁড় করানো থাকে। বুধবারও একই সমস্যা হয়েছিল। সেই রাগে প্রতিবেশী মহিলাকে মারধরের অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। ঘটনায় ওই মহিলার মাথায় সেলাই পড়েছে। অভিযোগ, ওই মহিলাকে তাঁর জামাইবাবু বাঁচাতে গেলে তাঁকেও রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে এলাকা থেকে উধাও হয়ে যান প্রতিবেশী তরুণ। তরুণের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই মহিলা। অভিযুক্তের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বছর চল্লিশের ওই মহিলা উত্তর সমরনগরের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার মাথায় সেলাই করা অবস্থায় ভক্তিনগর থানায় আসা ওই মহিলা বললেন, 'বাড়িতে জায়গা কম থাকায় আমার বাড়ির সামনে আমি স্কুটার রেখে দিই। বাড়ির বাইরে সেই স্কুটার রাখাকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী সঞ্জয় ঠাকুর প্রায় প্রতিদিনই অটো বের করার সময় ঝামেলা করেন। ওঁর নাকি অটো বের করতে সমস্যা হয়।' বুধবারও অটো বের করার সময় সমস্যা হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, 'এরপরই অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। আমি প্রতিবাদ করলে মারধর শুরু করে।'

অটো বের করতে সমস্যা

তাঁকে মারধর করা হচ্ছে দেখে মহিলার জামাইবাবু বাঁচাতে এগিয়ে আসেন। এরপর সঞ্জয় তাঁর ওপরেও চড়াও হন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ওই এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই প্রতিবেশীর মধ্যে নাকি ঝামেলা লেগেই থাকে। তদন্ত চালাচ্ছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

বিকল জলের কল, নাজেহাল স্থানীয়রা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : নিত্যদিনের জলকষ্ট যেন জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন ছবি ধরা পড়ছে মাটিগাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিময় কলোনিতে। দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন এলাকার বাসিন্দারা। কবে এই সমস্যার সমাধান হবে জানা নেই তাঁদের। এলাকায় মোট চারটি পানীয় জলের কল রয়েছে। তবে এক এক করে তিনটি কল বিকল হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে একটি কলের ভরসাতে দিন কাটাচ্ছেন এলাকাবাসী। তবে ওই একটি কল থেকেও নিয়মিত জল মেলেনা বলে অভিযোগ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। ফলে বাধ্য হয়ে কয়েকজন পানীয় জল কিনে নিয়ে আসছেন। স্থানীয় বাসিন্দা রাজা প্রসাদ বলেন, 'মাঝেমধ্যেই জল কিনে আনছি। কিন্তু আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে দিনের পর দিন পানীয় জল কিনে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। আমরা চাই দ্রুত এই জলের সমস্যার সমাধান করা হোক।' গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপালি ঘোষ খোঁজ নিয়ে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

অনেকে আবার উপায় না পেয়ে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে জল ভরে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা রিতা কুণ্ডুর কথায়, 'দিন শুরু হয় জলের সমস্যার কথা চিন্তা করে। গত দু'দিন প্রায় দু'ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও জল পাইনি।' কয়েকজন এলাকাবাসী বাধ্য হয়ে আশপাশের এলাকা থেকে পানীয় জল নিয়ে আসছেন। জল ভরার লাইনে দাঁড়িয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা অর্জুন পাসওয়ান বলেন, 'পানীয় জল ছাড়া বাঁচা সম্ভব নয়। আগে সবগুলি জলের কল ঠিক ছিল। ফলে এলাকায় জলের সমস্যা ছিল না। এখন তিনটি কল বিকল হয়ে যাওয়ায় সমস্যার শেষ নেই।' দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

MILK PRICE REVISION
(With effect from 13.06.25)
1. HILLMAN 2. ERIS 3. KUSUM
4. MADHAV 5. GANGA 6. BHARTI

SL.NO.	VARIANT	NEW MRP (PER POUCH)
1.	STANDARD MILK	29/-
2.	COW MILK	28/-
3.	TONED MILK	26/-
4.	DOUBLE TONED MILK	22/-

GRAND OPENING
SHYAMA MEDICAL STORE
YOUR TRUSTED PARTNER IN HEALTH
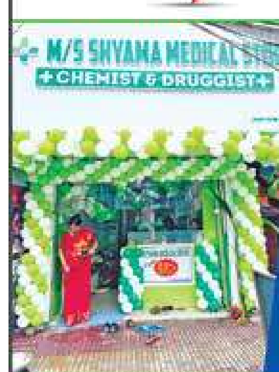

We are thrilled to invite you to experience the best in medical care at our shop : Offering
Upto 22% discount
Wide range of medicines for all your health needs
Timing : 10 AM to 11 PM
FREE HOME DELIVERY
SUNDAY OPEN
Address: Hill Cart Road, Opposite: Raymond Showroom
Phone : +91 98839 23998 /79085 66900

সিকিমের ৫০ বছর পূর্তিতে উপহার

মেল্লি-সিংতাম নতুন সড়ক

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : ভারতে অন্তর্ভুক্তির ৫০ বছর পূর্তিতে নতুন জাতীয় সড়ক পাচ্ছে সিকিম। রাস্তাটি হবে পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং জেলার মেল্লি থেকে সিকিমের সিংতাম পর্যন্ত। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর চাপ কমাতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রক। এই সংক্রান্ত একটি চিঠি কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি দিয়েছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংকে। নতুন রাস্তাটি ভারতভুক্তির ৫০ বছর পূর্তির উপহার বলে গড়করি তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। কেন্দ্র নতুন রাস্তা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সন্তোষপ্রকাশ করেছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দপ্তরের তরফে বৃহস্পতিবার বিষয়টি প্রকাশ্যে আনা হয়েছে।

কখনও প্রবল বর্ষণ, কখনও তিস্তায় জলস্ফীতি, কখনও রাস্তায় ধস, কখনও আবার পাহাড়ের মাথা থেকে বোল্ডার গড়িয়ে পড়া, নানান ঘটনায় প্রায়ই বন্ধ থাকছে সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। এমন পরিস্থিতিতে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে বিকল্প রাস্তার দাবি দীর্ঘদিন থেকে তুলছে সিকিম। বিকল্প রাস্তার দাবিতে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী গড়করি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখাও করেছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং (গোলে)। সিকিমের এমন দাবির প্রেক্ষিতে

নয়া রাস্তা

- সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীকে নতুন সড়কের বিষয়ে চিঠি দিয়েছেন নীতিন গড়করি
- ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর চাপ কমাতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে
- কিছুদিন আগে কেন্দ্রের তরফে এবিষয়ে সমীক্ষা করা হয়
- ২২.৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তাটি রামবং, মেল্লিদারা দিয়ে সিংতাম পর্যন্ত হবে

কিছুদিন আগে নতুন রাস্তা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়ে সমীক্ষা করা হয় কেন্দ্রের তরফে। এরপরেই মেল্লি থেকে সিংতাম পর্যন্ত গ্রিনফিল্ড হাইওয়ে তৈরির সিদ্ধান্ত সড়ক পরিবহণমন্ত্রকের। মন্ত্রক সূত্রে খবর, ২২.৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তাটি রামবং, মেল্লিদারা দিয়ে সিংতাম পর্যন্ত হবে। অর্থাৎ রাস্তার অধিকাংশই থাকবে সিকিমের মধ্যে। তবে নতুন রাস্তার কাজ শুরু হতে আরও কয়েক মাস লাগবে। কেননা, সবে নতুন রাস্তা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। টেন্ডার সহ একাধিক প্রক্রিয়ার কাজ এখনও বাকি। যদিও কেন্দ্রের এমন সিদ্ধান্তে খুশি সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, এর ফলে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর চাপ কমবে এবং ঝঞ্ঝাটহীন যাত্রা উপভোগ করতে পারবেন পর্যটক, সাধারণ মানুষ।

তবে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের মাঝপথ থেকে তৈরি নতুন রাস্তা কতটা কাজে লাগবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কেননা, ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিনের পর দিন বন্ধ থাকার মূলে রয়েছে ধস সহ একাধিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। যা ঘটে মূলত পশ্চিমবঙ্গে। শ্বেতিঝোরা, লিকুভির, কালিঝোরায় ধস নামার জেরে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকলে নতুন রাস্তায় শিলিগুড়িগামী বা শিলিগুড়ি থেকে সিকিমগামী গাড়ি কীভাবে নতুন রাস্তা ধরে সিংতামে যাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে।

কৈলাসযাত্রায় নাথু লা অতিক্রম ২০শে

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : বেশ কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর প্রত্যাশিতভাবেই নাথু লা দিয়ে চলতি মাসে শুরু হচ্ছে মানসরোবর কৈলাসযাত্রা। কেন্দ্রের নির্দেশে গত কয়েকদিন ধরেই প্রস্তুতি চলছিল।

১৫ জুন কৈলাসযাত্রার প্রথম ব্যাচ গ্যাংটকে পৌঁছাবে বলে বৃহস্পতিবার সিকিম প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। দলটি নাথু লা সীমান্ত অতিক্রম করবে ২০ জুন। ওইদিন ফ্ল্যাগ অফ করার সম্ভাবনা রয়েছে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংয়ের। এদিন সিকিমের পর্যটন দপ্তরের প্রধান সচিব সিএস রাও জানান, হিন্দু পুণ্যার্থী দলটির যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয়, তার জন্য চিকিৎসা সহ সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথমে ভারত-চিন ডোকালাম সংঘাত এবং পরবর্তীতে কোভিড পরিস্থিতির জেরে বন্ধ হয়ে যায় নাথু লা দিয়ে মানসরোবর কৈলাসযাত্রা। চলতি বছর জানুয়ারিতে চিন সফরে গিয়ে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন চিনের বিদেশসচিব সান ওইডংয়ের সঙ্গে। ওই বৈঠকের পরই নতুন করে কৈলাসযাত্রার পথ উন্মুক্ত করতে সম্মত হয় বেজিং। বিদেশমন্ত্রক থেকে বার্তা পেয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেয় প্রেম সিং তামাংয়ের সিকিম প্রশাসন।

’১৭-র ডোকালাম সংঘাত, ’২০-র গালওয়ান সংঘর্ষ এবং কোভিড, বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সিকিম দিয়ে মানসরোবর কৈলাসযাত্রা। টানা কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর ২০ জুন নাথু লা দিয়ে ৫০ জন পুণ্যার্থী কৈলাসযাত্রা করবেন। নাথু লা থেকে মানসরোবরের দূরত্ব প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার। এর মধ্যে লিপুলেখ লা-তে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার ট্রেকিং রুট রয়েছে। পাশাপাশি, কৈলাস পরিক্রমার ক্ষেত্রে পাহাড়ের ওপর ৫২ কিলোমিটারের ট্রেকিং করতে হয়। যা করতে প্রায় তিনদিন লেগে যায়। যদিও শারীরিক দক্ষতার কারণে অনেকে তা দু’দিনে সম্পন্ন করে ফেলেন।

সিকিম প্রশাসন সূত্রে খবর, এবার দুই দফায় কৈলাসযাত্রার অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে পাঁচটি দল যাবে। প্রতিটি দলে থাকবেন ৫০ জন করে। পরবর্তীতেও ৫০ সদস্যের দল গঠন করে ১০টি দলকে অনুমতি দেওয়া হবে। প্রথম দলটির ৫০ জন পুণ্যার্থী ১৫ জুন গ্যাংটকে পা রাখবেন। নাথু লা অতিক্রম করার আগে তাঁদের রাখা হবে অ্যাক্লাইমেটাইজেশন সেন্টারে। যাতে উচ্চতাজনিত সমস্যায় তাঁদের পড়তে না হয়। এমন দুটি সেন্টার তৈরি করা হয়েছে গ্যাংটক এবং নাথু লা-তে।

বিক্রান্ত মাশির ভাই মৃত দুর্ঘটনায়

বিমান মিস করে বেঁচে গেলেন ভূমি

আহমেদাবাদ, ১২ জুন : কেউ যাচ্ছিলেন নিজের ডাক্তারির চাকরি ছেড়ে তিন সন্তান নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ব্রিটেনে থাকবেন বলে। কেউ যাচ্ছিলেন বিয়ের মাসকয়েক পরে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে। কেউ এসেছিলেন ছুটিতে ভালো সময় কাটাতে। কারও চোখে হয়তো ছিল প্রথম বিদেশ ঘোরার স্বপ্ন।

তাঁদের স্বপ্ন আপাতত চিরতরে ঘুমে। হাসিগুলো কান্নায় মিশতে সময় নিল মাত্র কয়েক মুহূর্ত। আবার কেউ ফিরে এলেন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে।

দু’বছর পর ভারতে ছুটি কাটাতে এসেছিলেন ভূমি চৌহান। ফিরে যাচ্ছিলেন বাড়ি। লন্ডনে স্বামীর কাছে। বিমান ধরার জন্য বেরিয়েও ছিলেন সঠিক সময়ে। কিন্তু যানজট। সঠিক সময়ে বিমানবন্দরে পৌঁছোতে পারেননি তিনি। মাত্র ১০ মিনিট দেরি হয় তাঁর। বিমানে উঠতে পারেননি।

হয়তো নিজের ভাগ্যের ওপর রাগও হচ্ছিল তাঁর। কিন্তু সেই ভাগ্যকেই ধন্যবাদ দিলেন তিনি। ঘটনার পর বললেন, ‘এখনও কাঁপছি আমি। আমার গণপতি বাপ্পা আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।’ রাজস্থানের খুশবু রাজপুরোহিতের ভাগ্য খারাপ। বিয়ে হয়েছে জানুয়ারিতে। যাচ্ছিলেন

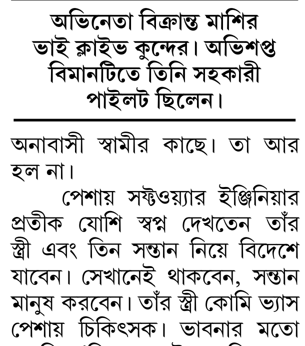

অভিনেতা বিক্রান্ত মাশির ভাই ক্লাইভ কুন্দের। অভিশপ্ত বিমানটিতে তিনি সহকারী পাইলট ছিলেন।

চাকরি ছেড়ে লন্ডনে যাওয়ার বিমানে চিকিৎসক কোমি ভ্যাস ও তাঁর পরিবার। কয়েক মুহূর্ত পরেই তাঁদের জীবন শেষ হয়ে যায়।

অনাবাসী স্বামীর কাছে। তা আর হল না।

পেশায় সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার প্রতীক যোশি স্বপ্ন দেখতেন তাঁর স্ত্রী এবং তিন সন্তান নিয়ে বিদেশে যাবেন। সেখানেই থাকবেন, সন্তান মানুষ করবেন। তাঁর স্ত্রী কোমি ভ্যাস পেশায় চিকিৎসক। ভাবনার মতো কোমি দু’দিন আগেই চাকরি ছেড়ে দেন। প্লেনে বসে তিন সন্তান ও স্বামীকে নিয়ে একটা ছবি তুলে পোস্ট পর্যন্ত করেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেটাই শেষ ছবি হয়ে থাকল।

স্লিভ কুন্দর অভিনেতা বিক্রান্ত মাশির খুড়তুতো ভাই। এয়ার ইন্ডিয়ার কর্মী। বিমানে ডিউটিতে ছিলেন। পরিবারের সঙ্গে আর দেখা হবে না তাঁর। তাঁর মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে বিক্রান্তের পোস্ট থেকে।

পেশায় বিমানসেবিকা, নেশায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর। সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার রোশনিরাজেন্দ্র সোংহারে। তিনিও ছিলেন বিমানে। এদিনের পর ইনস্টাগ্রামে তাঁর পোস্ট খুঁজলেও আর চোখে পড়বে না আমাদের।

লন্ডন থেকে ভারত বেড়াতে এসেছিলেন এক গে কাপল। বুধবার রাতে দুজনে একটি ভিডিও পোস্ট করেন ইনস্টাগ্রামে। ভারতভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলেন তাঁরা। বলেন শেষ রাত রয়েছেন ভারতে। একটি ব্লগ করেছেন বলেও জানিয়েছিলেন। সে ব্লগ আর কোথাও দেখা যাবে না। এছাড়া বিশ্বাস কুমার রমেশ নামের জীবিত যাত্রীর ভাইও ওই বিমানে ছিলেন।

কয়েক সেকেন্ডে, জীবনের স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। যা ছিল ভবিষ্যতের আলো, তা এক মুহূর্তেই নিভে গেল।

দালাল-দৌরাত্ম্য জারি তেনজিং নোরগেতে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে দালাল-দৌরাত্ম্যের অভিযোগ নতুন নয়। গত কয়েকমাসে একাধিক ঘটনা প্রমাণ করে তাদের বাড়বাড়ন্তে লাগাম পরাতে পারেনি পুলিশ-প্রশাসন। নিগমকর্মীদের একাংশের অবশ্য অভিযোগ, টার্মিনাসে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের অংশে দালালদের দাপটের নেপথ্যে বেসরকারি বুকিং এজেন্টদের একটি বড় অংশ রয়েছে। তারা নাকি নিজেদের বাসের আসন ভরাতে কমিশনের বিনিময়ে দালালদের কাজে লাগান।

বৃহস্পতিবার টার্মিনাসে দূরপাল্লার টিকিট কাউন্টারের সামনে যেতেই দেখা হল, কয়েকজন আশপাশে ঘুরঘুর করছেন। একজন কাছে এসে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, ‘কলকাতায় যাবেন নাকি?’

-‘কত টাকার টিকিট?’, পালটা প্রশ্ন করতেই ওই ব্যক্তি ইশারা করে বাইরে দূরপাল্লার বেসরকারি বাসের একটি কাউন্টারের দিকে নিয়ে গেলেন।

অভিযোগের শেষ এখানেই নয়। অন্য জেলা থেকে আসা বাস টার্মিনাসে ঢোকার মুখে দাঁড় করিয়েই ভেতরে দূরপাল্লার রুটে যাওয়ার মতো কোনও যাত্রী রয়েছেন কি না, সেই খোঁজ চালানো হচ্ছে। মাস দুয়েক আগে দালালদের এমন কীর্তিকলাপের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিগমের এক বাসচালক ও কনডাক্টরকে বেধড়ক মারধর করা হয়। প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। তবে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। প্রধাননগর থানার আইসি অবশ্য বলছেন, ‘এধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নাম থাকলে আমাদের তাকে গ্রেপ্তার করতে সুবিধা হয়। টার্মিনাসের ওপর সবসময় নজর রাখা হচ্ছে। নিয়মিত পুলিশ ভ্যান টহল দিচ্ছে।’

সম্প্রতি প্রতিবাদী এক যাত্রীকে মারধরের ঘটনায় দালালদের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠছে। যদিও নিগমের শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের দাবি, ওই যাত্রীর সঙ্গে অভিযুক্ত চালক ও কনডাক্টরের প্রথমে কথা কাটাকাটি এবং তা থেকে হাতাহাতি শুরু হয়। এই ঘটনায় দালাল-যোগ নেই। তবে টার্মিনাসে দালালদের দৌরাত্ম্য মাথাচাড়া দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করতে পারেনি নেতৃত্ব। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

নিগমের বাম প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ‘আসলে টার্মিনাসের ভেতর এখন নজর রাখার মতো কেউ নেই। ওসি পদে বসে একজন সিনিয়ার কনডাক্টর। প্রশাসনের নজরদারিতে ফাঁক রয়েছে। ফলে দালালদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে।’ তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তথা তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের ওসি পদে থাকা সমীর সরকার সাফাই গাইলেন, ‘পরিস্থিতি ভালো নয়। অনেকসময় একটা সাইকেল সরানো নিয়েও ঝামেলা লাগছে। আমরা নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা বাড়িয়েছি। ওঁদের কাজ বুঝতে সময় লাগবে।’ এনবিএসটিসি’র ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছিল, তবে তা সম্ভব হয়নি।

চা শ্রমিকের মৃত্যু চিকিৎসায় গাফিলতিতে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১২ জুন : নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে এক চা বাগানের শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠল। আর তাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার এনিয়ে নকশালবাড়ি থানায় সেই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন রোগীর পরিজনরা। সেইসঙ্গে গ্রামীণ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের অভিযুক্ত চিকিৎসককে আটকে রেখে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান এলাকার বাসিন্দারা। পরে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ গিয়ে চিকিৎসককে উদ্ধার করে। এদিন এই হুলুস্থুলুর জেরে হাসপাতালে আসা অন্য রোগীরা সমস্যায় পড়েন।

মৃতের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, নকশালবাড়ির বিজয়নগরের বাসিন্দা ২৭ বছরের সুবীর লাকড়াকে এদিন সকাল ১০টা নাগাদ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। জ্বর, পেটের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। ক্রমশ তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে থাকে। শেষপর্যন্ত নাক-মুখ দিয়ে রক্তপাত হতে শুরু করে। পরে বিকেল ৪টায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের মা মঞ্জুলা লাকড়া বলেন, ‘বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ছেলে অসুস্থ ছিল। হাসপাতালে ভর্তি করার পর স্যালাইন দেওয়া হয়। দুপুরে ওর শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছিল। তখন নার্স অক্সিজেন লাগাতে বলে। আমরা জরুরি বিভাগের সেই চিকিৎসকের কাছে গিয়ে রোগীকে আবার দেখার জন্য অনুরোধ করি।’ সেই চিকিৎসক রোগীকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। এদিকে, উপরতলা থেকে নীচতলায় জরুরি বিভাগে রোগীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাসপাতালে কোনও হুইলচেয়ার ছিল না। এসবের মধ্যেই সুবীরের শারীরিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে থাকে। বিকেল ৩টা নাগাদ তাঁকে অক্সিজেন দেওয়া হয়। তার কিছুক্ষণ পরেই শুরু হয় রক্তপাত। তা নার্সকে বলার পর এক নার্স এসে অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ করে দেন। এরপর চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃতের ভাই প্রীতম লাকড়ার অভিযোগ, ‘সময়মতো চিকিৎসক দেখতে আসেননি দাদাকে। অক্সিজেন মাস্ক লাগানোর লোক ছিল না। শারীরিক পরিস্থিতি খারাপ হয়ে পড়লেও ওরা দাদাকে মেডিকেলে রেফার করেনি। এই জন্য ওর মৃত্যু হয়েছে।’

সুবীরের ক্ষুব্ধ পরিজনরা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেখা করতে পারেননি। এদিকে তাঁরা এদিন হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখানোর ফলে জরুরি বিভাগের পরিষেবা ব্যাহত হয়। বাকি রোগীদের হয়রানি হয়। শেষে

নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল

নার্সিং স্টাফরুমে রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন অন্য চিকিৎসকরা। পরে তৃণমূল নেতারা নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে এসে সুবীরের পরিজনের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁদের ময়নাতদন্তের জন্য রাজি করান। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে হাসপাতালে আসার জন্য একাধিকবার ফোন করেন তৃণমূল নেতারা। তিনি আসেননি। এদিনের ঘটনা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়াও দেননি।

বিজয়নগর চা বাগানের বাসিন্দা পাট্রাস তিরকি বলেন, ‘হাসপাতালটি অভিভাবকহীন অবস্থায় চলছে। এখানকার চিকিৎসক শিলিগুড়িতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা দেন।’ অভিযুক্ত চিকিৎসক, নার্স সহ হাসপাতালের বেহাল দশা নিয়ে শিলিগুড়িতে সিএমওএইচ অফিস ঘেরাও করার ডাক দেওয়া হয়েছে।

পিবিইউয়ের রিভিউ রেজাল্ট

কোচবিহার, ১২ জুন : আগামী সপ্তাহেই সিবিসিএস-এ তিনবার ‘ফেল’ করা পড়ুয়াদের রিভিউ রেজাল্ট প্রকাশ করবে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এরপর তাঁদের ফর্ম ফিলআপের জন্য আলাদা তারিখ দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার স্নাতক স্তরের বোর্ড অফ স্টাডিজের চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ চারটি কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে মিটিং করে এই সিদ্ধান্তই নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল কাদের সাফেলি। পরবর্তীতে এবিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সম্প্রতি স্নাতক স্তরের অনুত্তীর্ণ পড়ুয়াদের একাংশ পাশ করানোর দাবি তুলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। এদিন সেই নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয়। এরপর সাংবাদিক সম্মেলন করে রেজিস্ট্রার বলেছেন, ‘রিভিউ রেজাল্ট প্রকাশের পরও যারা পাশ করতে পারবে না, তাদের উপাচার্য আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ড্রপআউট কমাতে এবার বিশেষ ফর্ম

কোচবিহার, ১২ জুন : ড্রপ আউট বন্ধ করার লক্ষ্যে এবার জোরালো উদ্যোগ নিল শিক্ষা দপ্তর। জেলার স্কুলগুলিকে এব্যাপারে অনলাইন ফর্ম পাঠানো হচ্ছে। কোনও পড়ুয়া বেশ কয়েকদিন স্কুলে না এলে কেন সে স্কুলে আসছে না তার কারণ সহ যাবতীয় তথ্য ফর্মের মাধ্যমে বাংলা শিক্ষা পোর্টালে স্কুলকে আপলোড করতে হবে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ড্রপআউট বন্ধ করার লক্ষ্যে কোচবিহার জেলায় এমন উদ্যোগ এই প্রথম। বুধবার এনিয়ে জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার (ডিইও) মহাদেব শৈব। ডিইও বলেন, ‘ড্রপ আউট কমানোর লক্ষ্যে এই উদ্যোগে আমরা দুই সপ্তাহ পরপর তথ্যগুলি রিভিউ করব। ফরম্যাটে আপলোড হওয়া স্কুলগুলির তথ্য অনুযায়ী আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব।’

ড্রপ আউট সংক্রান্ত নতুন ফর্মে সাতটি বিভাগ রয়েছে। তার মধ্যে পড়ুয়ার নাম, ক্লাস, এনরোল আইডি, সে গত মাসে কতদিন অনুপস্থিত ছিল, তার ড্রপআউটের সম্ভাবনা আছে কিনা, কবে থেকে সেই সন্দেহ তৈরি হয়েছে ও পড়ুয়াটি আবার কবে স্কুলে ফিরে এসেছে তা জানাতে হবে। যদি সেই পড়ুয়া আর স্কুলে না আসে তার কারণও লিখতে হবে।

প্রথমে স্কুল কর্তৃপক্ষ এজন্য স্কুলে না আসা পড়ুয়াদেরকে চিহ্নিত করে নানাভাবে খোঁজ নেবে। প্রয়োজনে শেষে শিক্ষককে তার বাড়িতেও যেতে হবে। এছাড়া এদিনের বৈঠকে পড়ুয়াদের আধার কার্ড বাংলা শিক্ষা পোর্টালে আপলোড করার কথাও বলা হয়। যাদের আধার কার্ড নেই তাদের ব্লক ভিত্তিক বিভিন্ন স্কুলে ক্যাম্প মোডে আধার বানিয়ে দিতে হবে। সমগ্র শিক্ষা মিশনের তরফে স্কুলগুলিকে পাঠানো টাকার অডিট নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার পর। বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

মরণ উড়ান, বলি ২৪১

প্রথম পাতার পর

নমুনা দিতে বলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন গুজরাটের স্বাস্থ্য দপ্তরের সহকারী মুখ্যসচিব ধনঞ্জয় দ্বিবেদী। যাত্রীদের সম্পর্কে খোঁজখবর করার জন্য দুটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে বিমান কর্তৃপক্ষ।

বিমানটি ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নীচে ঝুঁকে পড়ে। তারপর গোত্তা খেয়ে আগুনের গোলার আকার নিয়ে আছড়ে পড়ে মাটিতে। বিমানে জ্বালানি ভর্তি থাকায় আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়। আকাশ ভরে যায় কালো ধোঁয়ায়। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওড়ার পরপরই পাইলট আপৎকালীন ‘মে ডে’ সংকেত পাঠিয়েছিলেন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলে। কিন্তু তারপরই নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গে বিমানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

উড়ান বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় লাজার জানিয়েছেন, ‘খুব কম উচ্চতায় তীব্র যান্ত্রিক সমস্যার কারণে বিমানটি উড়তে পারেনি। ডাবল ইঞ্জিন ফেল করে এই সমস্যা হয়ে থাকতে পারে।’ বিমানটি প্রথমে দিল্লি থেকে আহমেদাবাদ যায়। পরে লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল। দিল্লি থেকে আহমেদাবাদ পর্যন্ত উড়ানটির যাত্রী আকাশ বৎস অবশ্য উড়ানটিতে আগে থেকেই গোলমাল ছিল বলে জানাচ্ছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই যাত্রী জানান, আহমেদাবাদের পথেই বিমানটিতে কিছু গোলযোগ হতে পারে বলে তাঁর মনে হচ্ছিল। সেই উড়ানের ভিডিও আপলোড করে তিনি দুর্ঘটনার আশঙ্কা সম্পর্কে আগাম সতর্ক করেছিলেন বলে দাবি করেন। তবে অসামরিক বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহন বলেন, ‘দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে তদন্ত চলছে।’

এয়ার ইন্ডিয়া ও ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (ডিজিসিএ) দুর্ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে। বিমানের ব্ল্যাকবক্স সংগ্রহের কাজ চলছে। ডিজিসিএ জানিয়েছে, বিমানটি চালাচ্ছিলেন অভিজ্ঞ পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত সাবহারওয়াল। যাঁর প্রায় ৮,২০০ ঘণ্টা ওড়ার অভিজ্ঞতা ছিল। সুমিতের সঙ্গী প্রথম অফিসার ক্লাইভ কুন্দরেরও ১,১০০ ঘণ্টা বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা ছিল।

দুর্ঘটনার পর আহমেদাবাদ বিমানবন্দর বন্ধ করা হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে একাধিক বিমান। এয়ার ইন্ডিয়া যাত্রী ও পরিবারদের সহায়তায় হেল্পলাইন চালু করেছে (১৮৯৯৫৬৯১৪৪৪)। বৃহস্পতিবার রাতে খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা আহমেদাবাদে পৌঁছান। এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, ‘আহমেদাবাদের ট্র্যাজেডি আমাদের হতচকিত করেছে, দুঃখ দিয়েছে। এতটা হৃদয়বিদারক যে, ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।’

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার লেখেন, ‘লন্ডনগামী বিমানের বিধ্বস্ত হওয়ার দৃশ্য ভয়ংকর।’ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, ‘আমাদের সকলের জন্যই এটা খারাপ খবর।’ অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডু কিনজারাপু জানিয়েছেন, তিনি পরিস্থিতির ওপর ব্যক্তিগতভাবে নজর রাখছেন এবং সব সংস্থাকে দ্রুত এবং সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

দুর্ঘটনায় ভারত ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও, ব্রিটেনের রাজা চার্লস, মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি, ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ভন ডার লিয়েন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রমুখ এবং লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতারা শোকপ্রকাশ করেছেন।

কোন দেশের কতজন

- দুর্ঘটনাগ্রস্ত এয়ার ইন্ডিয়ার এআই১৭১ বিমান
- যাত্রী এবং বিমানকর্মী মিলে মোট ২৪২ জন
- যাত্রীর সংখ্যা ২৩০, বাকি ১২ জন বিমানকর্মী
- সেই ১২ জনের মধ্যে দুজন পাইলট
- তাঁদের মধ্যে ১৬৯ জন ভারতীয় নাগরিক
- বিমানে ছিলেন ৫৩ জন ব্রিটিশ, ১ জন কানাডিয়ান এবং ৭ জন পর্তুগিজ নাগরিক

মেলেনি অনুমোদন

কোচবিহার, ১২ জুন : ১৫ মাস পার হয়ে গেলেও উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর)-এর অনুমোদন পেল না। ফলে আইসিএআরের ফান্ডও পায়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এতদিন পার হওয়ায় পরও কেন উত্তরের এই বিশ্ববিদ্যালয় আইসিএআরের অনুমতি পাচ্ছে না বলে প্রশ্ন উঠেছে। এপ্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত বসু বলেন, ‘প্রায় সাত মাস আগে আমাদের কাগজপত্র জমা করা হয়েছে। কিন্তু ওদের কিছু গাফিলতির কারণে, ওদের টিম এখনও ভিজিট করতে আসেনি।’

বজ্রপাতে মৃত্যু

চাকুলিয়া, ১২ জুন : চাষের জমিতে কাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক কৃষকের। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে চাকুলিয়া থানার ভেবড়া পাথারবাড়ি এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন যখন কার্তিক শীল (৩৫) জমিতে কৃষিকাজ করছিলেন, তখন হঠাৎ বাজ পড়ে এলাকায়। তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আকস্মিক এমন ঘটনায় কার্তিকের পরিবার ও গ্রামবাসীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। চাকুলিয়া থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

বৃক্ষরোপণ

বাগডোগরা, ১২ জুন : শিবমন্দিরের সেন্ট জোশেফ স্কুল সংলগ্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার বৃক্ষরোপণ করা হয়। স্থানীয় একটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠন মাগুরমারি নদী বাঁচাও সমিতি ও যিশু আশ্রমের সহযোগিতায় এই আয়োজন করা হয়। বকুল, কৃষ্ণচূড়া, আম, লিচু, শিরীষ, জারুল, নিম সহ একাধিক প্রজাতির প্রায় ৫০টি গাছের চারা লাগানো হয়। নদী বাঁচাও সমিতির কর্মী প্রদীপকুমার বসাক বলেন, ‘গত কয়েক বছরে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। পরিবেশকে বাঁচাতে আমাদের এই উদ্যোগ।’

বৈঠক

বাগডোগরা, ১২ জুন : চিতাবাঘ-মানুষের সংঘাত কমাতে বন বিভাগ এবং চা বাগানের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির পরামর্শ দিল আন্তর্জাতিক পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড ফান্ড ফর নেচার ইন্ডিয়া (ডব্লিউডব্লিউএফ)। সংগঠনের স্টেট ডিরেক্টর সংগীতা মিত্র বলেন, ‘চিতাবাঘ নিয়ে মানুষের ভ্রান্তধারণা রয়েছে। সেসব দূর করতে হবে। এবিষয়ে সুকনার অডিটোরিয়ামে আমরা বন বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেছি। বৃহস্পতিবার ব্যাংডুবি টেরাই ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন (টিবিআইটিএ)-এর কনফারেন্স হলে বৈঠক করেছি।’ টিবিআইটিএ’র সচিব রানা দে জানিয়েছেন, বৈঠকে ১৮টি চা বাগানের ম্যানেজার উপস্থিত ছিলেন।

বর্ষায় বুনোদের বাঁচাবে বিশেষ দল

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১২ জুন : বর্ষার মরশুমে বন দপ্তর বন্যপ্রাণ নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তায় থাকে। গত কয়েক বছরে ভরা বর্ষায়, ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদীতে একাধিক বন্যপ্রাণী ভেসে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। অনেক প্রাণীকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও জলে ডুবে একাধিক বন্যপ্রাণীর মৃত্যুও হয়েছে। এবছর একই ঘটনা এড়াতে নজরদারির পাশাপাশি তড়িঘড়ি বিশেষ দল গঠন করল বন দপ্তর। কাজের সুবিধার জন্য নতুন দুটি র‍্যাফটিং বোটও কেনা হয়েছে বলে বন দপ্তর জানিয়েছে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলে কিংবা নদীতে জল বাড়লেই এই দলের কর্মীরা ২৪ ঘণ্টা সজাগ থাকবেন।

এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণ বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি জানান, সমস্যা সমাধানে ইতিমধ্যেই নদী সংলগ্ন এলাকায় থাকা সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের বনকর্মীদের নিয়ে নজরদারির জন্য বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। এছাড়া জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের মাঝে থাকা তোর্ষা নদীতে দুটি অত্যাধুনিক র‍্যাফটিং বোট কেনা হয়েছে। যে সমস্ত নদীতে সমস্যা বেশি হতে পারে সেগুলি চিহ্নিতকরণ করার কাজও ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। কোনও সময় নদীতে কোনও বন্যপ্রাণী আটকে পড়লে তাদের উদ্ধারের জন্য প্রশিক্ষিত কুনকি হাতিদেরও সাহায্য নেওয়া হবে।

ডুয়ার্সজুড়ে থাকা ছোট-বড় নদীগুলি গরুমারা, জলদাপাড়া ছাড়াও বিভিন্ন বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়েছে। এছাড়াও ডুয়ার্সের মধ্যে দিয়ে তিস্তা, তোর্ষা, মূর্তি ও জলঢাকা সহ বিভিন্ন নদী হাতি সহ বুনোদের যাতায়াতের করিডর। নদীগুলি একদিকে যেমন বন্যপ্রাণীদের তৃষ্ণা মেটায়, তেমনই বর্ষায় সেগুলিই আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ওই নদীগুলি দিয়ে পারাপার করার ক্ষেত্রে জল বেশি থাকায় অনেক সময় ভেসে যায় হাতি, গন্ডার, হরিণ সহ একাধিক প্রাণী। গত মাসখানেক ধরে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের পাশে থাকা তিস্তা নদীর চরে ৬০ থেকে ৭০টি হাতির দল আশ্রয় নিয়ে রয়েছে। দলটি মাঝেমধ্যেই তিস্তা পেরিয়ে লোকালয়েও চলে আসছে।

এছাড়াও গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া জলঢাকা ও মূর্তি নদীতেও মাঝেমধ্যে বন্যপ্রাণীদের বিচরণ করতে দেখা যাচ্ছে। এর আগেও তিস্তা ও জলঢাকা নদীতে একাধিক হস্তীশাবক ভেসে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। অনেক হস্তীশাবককে বন দপ্তর উদ্ধার করতে পারলেও বেশ কয়েকটি হরিণ ও নদীর জলে ভেসে যাওয়া একটি গন্ডার শাবকের মৃত্যুও হয়েছে। এই ধরনের সমস্যা সমাধান করতেই এবার বন দপ্তর উদ্যোগ নিল।

টেস্ট নিয়ে বড় দাবি রবি শাস্ত্রীর

‘আমি বিরাটকেই অধিনায়ক করতাম’

মুম্বই, ১২ জুন : টেস্ট ক্রিকেটে বিরাট-পর্বে ইতি পড়েছে বেশ কিছুদিন হল। দশ হাজার রানের দোরগোড়ায় থাকলেও ১৪ বছরের বর্ণময় টেস্ট কেরিয়ারে ইতি টেনে দিয়েছেন বিরাট কোহলি। মাঝে আইপিএল জয়, বিজয়োৎসবে পদপিষ্টের মতো ঘটনাপ্রবাহ ঢেউ তুলেছে ভারতীয় ক্রিকেটে। যদিও এখনও প্রিয় বিরাটের টেস্ট-অবসর মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না রবি শাস্ত্রী।

বিরাট অধিনায়ক থাকাকালীন ভারতীয় দলের হেডকোচের পদ অলংকৃত করা শাস্ত্রীর দাবি, কোহলির বিষয়টা আরও গুরুত্ব সহকারে বিচার করা উচিত ছিল। তাঁর হাতে যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে অবসর আটকে বিরাটের হাতেই ইংল্যান্ড সফরের জাতীয় দলের নেতৃত্বভার তুলে দিতেন। যুক্তি, কঠিন সফর। বিরাটের মতো একজন ব্যাটার-নেতা দরকার ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি।

‘ভারত তুম চলে চলো : কাহানি ২১-২২ কি’ শীর্ষক এক শোয়ে ঘুরিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, টিম ম্যানেজমেন্টের দিকে কার্যত আঙুল তুলে শাস্ত্রীর দাবি, ‘যখন কেউ চলে যায়, তখনই তার গুরুত্ব বোঝা যায়। মানুষও বুঝবে বিরাট কত বড় মাপের ক্রিকেটার ছিল। পরিসংখ্যান সবকিছু নয়। নিজেকে যেভাবে টেস্ট ক্রিকেটের দূত হিসেবে তুলে ধরেছিল, তা প্রশংসনীয়। লর্ডসের ইনিংসের কথা বলব। একার হাতে সবকিছু বদলে দিয়েছিল, তা অবিশ্বাস্য। ওই সিরিজে দলের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার ফলে বিরাটের যে লড়াকু ইনিংস তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছিলাম।’

> এভাবে বিরাটের বিদায় জানানো (টেস্টকে বিদায়) মানতে খারাপ লাগছে। আমার মনে হয় আরও ভালোভাবে ওর বিষয়টা সামলানো উচিত ছিল। বোঝাপড়ার জায়গা আরও ভালো হওয়া দরকার ছিল।
>
> **রবি শাস্ত্রী**

সেই বিরাটকে এভাবে যেতে দেওয়াটা তাই মানতে কষ্ট হচ্ছে শাস্ত্রীর। হতাশা নিয়ে বলেছেন, ‘এভাবে বিরাটের বিদায় জানানো (টেস্টকে বিদায়) মানতে খারাপ লাগছে। আমার মনে হয় আরও ভালোভাবে ওর বিষয়টা সামলানো উচিত ছিল। বোঝাপড়ার জায়গা আরও ভালো হওয়া দরকার ছিল। সত্যি বলতে যদি আমি এই দায়িত্বে থাকতাম, তাহলে অস্ট্রেলিয়া সফরের পর সরাসরি ওকে অধিনায়ক করে দিতাম।’

গত ১২ মে টেস্ট কেরিয়ারে ইতি টানেন বিরাট। দশ হাজারের মাইলস্টোন স্পর্শ করতে দরকার ছিল ৭৭০ রান। ৩০টি শতরান ও ৩১টি হাফ সেঞ্চুরির বর্ণময় টেস্ট-অধ্যায়ে হঠাৎ ইতি টানার যে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তৈরি হয়েছে বিতর্কও। কারও মতে, গৌতম গম্ভীর জমানায় ভারতীয় সাজঘর নিয়ে বদলে যাওয়া পরিবেশ বিরাটের এই পদক্ষেপের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

‘বাবা হয়ে আরও ধারালো বুমরাহ’

স্বামীকে নিয়ে দাবি সঞ্জনার

নয়াদিল্লি, ১২ জুন : সন্তানের জন্ম নাকি বদলে দিয়েছে বোলার জসপ্রীত বুমরাহকে। আগের তুলনায় আরও ধারালো, ক্ষুরধার করে তুলেছে ভারতীয় দলের এক নম্বর বোলিং অস্ত্রকে। এমনই দাবি স্বয়ং বুমরাহর ক্রিকেট সঞ্চালক স্ত্রী সঞ্জনা গণেশনের।

সঞ্চালক হিসেবে পরিচিত মুখ সঞ্জনা। আসন্ন ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে সুনীল গাভাসকারদের সঙ্গে ইংরেজি ধারাভাষ্য টিমেরও অন্যতম সদস্য হিসেবে এবার দেখা যাবে তাঁকে। দুইজনে ব্যস্ত থাকলেও চুটিয়ে চলছে ঘর-সংসার।

বছর দেড়েক আগে বুমরাহ-সঞ্জনার ঘর আলো করে আসে পুত্রসন্তান অঙ্গদ। সঞ্জনার দাবি, বাবা হওয়ার পর বুমরাহ এখন অনেক বেশি দায়িত্বশীল। শুধু সংসারে নয়, মাঠেও যার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। এক পডকাস্টে সঞ্জনা বলেছেন, ‘সন্তান যখন হয়, তখন ও এশিয়া কাপ খেলতে ব্যস্ত। কিন্তু তারমধ্যেই ঠিক সময়ে আমার পাশে ছিল। অঙ্গদের আগমন অনেক কিছু বদলে দিয়েছে। জোর গলায় দাবি করছি না, তবে আমার ধারণা, অঙ্গদের জন্মানোর পর ক্রিকেটার হিসেবে আরও উন্নত হয়েছে ও।’

সঞ্জনার যুক্তি, পরিবার, বাড়ির পরিবেশ বুমরাহকে মানসিকভাবে আরও ভালো জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। মাঠে সারাদিনের পরিশ্রমের পর বাড়ি ফিরে একটা শান্ত, সুখী পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ যে কোনও মানুষের জন্য। স্বামী, বাবা হিসেবে সেই অনুভূতিটা উপভোগ করে বুমরাহ। মানসিক যে শান্তি বাইশ গজে নিজেকে আরও ভালোভাবে মেলে ধরতে সাহায্য করছে।

স্বামী মাঠে আগুন ঝরাবে। ধারাভাষ্যে স্ত্রী সঞ্জনা। বিরল যে জুটি নিশ্চিতভাবে আসন্ন ইংল্যান্ড সিরিজের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে। অবশ্য বিয়ের আগে ও পরে একাধিকবার স্বামীর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সম্প্রচার সংস্থার হয়ে। এবার কমেন্ট্রি টিমের অঙ্গ হিসেবে বুমরাহর খেলার কাটাছেঁড়ার গুরুভার।

পডকাস্ট শোয়ে সাক্ষাৎকার নিয়ে মজার ঘটনার কথা শোনালেন। সঞ্জনা বলেছেন, ‘টি২০ বিশ্বকাপের পর ওর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। ও কিন্তু টানা মজা করে যাচ্ছিল আমার সঙ্গে। কখনও চোখ টিপছিল, কখনও হাসছিল। ইচ্ছাকৃতভাবে চেষ্টা করছিল আমার মনঃসংযোগ নষ্ট করতে! বুঝতে পারছিল, মনঃসংযোগ ধরে রাখতে আমার সমস্যা হচ্ছে। যার মজা নিচ্ছিল ও।’

সঞ্জনার দাবি, বুমরাহই তাঁর সেরা বন্ধু। যতক্ষণ একসঙ্গে সময় কাটান, প্রচুর গল্প চলে দুইজনের মধ্যে। সারাদিন কে কী করল, তা নিয়ে বাড়ি ফিরে চলে গল্প, আড্ডা। যে আড্ডার সঙ্গে থাকে চকোলেটও। সম্পর্কের বাঁধন শান্তি-সাফল্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর।

রিয়াল মাদ্রিদ সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের থেকে জার্সি নিচ্ছেন ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড।

রিয়ালে ভারসাম্য আনতে চান অলন্সো

মাদ্রিদ, ১২ জুন : ক্লাব বিশ্বকাপ দিয়েই রিয়াল মাদ্রিদ কোচ হিসেবে যাত্রা শুরু করবেন স্প্যানিশ তারকা জাভি অলন্সো। এই মরশুমে অ্যান্সেলোত্তির অধীনে আহামরি ফুটবল খেলতে পারেননি ভিনিরা। সেই ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে ক্লাব বিশ্বকাপে নজর তাদের।

বিশ্বকাপে গ্রুপ ‘এইচ’-এ রিয়ালের সঙ্গে সৌদি আরবের আল হিলাল, অস্ট্রিয়ার আরবি সলজবার্গ ও মেক্সিকোর পাচুকা রয়েছে। প্রথম ম্যাচে ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা খেলবেন আল হিলালের বিরুদ্ধে। সৌদির এই দলটিতে আলেকজান্ডার মিত্রোভিচ, জোয়াও ক্যানসেলো ও কালিদৌ কৌলিবোলির মতো একদা ইউরোপে খেলা তারকারা রয়েছেন। ফলে প্রথম ম্যাচটা মোটেও সহজ হবে না রিয়ালের।

> রিয়ালে খেলা আমার স্বপ্ন ছিল। আমি ক্লাবকে আরও বেশি ট্রফি জেতাতে চাই। পাশাপাশি নিজেকে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।
>
> **ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড**

ক্লাব বিশ্বকাপের আগে রিয়াল দলে ভারসাম্য আনতে চান কোচ জাভি অলন্সো। তিনি বলেছেন, ‘আমার লক্ষ্য একটা ভারসাম্যযুক্ত দল গড়ে তোলা। খেলোয়াড়দের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আবেগ সবই থাকবে। সমর্থকরাও খেলা দেখে খুশি হবে।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘দলের দুই তারকা ভিনিসিয়াস ও কিলিয়ান এমবাপের কাছ থেকে তাদের সেরাটা বার করতে হবে। সেটা কীভাবে করব, আমি জানি।’

বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে আলেকজান্ডার ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডকে স্বাগত জানায় রিয়াল। এই ইংলিশ ডিফেন্ডার বলেছেন, ‘রিয়ালে খেলা আমার স্বপ্ন ছিল। আমি ক্লাবকে আরও বেশি ট্রফি জেতাতে চাই। পাশাপাশি নিজেকে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।’ রিয়ালের হয়ে ১২ নম্বর জার্সি পড়ে খেলবেন আর্নল্ড। একদা এই জার্সিতে দাপিয়ে খেলেছেন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার মার্সেলো।

‘টিম ইন্ডিয়া নিয়ে ভাবতে নারাজ’

যুবি-মাহির মন্ত্র কাজে লাগাতে চান অভিষেক

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১২ জুন : আইপিএলে তাঁর ছোট ছোট ইনিংসগুলি ইতিমধ্যে নজর কাড়ছে।

দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে লোকেশ রাহুল, ফাফ ডুপ্লেসি, ট্রিস্টান স্টাবসদের মতো তারকাদের মাঝে জায়গা করে নিয়েছেন বাংলার অভিষেক পোড়েলও। তবে জাতীয় দলের দরজা খুলতে যে পারফরমেন্স দরকার ছিল, তা হচ্ছে না। ভালো শুরু করেও ৪০-৫০ রানে বারবার আটকে যাচ্ছেন।

মাঝারিয়ানার যে বাধা অতিক্রম করার ‘ওষুধ’ খুঁজতে তাই ছুটে গিয়েছিলেন যুবরাজ সিংয়ের বিশেষ ক্যাম্পে। যোগসূত্র সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ খেলার তাগিদে আটদিনের শিবিরের মাঝপথেই ফিরতে হয়েছে অভিষেককে। তবে ফেরার আগে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিজেকে কীভাবে মানসিকভাবে তৈরি করা উচিত, সেই গুরুমন্ত্রটা যুবরাজের থেকে নিয়ে এসেছেন।

ইডেন গার্ডেন্সের সাংবাদিক সম্মেলনে সেই আত্মবিশ্বাসের ঝলক সাদা বলের ক্রিকেটে বাংলা ক্রিকেটের মুখ অভিষেকের চোখেমুখে। কারও কারও মতে, আগামীদিনে বাংলা থেকে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে কেউ যদি ছাপ রাখতে পারে, তা পারবে তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটারই। গত বছর দিল্লি ক্যাপিটালসে পেয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। এবার মেন্টরের দায়িত্বে কেভিন পিটারসেন।

কলকাতা টাইগার্সের জার্সি প্রকাশ অনুষ্ঠানে অভিষেক পোড়েল।

> জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন কে না দেখে। আমিও দেখি। কিন্তু আমি প্রক্রিয়াতে বিশ্বাস করি। নির্দিষ্ট একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আশাবাদী, যার সুফল পাব।
>
> **অভিষেক পোড়েল**

দুই কিংবদন্তির থেকে পরামর্শটা কাজে লাগানোর কথাই শোনালেন অভিষেক।

দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখলেও টিম ইন্ডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে মাথা খারাপে নারাজ। অভিষেকের মতে, প্রক্রিয়াই তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বলেছেন, ‘জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন কে না দেখে। আমিও দেখি। কিন্তু আমি প্রক্রিয়াতে বিশ্বাস করি। নির্দিষ্ট একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আশাবাদী, যার সুফল পাব।’

সাহচর্য পেয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনিরও। আইপিএলের মাঝে চেন্নাই সুপার কিংস-দিল্লি ম্যাচে মাহিভাইয়ের সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। অভিষেক বলেন, ‘টেকনিকাল দিক নিয়ে সেভাবে আলোচনা হয়নি। মূলত মাইন্ডসেট নিয়েই কথাবার্তা। মাহিভাইয়ের থেকে জানতে চেয়েছি কীভাবে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখা যায়। ওর পরামর্শগুলি কাজে লাগানোর চেষ্টা থাকবে।’

যুবরাজ সিংয়ের বিশেষ শিবিরের মাঝপথে ফিরেছেন বেঙ্গল প্রো লিগের জন্য। যদিও এদিন শুরুটা হার দিয়ে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে অভিষেকের দল কলকাতা টাইগার্স দাঁড়াতেই পারেনি মেদিনীপুর উইজার্ডের সামনে। টাইগার্স অধিনায়ক অবশ্য আশাবাদী দল নিয়ে। কোচ শিবশংকর পালের সুরে সুর মিলিয়ে অভিষেকের বিশ্বাস, দল ঘুরে দাঁড়াবে। একইসঙ্গে এই লিগ থেকে বাংলার একঝাঁক ক্রিকেটারও উঠে আসবে।

পোল্যান্ডের দায়িত্ব ছাড়লেন মিখাল

ওয়ারশ, ১২ জুন : ‘কোচের অধীনে খেলব না।’ কয়েকদিন আগেই জাতীয় দলের কোচ মিখাল প্রোবেইরেৎজের উদ্দেশে হুংকার দিয়েছিলেন পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেওয়ানডস্কি। এবার চাপে পড়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন প্রোবেইরেৎজ।

বৃহস্পতিবার পদত্যাগ করার পর প্রোবেইরেৎজ বলেছেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে মনে হয়েছে, পোল্যান্ড জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে আমার সরে যাওয়া উচিত।’ পোল্যান্ড ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি সেজারি কুলেসজা বলেছেন, ‘আমি সবসময় কোচদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে চাই। তবে আমার কাছে দলের রেজাল্টই সবসময় গুরুত্ব পেয়েছে। আপাতত পোল্যান্ড সমর্থকদের জন্য একটা কঠিন সময় যাচ্ছে।’

লেওয়ানডস্কির সঙ্গে প্রোবেইরেৎজের বিবাদের সূত্রপাত জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব নিয়ে। বার্সেলোনা তারকাকে জাতীয় দলের অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে ইন্টার মিলানের মিডিও পিওতর জিয়েলিনস্কিকে অধিনায়ক করেন সদ্য প্রাক্তন পোল্যান্ড কোচ। বিষয়টি মোটেও ভালোভাবে নেননি লেওয়ানডস্কি। তিনি প্রোবেইরেৎজের অধীনে না খেলার কথা ঘোষণা করেন। বার্সার গোলমেশিনকে ছাড়াই ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে পরাজিত হয় পোল্যান্ড। ফলে আরও চাপে পড়ে যান প্রোবেইরেৎজ। যার জেরে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন তিনি।

সময় চেয়ে আবেদন করছে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুন : বুধবার রাতেই এআইএফএফ রেজিস্ট্রেশন ব্যান করেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। জরিমানার টাকা না মেটানো পর্যন্ত কোনও ফুটবলারের রেজিস্ট্রেশন করাতে পারবে না তারা। বৃহস্পতিবার মহমেডান কর্তারা জানিয়েছেন, তাঁরা এআইএফএফ-এর কাছে সময় চেয়ে চিঠি দিচ্ছেন।

ক্লাবের কার্যনির্বাহী সভাপতি মহম্মদ কামারুদ্দিন বলেছেন, ‘আমরা এআইএফএফ-এর কাছে ১০-১২ দিনের সময় চেয়ে আবেদন করছি। এই সময়ের মধ্যে যেন রেজিস্ট্রেশন ব্যান স্থগিত থাকে। তার মধ্যে দুই দফায় জরিমানার টাকা মিটিয়ে দেব।’ আগেই বেশকিছু খেলোয়াড়ের রেজিস্ট্রেশন করে নেওয়ায় কলকাতা লিগে দল নামাতে কোনও অসুবিধা নেই বলেই জানিয়েছেন মহমেডান-কর্তা। এদিকে, বৃহস্পতিবার মহমেডানের ক্রিকেট সচিব হিসেবে দায়িত্ব নিলেন বাংকারহিল কর্তা কনিষ্ক শীল।

দেশবাসীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা সন্দেশের

ফেডারেশন সহ মহাসচিবকে দায়ী করে চিঠি গোয়ার কর্তার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ জুন : ভারতীয় দলের খারাপ পারফরমেন্স এবং অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনে হওয়া নানা অনিয়মের জন্য সহ মহাসচিব এম সত্যনারায়ণকে দায়ী করে চিঠি দিলেন গোয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও এআইএফএফ লিগ্যাল কমিটির সদস্য কাইতানো ফার্নান্ডেজ।

বুধবার হংকং থেকে দেশে ফেরে গোটা দল। সুনীল ছেত্রীরা ফেরার আগেই অবশ্য তাঁদের হেড স্যারকে নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। তিনি নিজেই আর দায়িত্বে থাকতে রাজি নন এটা যেমন সত্যি। তেমনি তাঁর সঙ্গে চুক্তিসংক্রান্ত বিষয়ে দুই পক্ষের সমঝোতা না হলে তাঁকে সরিয়ে দিতেও রাজি নয় অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। না মিটমাট করেই তিনি অবশ্য স্পেনে ফিরে গিয়েছেন। এদিকে, শুক্রবার দুপুরে ভারতীয় দলের এই বিশ্রি পারফরমেন্সের জেরে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছে ফেডারেশন। সেখানেই নতুন কোচের নাম ঘোষণা করা হবে কিনা, তা পরিষ্কার নয়। যদিও শোনা যাচ্ছে, অন্তর্বর্তী কোচ হিসাবে খালিদ জামিলের নাম শোনা যাচ্ছে। যদিও শেষপর্যন্ত তিনি এই পরিস্থিতিতে আদৌ দায়িত্ব নিতে রাজি হবেন কিনা তা নিয়েও রয়েছে সন্দেহ। তবে হংকংয়ের বিপক্ষে হারের পর দেশের নানামহলে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে।

> আমি হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে কিছু বলতে চাই। প্রত্যেক ফুটবল ভক্তের যন্ত্রণা আমরা শুনতে পাচ্ছি, অনুভব করতে পারছি। জানি আমরা আপনাদের কষ্ট দিয়েছি এবং তার জন্য ক্ষমা চাইছি। প্রত্যেকটি হতাশা, প্রত্যেক সমালোচনা, সবার রাগ সঠিক। আপনারা বিশ্বাস ও ভালোবাসা নিয়ে আমাদের পাশে ছিলেন। আপনাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারিনি।
>
> **সন্দেশ ঝিংগান**

এদিন এফসি গোয়ার কর্ণধার রবি পুস্কর এদিন তাঁর সামাজিক মাধ্যমে ফুটবলারদের ক্রমবর্ধমান বেতন নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন। তিনি আরও অনেক কিছুর সঙ্গে লেখেন, ‘আন্তর্জাতিক স্তরে এই ফুটবলারদের পারফরমেন্স দেখে আমরা স্তম্ভিত। দক্ষতার থেকে বেশি এদের নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে। তাই ক্রমশ বেড়ে চলা আর্থিক বেতনের জন্য আমরাই দায়ী।’ গোয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ও এআইএফএফ লিগ্যাল কমিটির সদস্য ডঃ কাইতানো ফার্নান্ডেজ এদিন এক চিঠি পাঠান এআইএফএফ সভাপতি, সহ সভাপতি ও কার্যনির্বাহী কমিটির সব সদস্যের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি পাঠিয়ে সবকিছুর জন্য দায়ী করেছেন সত্যনারায়ণকে। তিন পাতার চিঠিতে তিনি বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে বোঝান যে, গত তিন বছরে কীভাবে সত্যনারায়ণের আমলে অনিয়ম হয়েছে। ভারতীয় দলের খারাপ পারফরমেন্সের জন্যও তাঁকেই দায়ী করেন কাইতানো। দ্রুত তাঁকে সরানোর দাবি জানিয়েছেন গোয়া ফুটবলের এই কর্তা।

তাই দেশে ফিরেই নিজের সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ্যে সন্দেশ ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন দেশবাসীর কাছে। তিনি লেখেন, ‘আমি হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে কিছু বলতে চাই। প্রত্যেক ফুটবল ভক্তের যন্ত্রণা আমরা শুনতে পাচ্ছি, অনুভব করতে পারছি। জানি আমরা আপনাদের কষ্ট দিয়েছি এবং তার জন্য ক্ষমা চাইছি। প্রত্যেকটি হতাশা, প্রত্যেক সমালোচনা, সবার রাগ সঠিক। আপনারা বিশ্বাস ও ভালোবাসা নিয়ে আমাদের পাশে ছিলেন। আপনাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারিনি। এইমুহূর্তে আশা নিয়ে সামনের দিকে তাকানো কঠিন, এটা আমরাও বুঝি।’ তিনি আরও লিখেছেন, ‘কিন্তু এটা বলতে চাই, সাজঘরে প্রত্যেকটি ছেলেকে যন্ত্রণাক্লিষ্ট দেখেছি। ওদেরও কতটা কষ্ট দিয়েছি সেটা দেখেছি। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ওদের মধ্যে আগুন ও খিদে তৈরি হয়েছে। সামনের রাস্তা কঠিন।’ জয় হিন্দ লিখে তিনি শেষ করেন।

চেষ্টা করেও হংকংয়ের বিরুদ্ধে শেষপর্যন্ত ভারতের দুর্গ অক্ষত রাখতে পারেননি সন্দেশ ঝিংগান ও আনোয়ার আলি।

সেনেগাল ম্যাচে গোল বাতিলে ক্ষেপে যান জুডে বেলিংহাম।

বেলিংহাম শান্ত হন, চান না টুচেল

লন্ডন, ১২ জুন : জুডে বেলিংহাম শান্ত হন, তাঁর ভেতরের আগুন নিভে যাক-এমনটা কখনোই চান না ইংল্যান্ড দলের কোচ টমাস টুচেল। বরং তাঁর ভেতরে থাকা আগুন ঠিকভাবে পরিচালিত হলে তাতে আখেরে লাভ দলেরই বলে মনে করেন তিনি।

সেনেগালের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের ফ্রেন্ডলিতে বেলিংহামের গোল বাতিল হওয়ার পর মাঠের মধ্যেই ক্ষোভে ফেটে পড়তে দেখা যায় রিয়াল মাদ্রিদের তারকাকে। ম্যাচটিও শেষমেশ ৩-১ গোলে হেরে যায় ইংল্যান্ড। প্রসঙ্গত, হ্যারি কেনদের হেডস্যর হিসেবে যোগ দেওয়ার পর এটাই প্রথম হার টুচেলের। এই ম্যাচের পরেই বেলিংহামের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অনেকে। গত লা লিগাতেও রেফারির সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে লাল কার্ড দেখেছিলেন জুডে। প্রশ্ন উঠছিল, বেলিংহামের নিজের আচরণ সংশোধন করা উচিত কি না সেই নিয়েও। কিন্তু ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বেলিংহামকে সমর্থনই করলেন টুচেল।

সাংবাদিকদের টুচেল বলেছেন, ‘ওর মধ্যে যে আগুন রয়েছে, সেটা নিভে যাক আমি কখনোই চাই না। এরকম মানসিকতা নিয়েই ওর খেলা উচিত। কিন্তু সেটা যেন রেফারি কিংবা ওর সহ খেলোয়াড়দের প্রভাবিত না করে, আমাদের জয়ে কাজে আসে। সেটা আমাদের নজরে রাখতে হবে।’

ডোম্মারাজু গুকেশ, রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দকে বৃহস্পতিবার নিজের বাসভবনে সংবর্ধনা দিলেন তামিলনাড়ুর উপমুখ্যমন্ত্রী দয়ানিধি স্ট্যালিন। তাঁদের সঙ্গেই সংবর্ধিত হয়েছেন ফিডে র‌্যাংকিংয়ে প্রথম দশে চলে আসা অরবিন্দ চিদম্বরম।

জামিন পেলেন আরসিবি কর্তা

বেঙ্গালুরু, ১২ জুন : পদপিষ্ট কাণ্ডে জামিন পেলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু কর্তা নিখিল সোসালে। সঙ্গে জামিন পেয়েছেন ডিএনএ এন্টারটেইনমেন্ট নেটওয়ার্কের তিনজন কর্মী। বেঙ্গালুরুর আইপিএল জয় উদযাপন করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনায় বিরাট-ঘনিষ্ঠ আরসিবি কর্তা নিখিল সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার কর্ণাটক হাইকোর্ট বিচারপতি এসআর কৃষ্ণকুমারের এজলাসে এই মামলার শুনানি হয়। কর্ণাটক সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল শশী কিরণ শেট্টি এজলাসে জানান, কোনও অনুমতি ছাড়াই বিজয় মিছিলের আয়োজন করেছে আরসিবি। দুইপক্ষের সওয়াল শোনার পর চারজনেরই জামিন মঞ্জুর করে আদালত।

সুযোগ কাজে লাগাও ঋষভদের তাতাচ্ছেন গম্ভীর

যশস্বীর সঙ্গে আলোচনায় কোচ ● চর্চায় 'প্রিন্স' শুভমান

শুভমান গিলকে অনুরাগীরা আদর করে ডাকে প্রিন্স বলে। যা ব্যাটে লিখে আত্মপ্রচারের জন্য ট্রোলড হলেন।

প্রস্তুতি শুরুর আগে টিম হাডলে পেপটক কোচ গৌতম গম্ভীরের। বৃহস্পতিবার কেন্টের বেকেনহামে।

লন্ডন, ১২ জুন : সামনে থেকে নেতৃত্ব।

পূর্বসূরিদের পথে হাঁটতে চান শুভমান গিল। অধিনায়কত্বের দায়িত্বে টেস্ট কেরিয়ারের সাদামাটা পরিসংখ্যানে প্রলেপ লাগাতে বদ্ধপরিকর। দলও তাঁর ব্যাটের দিকে তাকিয়ে। ভারত তথা বিশ্ব ক্রিকেট তাকিয়ে শুভমান গুরুভার কীভাবে সামলান সেদিকে। ২০ জুন থেকে যার উত্তর মিলতে চলেছে। তার আগে এদিন চর্চায় ভারত অধিনায়কের ব্যাট।

প্র্যাকটিসের ফাঁকে মন জিতলেন স্থানীয় খুদে ইংরেজ ক্রিকেটারদের। নিজের ব্যাটে অটোগ্রাফ করে উপহার দিলেন। মেটালেন সেলফির আবদারও। শুভমানের যে আচরণ স্বভাবতই মন জিতেছে সবার। সমাজমাধ্যমে যে ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল। ঠিক উলটো ছবিও আবার শুভমানের ব্যাটের লোগো ঘিরে।

শচীন তেন্ডুলকার, বিরাট কোহলির মতো 'এমআরএফ'-এর লোগো থাকে শুভমানের ব্যাটে। বিরাটের ব্যাটের সাইডে লেখা থাকে 'গ্র্যান্ড'। শুভমানের ক্ষেত্রে 'প্রিন্স'। এদিন সেই ব্যাটের ছবি পোস্ট করেছেন সমাজমাধ্যমে। তারপরই 'প্রিন্স' লেখা লোগো নিয়ে তীর্যক মন্তব্য। নেটিজেনদের কটাক্ষ, 'প্রিন্স' লিখে নিজের ঢাক নিজেই পেটাচ্ছেন শুভমান। আগে তো বিদেশের মাটিতে বড় ইনিংস খেলুক, সাফল্য পাক টেস্ট ফরম্যাটে।

শুভমানের ব্যাট-চর্চার মধ্যে ভারতীয় অনুশীলনে ইংলিশ কন্ডিশনে মানিয়ে নেওয়ার বাড়তি তাগিদ। গৌতম গম্ভীরদের বিশ্বাস, আগেভাগে চলে আসা, প্রস্তুতি শিবিরের সুফল মিলবে। সমর্থকদের আশ্বস্ত করলেন ঋষভ পন্থও। সেনাকর্মীদের ঢঙে দেশের কাজে লাগার সুরটাই ধরা পড়ল তাঁর পোস্টে। যেখানে ভারতীয় দলের সাদা পোশাকের একাধিক ছবি পোস্ট করে ঋষভ লিখেছেন, 'রিপোর্টিং ফর ন্যাশনাল ডিউটি'।

গম্ভীর সেখানে আসন্ন লড়াইকে দেখছেন অনভিজ্ঞতার চাদর সরিয়ে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেওয়াতে। সেই বার্তা দিয়ে রাখলেন ছাত্রদের। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অনুপস্থিতি নিয়ে গম্ভীরের সাফ বক্তব্য, এর দুটি দিক রয়েছে। তিন তারকার অভাব পূরণ যেমন চ্যালেঞ্জ, তেমনই সুযোগ কাজে লাগানোরও।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পোস্ট করা ভিডিওতে গম্ভীরর বলেছেন, 'দলের সবাইকে বলতে চাই, আসন্ন সিরিজ আমাদের জন্য দুটি রাস্তা। একটা তিনজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে ছাড়া চ্যালেঞ্জ সামলানো। অপরদিকে, দুর্দান্ত সুযোগ কাজে লাগিয়ে সফরকে স্পেশাল বানানোর।' ভারতীয় হেডকোচের দৃঢ় ধারণা নিজেদের 'কমফোর্ট জোন' থেকে বেরিয়ে যা ফায়দা নিতে পারবে তরুণ ভারত।

দলের প্রতি সেই আস্থার সুর। গম্ভীরের কথায়, 'দলের দিকে যখন তাকাও, ওদের মধ্যে সাফল্যে খিদে, আবেগ, দায়বদ্ধতার ছবিটা নজরে পড়ে। একটা দিন নয়, আমাদের লড়াই করতে হবে প্রতিটি সেশন, প্রতিটি দিন, প্রতিটি বল নিয়ে। পারলে এই সফরটা সবার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দেশের হয়ে খেলাটা উপভোগ করতে বলব। কারণ এর চেয়ে বড় সম্মান কিছু হয় না।'

২০ জুনের টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে আপাতত প্রতিটি প্র্যাকটিস সেশন কাজে লাগাতে মরিয়া গম্ভীর ব্রিগেড। সুর, এমনভাবে প্রস্তুত হতে হবে যে কোনও পরিস্থিতি চাপের মুখে দল মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। সহজে ভেঙে পড়বে না।

শুক্রবার থেকে চারদিনের ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচে নামবেন শুভমানরা। তার আগে বৃহস্পতিবার প্রথমবার পুরো দলকে একসঙ্গে পেয়েছিলেন কোচ গম্ভীর। অনুশীলনের ফাঁকে দুইবার তারকা ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা সারলেন টিম ইন্ডিয়ার হেডস্যর। আলোচনার বিষয়বস্তু জানা না গেলেও ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, ইংল্যান্ড সফরে 'এ' দলের হয়ে তিনটি ইনিংসে রান না পাওয়ায় যশস্বীর উপর কিছুটা চটে রয়েছেন গম্ভীর। এদিন তিনি যশস্বীকে ব্যাটিং টেকনিকে উন্নতির পরামর্শ দিয়েছেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

দলের অন্যতম সিনিয়ার সদস্য লোকেশ রাহুল আবার করুণ নায়ারকে নিয়ে আবেগতাড়িত। বিসিসিআইয়ের পোস্ট করা ভিডিওতে ৮ বছর পর টেস্ট টিমে কামব্যাক করা নায়ারকে নিয়ে বলেছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ওকে চিনি। সম্প্রতি মাস খানেকের বেশি ইংল্যান্ডে কাটিয়েছে খেলার জন্য। যে প্রচেষ্টা কিন্তু তারিফযোগ্য। আমার বিশ্বাস, জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনে তার সুফল পাবে ও।'

ক্যারি-স্টার্কের জুটিতে মোড় বদল ফাইনালে

অস্ট্রেলিয়া-২১২ ও ১৪৪/৮
দক্ষিণ আফ্রিকা-১৩৮
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

৬ উইকেট নিয়ে লাফ অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের।

লন্ডন, ১২ জুন : কথায় বলে, ইংল্যান্ডের আবহাওয়া আর মেয়েদের মন- দুইটিই বোঝা খুব মুশকিল। এই রোদ তো পরক্ষণেই মেঘের আনাগোনা। 'হোম অফ ক্রিকেট'-এ চলা টেস্টের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়েও সেই ছবি।

প্রথমদিনে কাগিসো রাবাদার পালটা জবাবে এদিন প্যাট কামিন্সের হাফ ডজন শিকার। ৭৪ রানের লিডে অ্যাডভান্টেজ অস্ট্রেলিয়া।

দ্বিতীয় ইনিংসে টপ অর্ডারের ব্যর্থতায় ৭৩/৭ স্কোরে যা অনেকটাই হাতছাড়া হয় অজিদের। সেখান থেকেই দ্বিতীয় দিনের শেষবেলায় অ্যালেক্স ক্যারি (৪৩) ও মিচেল স্টার্কের (অপরাজিত ১৬) ৬১ রানের জুটিতে মোড় বদল ফাইনালের।

বৃহস্পতিবারও পেসারদের জন্য একরাশ 'উপহার' নিয়ে হাজির ছিল লর্ডসের বাইশ গজ। যেখানে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক কামিন্স রেকর্ডবুকে নাম তোলার পর পালটা দিলেন লুঙ্গি এনগিডি, রাবাদারা।

বুধবার খাতা খুলতে ৩০ বল নিয়েছিলেন প্রোটিয়া অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। যা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে চর্চা ছিল, 'টেস্টের এই ধৈর্যশীল ক্রিকেট আইপিএল দেখা বাচ্চাদের অসহ্য লাগবে।' এদিন ৪৩/৪ স্কোর থেকে শুরু করার পর আগ্রাসী মেজাজে পাওয়া যায় বাভুমাকে (৩৬)। তাঁর ও ডেভিড বেডিংহামের (৪৫) ৬৪ রানের পার্টনারশিপে প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টায় ছিল প্রোটিয়ারা। গতকাল অ্যালেক্স ক্যারির ভুল শটে আউট হওয়া অজি ইনিংসের টার্নিং পয়েন্ট ছিল। এদিন কামিন্সের (২৮/৬) বলে বাভুমার আউট প্রোটিয়া শিবিরকে বড় ধাক্কা দিয়ে যায়। বেডিংহাম একটাদিক ধরে রাখার চেষ্টা করলেও কামিন্স দক্ষিণ আফ্রিকার লোয়ার অর্ডারকে ছেঁটে ফেলতে সময় নেননি। প্রথম অধিনায়ক হিসেবে যে কোনও ফরম্যাটের ফাইনালে পাঁচ উইকেট নেওয়ার নজির গড়লেন কামিন্স। বাভুমা ব্রিগেড ১৩৮ রানে গুটিয়ে যায়।

দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ভালো 'স্টার্ট' দরকার ছিল। উসমান খোয়াজা (৬) ও মার্নাস লাবুশেন (২২) শুরুটা বুঝেশুনেই করেছিলেন। ইংল্যান্ডের পিচে ব্যাট হাতে সাফল্য পাওয়ার শর্ত, অফস্টাম্পের বাইরের বল ছেড়ে অন্তত প্রথম ৩০টি ওভার উইকেটে পড়ে থাকা। কিন্তু এনগিডি (৩৩/৩), রাবাদাদের (১৫/২) সামনে স্টিভেন স্মিথ (১৩), ট্রাভিস হেড (৯), ক্যামেরন গ্রিনরা (০) 'অনিশ্চয়তার সরণি'-র ভুলভুলাইয়ায় পথ হারালেন। এরপর দলের বিপর্যয়ের মাঝে প্রথম ইনিংসের প্রায়শ্চিত্ত করে ক্যারির ব্যাট জ্বলে উঠতেই স্বস্তি অস্ট্রেলিয়া শিবিরে। দিনের শেষে ২১৮ রানের লিডে আরও একটা ফাইনাল জয়ের আশায় কামিন্স ব্রিগেড।

লর্ডসে টেস্টে অধিনায়কদের সেরা বোলিং (ইনিংসে)

বোলিং ফিগার	বোলার	প্রতিপক্ষ	সাল
২৮/৬	প্যাট কামিন্স	দক্ষিণ আফ্রিকা	২০২৫
১০১/৬	বব উইলিস	ভারত	১৯৮২
৬৮/৫	ড্যানিয়েল ভেত্তোরি	ইংল্যান্ড	২০০৮
৩৫/৫	গ্যাবি অ্যালেন	ভারত	১৯৩৬

জয়ী স্বস্তিকা, ইউনাইটেড

ম্যাচের সেরা গীতাংশী দাস।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জুন : সবুজের অভিযানের অনূর্ধ্ব-১৮ সামার ভ্যাকেশন চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার স্বস্তিকা যুবক সংঘ ৮ উইকেটে হারিয়েছে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘকে। প্রথমে সরোজিনী ১৩.৩ ওভারে ৭৭ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের সর্বাধিক ২৩ রান অভিজিৎ সিংহের। ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্বস্তিকার গীতাংশী দাস ১৯ রানে নিয়েছে ২ উইকেট। নির্বাচিত হয়েছে ম্যাচের সেরা। জবাবে স্বস্তিকা ৫.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৭৭ রান তুলে নেয়। মহম্মদ ইউসুফ অপরাজিত থাকে ২১ রানে। যশ প্রসাদের অবদান ২১ রান।

ইউনাইটেড ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ২৮ রানে জিতেছে এনজি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। প্রথমে ইউনাইটেড ১৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬৯ রান করে। ম্যাচের সেরা শান্ত রায় রেখে এসেছে ৪৯ রান। জবাবে এনজি ১৪.৫ ওভারে ১৪১ রানে অল আউট হয়। কমলকুমার যাদব করেছে ৪৬ রান। আদর্শ রায় ১৯ রানে ৩ উইকেট নিয়েছে।

রানার্স ট্রফি হাতে সন্নিশা দেব।

রানার্স সন্নিশা, সম্প্রীতি

বালুরঘাট, ১২ জুন : ত্রিধারা ক্লাব ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা টিটি সংস্থার পরিচালনায় ও বেঙ্গল স্টেট টিটি সংস্থা আয়োজিত রাজ্য র‍্যাংকিং স্টেজ টু টেবিল টেনিসে মহিলা সিঙ্গলসে রানার্স শিলিগুড়ির সম্প্রীতি রায়। ফাইনালে তিনি উত্তর ২৪ পরগনার মুনমুন কুণ্ডুর বিরুদ্ধে হেরেছেন। অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের সিঙ্গলসে রানার্স হল মান্তু ঘোষের ট্যালেন্ট স্কাউট টেবিল টেনিস হাবের সন্নিশা দেব। বৃহস্পতিবার ফাইনালে সন্নিশা হেরে গিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার শুভঙ্কিতা দত্তর বিরুদ্ধে।

জয়ে ফিরল শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জুন : আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের একদিনের ক্রিকেটে জয়ের রাস্তায় ফিরল শিলিগুড়ি। চুঁচুড়ায় বৃহস্পতিবার তারা ৭ উইকেটে মালদাকে হারিয়েছে। টসে হেরে মালদা ১৯.১ ওভারে ৭৩ রানে অল আউট হয়। ঐকেশ্বর ঝা ৩০ ও আয়ুষ্মান পাঠক ২১ রান করে। ম্যাচের সেরা অনীশ শর্মা ২ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে রবিন চৌধুরী (৮/২) ও আকাশ তরফদার (২৩/২)। জবাবে শিলিগুড়ি ১২.২ ওভারে ৩ উইকেটে ৭৫ রান তুলে নেয়। গৌরব মুন্ডা ৩২ রান করে। শুভঙ্কর পুরকায়স্থ ১৬ রানে অপরাজিত থাকে। আয়ুষ্মান ৩৩ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট।

জোড়া পদক রীতিকা, খেসেডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জুন : হরিনাভিতে স্টার ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমিতে রাজ্য জুনিয়ার ব্যাডমিন্টনে অনূর্ধ্ব-১৩ মেয়েদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হল দার্জিলিং জেলার রীতিকা দাস। ফাইনালে রীতিকা ৩-১ গেমে সতীর্থ খেসেড ফিপনকে হারিয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৩ মেয়েদের ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন খেসেড-কলকাতার স্নিগ্ধা ঘোষ। ফাইনালে তারা একই ব্যবধানে রীতিকা-শ্যারন ছেত্রীর বিরুদ্ধে জয় পায়।

পদক জয়ের পর রীতিকা দাস ও খেসেড ফিপন।

ট্রফি হাতে ঈশান ঘোষ।

চ্যাম্পিয়ন ঈশান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জুন : ২১ তম দিল্লি আন্তর্জাতিক ওপেন গ্র্যান্ডমাস্টার দাবায় ১৮০০ ফিডে রেটিং পর্যন্ত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন শিলিগুড়ির ঈশান ঘোষ। তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার সচিব বাবলু তালুকদার। ঈশান শুক্রবার শিলিগুড়ি ফিরছেন বলে বাবলু জানিয়েছেন।

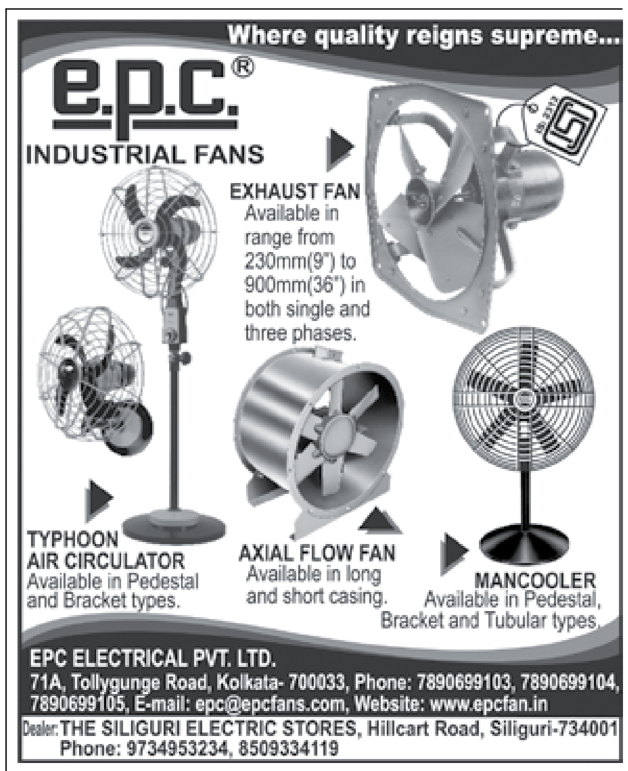

ম্যাচের সেরার হাতে নবীন সংঘের দীপ রায়। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে।

জয়ের হ্যাটট্রিক নবীনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে টানা তৃতীয় জয় পেল নবীন সংঘ। বৃহস্পতিবার গ্রুপ 'বি'-তে তারা ৪-১ গোলে জিতেছে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে নবীনের পরিওয়াস ছেত্রী, আনোস রাই ও রাজকুমার পাল গোল করেন। তাদের অন্য গোলটি আত্মঘাতী। দাদাভাইয়ের গোলস্কোরার নিরকোল থাপা। ম্যাচের সেরা হয়ে নবীনের দীপ রায় পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। শুক্রবার গ্রুপ 'বি'-তে বিধান স্পোর্টিং ক্লাব ও নবোদয় সংঘ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা ভোলা দাস - কে 19.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 66D 27221 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে প্রথম পুরস্কারের এক কোটি টাকা জেতানোর জন্য। এই জয় আমাকে দীর্ঘস্থায়ী আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে এবং আমি একটি নিরাপদ এবং স্থিতিশীল ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে পারব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।